শ্রীমদ্ভাগবতম্

নারদ

[অর্থাৎ নারদ-কথিত আত্মচরিত ও ভক্তিমাহাত্ম্য]

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা-শব্দার্থ ও রসবিবৃতি, সরল ব্যাখ্যা,

এবং

প্রতি অধ্যায়ের তাৎপর্য্য-সম্বলিত

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর

টীকার অনুসরণে

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

দ্বারা সম্পাদিত

কলিকাতা

১৩৩২

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

২৪নং বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

রামকৃষ্ণ-মিশন ছাত্র-নিবাস

৭নং হালদার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

সেন রায় কোম্পানী

কর্ণওয়ালিস বিলডিংস্ (ঠন্‌ঠনিয়া চৌমাথা)

কমলা বুক ডিপো

১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

মনমোহন লাইব্রেরী

২০৩।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি

১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার

কাত্যায়নী মেসিন প্রেস

৩৯।১ নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম হইতে ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত 'সূত-শৌনক-সংবাদের' পরে ৪র্থ হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত 'ব্যাস-নারদ-সংবাদের' প্রকৃত স্থান। শৌনকাদি ঋষিগণ কর্ম্মমার্গে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কলির আগমন-ভয়ে ভীত হইয়া, উহার প্রতাপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নৈমিষারণ্যে সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান-কার্য্যেই ব্যস্ত ছিলেন। এই কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঐ ঋষিগণের দেহ হোমধূমে ধূসরবর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু তদ্দ্বারা কি ফল লব্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনিশ্চিত ছিলেন। 'কর্ম্মন্যস্মিন্ন-নাশ্বাসেধূমধূম্রাত্মা' ঋষিগণ তখন মনে অনুভবই করেন নাই যে, ঐ প্রকার কঠোর সাধনা ব্যতীতও, কলিকে জয় করিয়া, সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য সুসাধ্য এবং সুনিশ্চিত অপর কোন প্রকার উপায় আছে। লীলাময়ের লীলাতে সেই উপায় প্রদর্শনের জন্য ঋষিগণের নিকট সূতের আগমন, এবং তাঁহার দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সূত প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় অধ্যায়ে ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ এবং যোগমার্গ এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ সাধনোপায়ের, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সংক্ষেপে সমন্বয় করিয়া দেখাইলেন যে, কেবল ভক্তি দ্বারা বাসুদেবকে তুষ্ট করিতে পারিলে, ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্ববিধ শ্রেয়োলাভই হইতে পারে। ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত নারদ-চরিতে ঐ ভক্তিমার্গে সাধনার উপায় অধিকতর পরিস্ফুটিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমরা অনেক সময়েই ভক্তি শ্রেষ্ঠ, কি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় লইয়া অনেক বাক্য এবং সময় বৃথা ব্যয় করিয়া থাকি। ভক্তচূড়ামণি নারদের মুখ হইতে তাঁহার আত্মজীবন এবং ব্যাসের প্রতি উপদেশ পাঠ করিলে, ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টি যে শ্রেষ্ঠতর সেই বিষয়ে অনেক ভ্রম দূরীকৃত হইবে। সার কথা এই যে, জ্ঞান এবং

ভক্তি এই দুইটি ভিন্ন বস্তু নহে; ইহারা একই বস্তুর দুইটি রূপ-ভেদমাত্র। ব্রহ্মের 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'ময় সত্তা যেরূপ নিত্যসম্বদ্ধ, জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্যও সেইরূপ নিত্য এবং অভেদভাবে সম্বদ্ধ। যখন জ্ঞান অথবা ভক্তিমার্গে সাধনা করিতে করিতে কেহ সেই সাধনায় পরাকাষ্ঠা লাভ করেন, তখন তাঁহার চিত্তে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যুগপৎ স্ফুরিত হইয়া উঠে। জ্ঞানের এই অবস্থাকে 'গুহ্যতম জ্ঞান' বলে। ৫ম অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের টীকায় এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

নারদ কর্ত্তৃক ব্যাসকে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়নে নিয়োজিত করিবার কি আবশ্যকতা ছিল, এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে যে তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিলেই চলিবে। বেদবিভাগ, বেদান্ত-দর্শন-শাস্ত্রের রচনা এবং মহাভারত প্রণয়নের পরেও ব্যাস আপনার চিত্তে যে অপ্রসন্নতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা লীলাময়েরই মঙ্গলময়ী লীলামাত্র। ৫ম অধ্যায়ের ৮ হইতে ১১ এবং ১৫ শ্লোকে এই অপ্রসন্নতার কারণ বিবৃত হইয়াছে। মোট কথা এই যে, সাধারণ লোকে বিষয়ভোগসুখেই মুগ্ধ হইয়া থাকে; ব্যাস বাসুদেবের মহিমা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করাতে এতাবৎকাল লোকের মতি বাসুদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, এবং ভক্তিলাভকরাকেও তাহারা পুরুষার্থশিরোমণি বলিয়া মনে করিত না। এই কারণে স্বয়ং ব্যাসের মনে অপ্রসন্নতার উদয় হইয়াছিল।

ব্যাস জ্ঞান এবং বৈরাগ্যলাভের উপায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই উপায় দ্বারা ঐ দুই বস্তু লব্ধ হইলেও ভক্তির অভাবে জ্ঞান ও বৈরাগ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাধারণ লোক স্বভাবতঃই ভোগসুখ ছাড়িতে চাহে না। অতএব সাধারণ সকল লোকের জন্য এমন একটি সাধনার উপায়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যে উপায়টির

অনুসরণ করিলে, ভগবানের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা ঐ সকল লোকের মন ভোগসুখ ছাড়িয়া ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই সেই উপায়। শ্রীভগবানের লীলাসকল বর্ণিত না হইলে, লোকে তাহা কীর্ত্তন করিতে পারে না; সেই জন্য নারদ ব্যাসকে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া, তাহাতে শ্রীহরির লীলাসকল বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীহরির লীলা শ্রবণ এবং আলোচনা করিতে করিতে লোকের মনে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইয়া, কিরূপে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, নারদ তাহাও ব্যাসকে দেখাইলেন (৫অ, ১২-২২ শ্লোক)। তৎপরে নারদ আত্ম-জীবনের ঘটনাবলী কীর্ত্তন করিয়া, কিরূপে তাঁহার মনে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সঞ্জাত হইয়াছিল (৫অ, ২৩-৩৬ শ্লোক) এবং কি প্রকারে তিনি শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণনা করিলেন (৬ষ্ঠ অধ্যায়)। শ্রীহরির লীলাসকলের গূঢ় রহস্য অনুভব করিবার জন্য শক্তিলাভ করাও সাধনাসাধ্য। নারদের উপদেশসকল শ্রবণ করিয়া, যখন ব্যাসের চিত্ত ঐ উচ্চতম সাধনপথ অবলম্বন করিবার অধিকারী হইল, তখন নারদ ব্যাসকে 'গুহ্যতম জ্ঞান' লাভের জন্য সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন (৫অ, ৩৭-৩৮ শ্লোক)। এই মন্ত্রটি জ্ঞানময় হইলেও ঐ জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্যের মূর্ত্তিসদৃশ, এবং তদ্দ্বারাই সাধকের চিত্ত ব্রহ্মময় ও 'সম্যগ্‌দর্শনঃ' হয়।

এই সকল উপদেশ এবং দীক্ষা লাভের পরে ব্যাস যখন নারদ-প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনা করিতে লাগিলেন, তখন 'পূর্ণ-পুরুষ'-দর্শন লাভ করিবার সময় শ্রীভগবানের লীলাসকল ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া উঠিল; এবং সেই অনুভূতিই (Inspiration) শ্রীমদ্ভাগবতের আকারে বিরচিত হইয়াছে, 'কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ'।

ভাগবতের প্রারম্ভে বিবৃত এই নারদ-কাহিনী ভক্তির সুধাময় উৎস-স্বরূপ। পঞ্চমবর্ষীয় বালক হইলেও নারদ যখন ঋষিগণের সংস্পর্শে আসিলেন, তখন কৃষ্ণ-কথায় তাঁহার রুচি হইল। এই 'কথা-

'রুচি'র সঙ্গে সঙ্গেই 'শ্রদ্ধা'য় তাঁহার মন পূর্ণ হইয়া গেল। তৎপরে শ্রদ্ধা এবং কথারুচির সঙ্গে ঋষিদের মুখে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তনের "অনুপদ" শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হইল। এই অনুরাগকে শ্রীমদ্ভাগবতে "রতি" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বৈষ্ণব-মহাজন-পদে এই "রতিই" পূর্ব্বরাগনামে অভিহিত। কিরূপে এই "রতি" ধীরে ধীরে "অস্খলিতা মতি"তে পরিণত হইল, এবং কিরূপে "বৈরাগ্য" আসিয়া, ইহার শ্রী বাড়াইয়া দিল, নারদ ব্যাসের নিকট সুললিত ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।

যখন তিনি ভক্তিমার্গে আসিয়াছিলেন, তখন নারদের বয়স পঞ্চবর্ষমাত্র। এই বয়সেই নারদ চপলতাশূন্য ছিলেন, অপরাপর বালকের ন্যায় তিনি ক্রীড়াসক্ত ছিলেন না, এবং স্বভাবতঃ অল্প-ভাষী ছিলেন। বালক ঋষিদের কাছে থাকিয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের সেবা করিতেন। 'আমি দাসীপুত্র' এবং 'আমার দেহ দোষ-যুক্ত', এই বিশ্বাসে তাঁহার মনে পরম দৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন দ্বারা প্রথমে নিজের চিত্তশুদ্ধি সাধন করিলেন। এই একান্ত-নিষ্ঠাপূর্ণ ভাগবতী কথা শ্রবণে আত্ম-হারা বালক ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, যে পর্য্যন্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের প্রতি 'আমার' এই বুদ্ধি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভগবানের উপর কর্ম্ম অর্পণ করা সম্ভব নহে। "ভগবানের শক্তিই সকল কার্য্য করিতেছে, আমার এই দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির শক্তি—তাঁহারই শক্তি" এই ধারণা বদ্ধমূল না হইলে 'কর্ম্ম অর্পণ' করা যায় না। চণ্ডীদাস এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া, শ্রীরাধিকার মুখে বলাইয়াছিলেন "আমি কানু-অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু, তিল তুলসী দিয়া"। সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিলে, "এ তোমারই জিনিষ, তুমি গ্রহণ কর" এই ভাব উপলব্ধি করিলে, তবে কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করা যায়। এ পর্য্যন্ত নারদের নিকট

কৃষ্ণকথা শ্রুতি-মনোহরা ছিল, এখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই 'কৃষ্ণে রতি' হওয়ার পর হইতে বিষয়-বৈরাগ্য আপনিই উদ্ভূত হইল।

তাঁহার মাতা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন সর্ব্ববিধ-বন্ধন-মুক্ত বালক তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন। গমন করিতে করিতে কত সমৃদ্ধ নগরী তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহাদের সৌধচূড়া তাঁহার বিরাগ-পূর্ণ নির্ম্মল চক্ষুকে ক্ষণকালও আকৃষ্ট করিতে পারিল না। পথে কত স্বর্ণাদি বহুমূল্য ধাতুর খনি তাঁহার নেত্রগোচর হইল, তিনি তদ্দ্বারাও কিছুমাত্র লুব্ধ হইলেন না,—কত সমৃদ্ধ পুষ্পকুঞ্জ এবং বন ও উপবন দেখিলেন, কত পল্লীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, নদীতীরে বহুলোক-কোলাহল-মুখর বাণিজ্য-কেন্দ্রসকল দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু ফুলটি যেরূপ প্রবল বায়ুবেগ তাড়িত হইয়া চলিয়া যায়, এই কৃষ্ণদর্শন-লোভী বালকও সেইরূপ অনুরাগবেগ দ্বারা চালিত হইয়া, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া ক্রমশঃ লোকালয়ের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন।

এবার নিবিড় বনসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশ; এদিকে সেদিকে বন্যহস্তি-পীড়িত ভগ্নশাখ বৃক্ষাবলী, নলবেণুর কুঞ্জ, তথায় হিংস্র জন্তুসকল লুক্কায়িত,—কিন্তু বালকের মনে শুধু সেই আনন্দ-স্বরূপেরই চিন্তা; যাঁহাকে পাইলে সর্ব্ববিধ ভয় দূর হয়, তাঁহারই প্রতি প্রেম-বিহ্বল এই বালককে কে ভয় দেখাইতে পারে! একদিন ক্ষুৎপিপাসায় নারদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; তখন এমন এক সময় উপস্থিত হইল, যখন তৃষ্ণায় যেন তাঁহার প্রতি রোম-কূপ জলের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং ক্ষুধায় তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। নারদ তখন ভগবানের নাম জপ করিতেছিলেন, যদিও ভগবান প্রাকৃত-মূর্ত্তি-রহিত, 'অমূর্ত্তিক', তথাপি "ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি"—এই মন্ত্র

ভগবানের মূর্ত্তিসদৃশ। এই মন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে করিতে নারদ নিজের দৈহিক দুর্ব্বলতা বিস্মৃত হইলেন।

এই অবস্থায় যিনি অমূর্ত্ত, নারদ সেই শ্রীভগবানের বিকাশ ধীরে ধীরে হৃদয়ে অনুভব করিলেন। ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন যে, এই অবস্থায় নারদের আত্মা কেবল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিল না, তাঁহার অপরাপর ইন্দ্রিয়সকলও ভগবৎ মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভ করিল। কে যেন চিরসুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁহার চক্ষের নিকটে প্রতিভাত হইলেন, কার যেন বেণুনিনাদ ও নূপুরধ্বনি তাঁহার শ্রবণগোচর হইল; এবং যেন কাহার অপূর্ব্ব অঙ্গসৌরভে তাঁহার নাসারন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল।

ব্যাস এত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও "মে আত্মা ন পরিতুষ্যতে" বলিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, উপদেশ এবং তৎসঙ্গে আত্ম-চরিত বর্ণন দ্বারা নারদ সেই অতৃপ্তির কারণ ব্যাসকে অনুভব করাইলেন। যে শাস্ত্র নানা সুচারু পদবিন্যাস ও অলঙ্কারাদিতে উজ্জ্বল, তাহাতেও ভগবৎ-লীলারস না থাকিলে তাহা "কাক-তীর্থের" ন্যায় হেয়। অর্থাৎ আঁস্তাকুড়ে যেরূপ কাকেরা একত্র হইয়া সুখভোগ করে, বিষয়ভোগী কামিগণও সেইরূপ ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন। ভগবান্ কল্পতরু, তিনি সকলেরই মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু তপস্যা দ্বারা কোন লোক স্বর্গাদি বা বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ করিলেও সেই সিদ্ধি 'অবিচ্যুত' অর্থাৎ স্থায়ী নহে। কিন্তু যে ভক্ত তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার মন যদিও কোন সময় কামক্রোধাদি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, তথাপি ভগবৎ মিলন-সুখের মাধুর্য্য-স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়া আবার তাঁহাকে উন্নত রাজ্যে লইয়া আসিবে।

এই নারদ-কথিত উপদেশ ও তাঁহার জীবন-কথা মধুর হইতেও

মধুরতর। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তাঁহার মনকে এরূপ আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া রাখিয়াছিল, যে মৃত্যু-কালেও তাঁহার ভয় বা যন্ত্রণার লেশমাত্র ছিল না, আকাশে অতর্কিতভাবে প্রকাশিত বিদ্যুতের মালার ন্যায় মৃত্যু মধুরমূর্ত্তিতে নারদ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। নারদ তখন পাঞ্চভৌতিক দেহকে পরিত্যাগ করিয়া 'শুদ্ধা ভাগবতী তনু' লাভ করিলেন। তিনি ভগবানের পার্ষদ হইয়া সুখভোগ করার অপেক্ষা তন্নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা জগৎকে আনন্দময় করিতেই সমুৎসুক ছিলেন। এইজন্য শ্রীহরি তাঁহাকে "স্বরব্রহ্ম বিভূষিতা" অপূর্ব্ব শক্তিময়ী বীণা প্রদান করিলেন। ঐ বীণা সহযোগে হরিগুণগান করিয়া তিনি জগৎকে মুগ্ধ করেন, "মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাংগায়মানশ্চরাম্যহং"। শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া নারদ ব্যাসকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এই দেবর্ষি বিভুর গুণগানে নিখিল বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। "গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ।"

এই নারদ-কথাই ভাগবতের মুখ-পত্র। পাঠক সশ্রদ্ধ হইয়া এই অপূর্ব্ব কাহিনী-পাঠ করিলে ভগবৎ-লীলার নিগূঢ় তত্ত্বের আভাস পাইবেন,—ভক্তি এবং জ্ঞানযোগ পরস্পরের পরিপন্থী নহে, উহারা বৈকুণ্ঠ-পথের পথিকদিগকে হাত ধরিয়া, শ্রীভগবানের পাদ-সরোজে পৌঁছাইয়া দেয়। ভক্তি এবং জ্ঞান পরস্পরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য এবং নিত্যসিদ্ধ; দৈহিকভোগসুখে বিরাগ ভগবৎ-অনুরাগের অগ্রদূত। বিষয়-সুখ হইতে চিত্তকে সরাইয়া না নিলে, অপার আনন্দময় ব্রহ্মসম্পদ্‌লাভে আত্মা কি করিয়া অধিকারী হইবে? নারদের বীণার সুরে বিরাগ এবং অনুরাগের মর্ম্মকথা ধ্বনিত হইতেছে, ঐ ধ্বনি কর্ণে যুগপৎ মুখরিত হইতেছে।

সহৃদয় পাঠকবর্গকে শ্রীমদ্ভাগবতে নিহিত কৃষ্ণ-কথামৃতের আস্বাদ প্রদানের জন্য অন্বয় এবং সুবৃহৎ শ্রীতোষিণী-টীকা এবং সরল বাঙ্গলায় ব্যাখ্যাসম্বলিত ভাগবতের যে সংস্করণ আমি প্রকাশ

করিতেছি, তাহা হইতে এই অংশ পৃথক্ করিয়া প্রচারিত হইল। ঐ সটীক ভাগবতের বিজ্ঞাপনও এই পুস্তকের স্থানান্তরে দেওয়া হইল।

২৪নং বলরাম বসু ঘাট রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা
৬ই ভাদ্র, ১৩৩২

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য,
সম্পাদক

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়—ব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতা ; শ্রীমদ্ভাগবত-রচনার কারণ	১
পঞ্চম অধ্যায়—ব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতার কারণ ; নারদের মুখ হইতে হরিণাম শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য, এবং নারদ কর্ত্তৃক আত্মচরিত বর্ণন	২৬
ষষ্ঠ অধ্যায়—নারদের গৃহত্যাগ এবং শ্রীহরির দর্শনলাভ ; নারদ কর্ত্তৃক শ্রীহরির উপদেশ শ্রবণ ; নারদের দেহ-ত্যাগ এবং চিন্ময়-তনু-লাভ	৮৭

প্রভাবেই পঞ্চমহাভূত দ্বারা সৃষ্ট সকল জীবের এবং অপরাপর স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুর শক্তিহ্রাস হইতেছে ; মানবগণের চিত্তে শাস্ত্র বা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই ; অর্থাৎ সকল বিষয়েই তাহাদিগের মনে সংশয়ের উদয় হয়। তাহাদিগের মনে সত্ত্বগুণ বিন্দুমাত্র নাই, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য বা অপর সমুন্নতভাব নাই এবং তাহাদিগের আয়ুও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। অভ্রান্তদৃষ্টি ব্যাস এই অবস্থা দেখিয়া, সকল বর্ণ এবং আশ্রমের কিসে মঙ্গল হইবে, তাহাই চিন্তা করিলেন। (১৫—১৮ শ্লোক)

বেদ-বিভাগ এবং মহাভারত রচনা—বৈদিক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করিলে মানবের মঙ্গল হইবে, ব্যাসের মনে এই ধারণা হওয়াতে, যাহাতে মানবগণ বেদের বা বেদবিহিত ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসরণ করে, ব্যাস সেই ব্যবস্থা করিলেন। লোকের বুদ্ধিবৃত্তির এবং আচরণের অবনতি হওয়াতে তাহারা সমগ্র বেদের অনুসরণ করিতে অক্ষম, ইহা বুঝিয়া ব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, চারিজন ঋষির উপর এক এক বেদের সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। তৎপরে লোকের আরও অবনতি হওয়াতে, এই চারি বেদের অনেক উপবিভাগও হইল। স্ত্রী শূদ্র, এবং 'দ্বিজবন্ধুগণের' বেদে অধিকার নাই, তাহাদিগকে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব জানাইবার জন্য ব্যাস মহাভারত রচনা করিলেন। মোট কথা যাহাতে সকল শ্রেণীর মানবই বেদের বা বেদবিহিত ধর্ম্মতত্ত্বের (যাহা মহাভারতে প্রকটিত করিয়াছিলেন) অনুসরণ করে, ব্যাস সেই ব্যবস্থা করিলেন। [১৯—২৫ শ্লোক]

ব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতা—এইরূপ সর্ব্বাত্মভাবে মানবগণের মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও, ব্যাস চিত্তে শান্তি অনুভব করিলেন না। তাঁহার চিত্তে কেন অপ্রসন্নতা হইয়াছে, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে ভাবিলেন যে, আমি 'ভাগবতা ধর্ম্মাঃ' অর্থাৎ ভক্তিলাভের উপায় প্রকৃষ্টভাবে নিরূপণ করি নাই বলিয়াই কি অচ্যুতের অপ্রীতি হইয়াছে, সেই জন্যই কি আমার চিত্তে এই অশান্তির

[illegible] সময় নারদ ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ব্যাস তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া, নারদকে যথাবিধি পূজা করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন [২৬—৩৬ শ্লোক]

ইতি ব্রুবাণং সংস্তূয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥১

(১) [**অন্বয়**] ইতি ব্রুবাণং [সূতং] সংস্তূয় দীর্ঘসত্রিণাং মুনীনাং [মধ্যে] বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ বহ্বৃচঃ শৌনকঃ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দীর্ঘসত্রী'—দীর্ঘকালব্যাপী 'সত্র' যজ্ঞ অনুষ্ঠান যিনি করেন; 'কুলপতিঃ'—গণমুখ্য; বহ্বৃচঃ'—সর্ব্ববেদজ্ঞ ('বহু' ও 'ঋক্' শব্দদ্বয় একত্রে সর্ব্ববেদ বোঝায়)। বয়সে বৃদ্ধ এবং মর্য্যাদায় গণমুখ্য ও জ্ঞানে বহ্বৃচঃ হওয়াতে শৌনক সূতকে প্রশ্ন করিবার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

ব্যাখ্যা—সূত পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্ম্মতত্ত্বাদি বলিলে, ঋষিগণের মধ্যে যে শৌনকনামক ঋষি বয়সে বৃদ্ধ ও গণমুখ্য এবং সর্ব্ববেদজ্ঞ ছিলেন, তিনি সূতের প্রশংসা করিয়া বলিলেন।

শৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাং বর।
কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঞ্ছুকঃ ॥২

(২) [**অন্বয়**] হে মহাভাগ বদতাং বর সূত সূত! ভগবান্ শুকঃ যৎ আহ তাং পুণ্যাং ভাগবতীং কথাং নঃ বদ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—সূত সূত—অত্যাদরে দ্বিরুক্তি; 'বদতাং 'বরঃ'—বাগ্মিগণের আদরণীয় (বৃ = আদর করা); 'ভগবান্'—'ভগ' = ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি আছে যাঁহার; 'ভাগবতী'—ভগবৎ-সম্বন্ধীয়া।

ব্যাখ্যা—শৌনক অত্যাদর দেখাইয়া বলিলেন, হে সূত! আপনি অতি মহৎ, আপনি প্রসিদ্ধ বক্তা, অতএব জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন শুক ভগবৎসম্বন্ধীয়া যে পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন।

কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ ॥৩

(৩) [**অন্বয়**] কস্মিন্ যুগে স্থানে বা কেন হেতুনা ইয়ং কথা প্রবৃত্তা ; কুতঃ সঞ্চোদিতঃ [সন্] মুনিঃ কৃষ্ণঃ সংহিতাং কৃতবান্ ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'প্রবৃত্তা'—'প্র' প্রকৃষ্টভাবে + 'বৃৎ' থাকা, কীর্ত্তিতা হইয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করা। 'কেন হেতুনা' ও 'কুতঃ সঞ্চোদিতঃ'—'সং' প্রবলভাবে + 'চোদিত' প্রেরিত হইয়া, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তির প্রবল প্রেরণায়, এবং 'কেন হেতুনা'—ঐ প্রেরণার কারণই বা কি ? ইতিপূর্ব্বে ব্যাস বেদবিভাগ এবং মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি এই ভাগবত রচনার কি প্রয়োজন ছিল ; এবং কোন্ ব্যক্তি ব্যাসকে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন ? 'সংহিতা'—ধর্ম্মশাস্ত্র (সং + ধা = ধারণ করা, যাহা ব্যক্তিকে ও সমাজকে রক্ষা করে অর্থাৎ ধর্ম্ম) ; 'কৃষ্ণঃ'—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

ব্যাখ্যা—কোন যুগে, কোন স্থানে এবং কি কারণে এই ভাগবতী কথা কীর্ত্তিত হয় এবং কাহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলুন।

তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃঙ্ নির্ব্বিকল্পকঃ।
একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে ॥৪

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রীপুংভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥৫

(৪—৫) [**অন্বয়**] তস্য পুত্রঃ মহাযোগী সমদৃক্ নির্ব্বিকল্পকঃ একান্তমতিঃ উন্নিদ্রঃ শুকঃ গূঢ়ঃ মূঢ়ঃ ইব ইয়তে।

নগ্নং আত্মজং অনুযান্তং অনগ্নং [অপি] ঋষিং দৃষ্ট্বা দেব্যঃ হ্রিয়া [বস্ত্রং] পরিদধুঃ; ন [তু] সুতস্য [পুরতঃ পরিদধুঃ]; তৎ চিত্রং বীক্ষ্য মুনৌ পৃচ্ছতি [সতি] [তে] জগদুঃ তব স্ত্রীপুংভিদা অস্তি, বিবিক্তদৃষ্টেঃ সুতস্য তু ন [অস্তি]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মহাযোগী'—যিনি যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; 'সমদৃক্'—(সম=ব্রহ্ম, তাঁহাতে দৃক্=দৃষ্টি আছে যাঁহার) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম-দর্শন করিয়াছেন, সুতরাং বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখিতেন; এইজন্য 'নির্বিকল্পকঃ'—ভেদজ্ঞানরহিত; 'নির্' নিরস্ত হইয়াছে 'বি' বিশেষরূপে (অর্থাৎ কোন বস্তুব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই ভাবে) কল্পনা যাঁহার; 'উন্নিদ্রঃ'—অবিদ্যার অতীত, 'নিদ্রা'=অবিদ্যার মোহ+উৎ=উত্থিত, মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত; 'একান্তমতিঃ'—'এক' অদ্বিতীয় ব্রহ্মে 'অন্ত' পর্য্যবসিত হইয়াছে মতি=চিত্ত যাঁহার; যাঁহার চিত্ত নিয়ত ব্রহ্ম-চিন্তায় নিরত থাকিত; 'গূঢ়ঃ' অপ্রকট, আত্মাভিমানশূন্যতা-বশতঃ যিনি নিজের মহিমা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া 'মূঢ়ঃ' অজ্ঞানীর ন্যায় 'ইয়তে'—লক্ষ্যতে, দেখা যাইতেন।

'দেব্যঃ'—অপ্সরাগণ; 'পরিদধুঃ' 'পরি'=দেহের সকল অংশে, অর্থাৎ স্তনাদি আবৃত করিয়া, 'দধুঃ'-বস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। 'স্ত্রীপুংভিদা'-'স্ত্রী' ও পুং=পুরুষ এই ভেদজ্ঞান। ব্যাস অপ্সরাগণকে আপনা হইতে ভিন্ন ভাবাতে তাঁহাদিগের নগ্ন অবস্থা, এবং বস্ত্রপরিধান লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শুকদেব নিজেকে এবং অপ্সরাগণকে ব্রহ্মেরই রূপভেদমাত্র মনে করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদিগের নগ্ন অবস্থা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। 'বিবিক্তদৃষ্টি'—'বি'=বিশেষরূপে+'বিচ্'=বাছিয়া লওয়া; অর্থাৎ নিত্য, অনিত্য বিচার করিয়া নিত্যবস্তুকে বাছিয়া লইয়াছে এরূপ দৃষ্টি আছে যাঁহার। জগতে স্থূলদেহ, বস্ত্র প্রভৃতি অনিত্য এবং তাহারা ব্রহ্মেরই

রূপ ইহা অবধারণ করিয়া যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে আবদ্ধ থাকিত, দেহ ও বস্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি যাইত না।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকদ্বয়ে ভাগবত কীর্ত্তনকারী শুকদেব কিরূপ ছিলেন, তাহাই বলিতেছেন ;—ব্যাসের পুত্র শুকদেব যোগ এবং জ্ঞানমার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করাতে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দেখিতেন, এবং তাঁহার চিত্ত নিয়ত ব্রহ্মেই অবস্থান করিত ; এবং তিনি মায়ার মোহাতীত ছিলেন। তিনি আত্মাভিমানশূন্যতাবশতঃ নিজের মহিমাকে এত গূঢ়, অর্থাৎ অপ্রকট রাখিতেন যে, লোকে তাঁহাকে মূঢ় অর্থাৎ অজ্ঞান: মনে করিত। এই কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, যোগমার্গে এবং জ্ঞানমার্গে সাধনায় এত উন্নতিলাভ করিয়াও শুকদেব কেন এই ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিলেন, এবং আগ্রহ করিয়া কীর্ত্তনই বা কেন করিলেন ?

৫ম শ্লোক শুকদেবের নির্ব্বিকল্পভাবের পরিচায়ক। শুকদেব উলঙ্গ অবস্থায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া, যখন প্রব্রজ্যায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ব্যাস তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। যদিও ব্যাস তখন নগ্ন ছিলেন না, তথাপি যে অপ্সরাগণ বিবস্ত্রা অবস্থায় স্নান করিতেছিলেন, তাঁহারা ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জায় বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন, কিন্তু শুকদেবকে দেখিয়া বস্ত্র পরিধান করেন নাই। এইরূপ ভিন্ন ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যাস ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অপ্সরাগণ ব্যাসকে বলিলেন যে, আপনার চিত্তে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু শুক নিত্য, অনিত্য বিচার করিয়া নিজ দৃষ্টিকে ব্রহ্মে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, এবং বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখেন ; অতএব কে স্ত্রী, কে পুরুষ, কে নগ্ন, কে অনগ্ন, এই ভেদজ্ঞান শুকের নাই।

শৌনক কর্ত্তৃক এই ঘটনার উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, শুক জ্ঞানমার্গে এত উচ্চে উঠিয়া এই ভক্তিশাস্ত্রের প্রতি কিরূপে আকৃষ্ট হইলেন ?

কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সংপ্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্।
উন্মত্তমূকজড়বদ্বিচরন্ গজসাহ্বয়ে ॥৬
কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ ॥৭

(৬—৭) [**অন্বয়**] কুরুজাঙ্গলান্ [দেশান্] সংপ্রাপ্তঃ [শুকঃ] উন্মত্তঃ মূকঃ জড়বৎ গজসাহ্বয়ে বিচরন্ কথং পৌরৈঃ আলক্ষিতঃ ? হে তাতঃ কথং বা রাজর্ষেঃ পাণ্ডবেয়স্য মুনিনা সহ সম্বাদঃ সমভূৎ যত্র এষা সাত্বতী শ্রুতিঃ [প্রবৃত্তা]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কুরুজাঙ্গল'—কুরুদেশের যে অংশ অরণ্য দ্বারা আচ্ছন্ন; 'সংপ্রাপ্তঃ'—সং=সম্যগ্‌ভাবে অর্থাৎ বহুদূরে (অথবা সেইখানেই বাস করিতে) 'প্রাপ্তঃ'=গত—'বিচরন্'—নানাদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে, অর্থাৎ যেশুকদেব পাগলের ন্যায় লক্ষ্য-শূন্য ভাবে ঘুরিতেন; 'গজসাহ্বয়ঃ'—'গজ' (একজন রাজার নাম) +'স'=সম+'আহ্বয়'=নাম যাহার, যে রাজধানীর (হস্তিনাপুরের) নাম গজনামক রাজার নামের অনুকরণে হইয়াছিল; 'সম্বাদঃ'—'সং'=বহু+বাদ=কথোপকথন; 'সাত্বতীশ্রুতিঃ'—ভক্তিশাস্ত্র। 'সৎ'=ব্রহ্ম যাঁহাদিগের উপাস্য, তাঁহারা 'সত্বৎ'=ভক্ত, তৎসম্বন্ধীয়া শ্রুতি=শাস্ত্র অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্র।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকদ্বয়ে শুকদেবের সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব, এবং সাক্ষাৎ হইলেও এত বিস্তারিত কথোপকথন অসম্ভব, ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, শুকদেব ত লোকালয়ে থাকিতেন না; কুরুনামক প্রদেশের অরণ্যময় অংশে তিনি থাকিতেন, সেই নিবিড় অরণ্য ত্যাগ করিয়া লোকে তাঁহাকে গজসাহ্বয় [হস্তিনাপুর] নামক রাজধানীর পথে উন্মত্ত, মূক ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় ঘুরিতে দেখিল কিরূপে? রাজধানীতে থাকিলেও রাজসন্নিধানে শুকদেবের যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; (কারণ তিনি

গৃহীর ঘরে কখন কদাচিৎ, গিয়া গো-দোহনের অধিককাল থাকিতেন না)। আশ্চর্য্য কথা এই যে, যিনি কখনও রাজা রাজড়ার নিকট যাইতেন না, সুতরাং রাজধানীতে আসিলেও রাজসন্নিধানে যাঁহার যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সেই শুকদেবের সঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের সাক্ষাৎ কিরূপে হইল ? এবং যিনি মূক ও জড়ের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার মুখ হইতে এই বিস্তীর্ণ ভক্তিশাস্ত্র কিরূপে বাহির হইল।

স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
অবেক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্ব্বংস্তদাশ্রমম্ ॥৮

(৮) [**অন্বয়**] সঃ মহাভাগঃ তদাশ্রমং তীর্থীকুর্ব্বন্ গৃহমেধিনাং গৃহেষু গো-দোহনমাত্রং [কালং] অবেক্ষতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি— 'মহাভাগ'—মহান্ 'ভগ' যোগাদি ঐশ্বর্য্য আছে যাঁহার ; 'তীর্থীকুর্ব্বন্'—যাহা অতীর্থ (অশুচি) ছিল, তাহাকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে, ভিক্ষা কেবল গমনের উপলক্ষ্যমাত্র ছিল। 'গৃহমেধী'—গৃহে সাংসারিক ভোগসুখে 'মেধা' মতি আছে যাঁহার অর্থাৎ ভোগাসক্ত। 'অবেক্ষতে'— প্রতীক্ষা করেন। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহারা অপবিত্র স্থানে বা দুরাচার লোকের সংস্পর্শে থাকিতে যাতনা বোধ করেন, সেইজন্যই বোধ হয় শুকদেব গৃহমেধিগণের গৃহে অধিককাল থাকিতেন না ; কিন্তু প্রায়োপবেশনে গমনের সময় মহারাজের ভোগাসক্তির নিবৃত্তি হইয়াছিল, এবং শুকদেবকে দর্শন করিয়াও তাঁহার চিত্ত অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল ; (১৯ অধ্যায় দেখ)। অতএব তৎকালে মহারাজ গৃহমেধী ছিলেন না।

ব্যাখ্যা—এই ভাগবত-কীর্ত্তন বহুকালসাপেক্ষ ; শুকদেব মহারাজের নিকট অত সময় থাকিলেন কিরূপে ? সেইজন্য বলিতেছেন যে, যখন কোন গৃহসুখাসক্ত লোকের গৃহকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র করিতে ইচ্ছা হইত, তখন শুকদেব ভিক্ষাচ্ছলে ঐ গৃহীর আশ্রমে

যাইতেন ; কিন্তু তখনও একটি গো-দোহন করিতে যত সময় লাগে সেই সময়মাত্র তথায় অবস্থান করিতেন। তিনি মহারাজের নিকট ভাগবত-কীর্ত্তনের জন্য সপ্তাহকাল অবস্থান করিলেন কিরূপে ?

অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্।
তস্য জন্ম মহাশ্চর্য্যং কর্ম্মাণি চ গৃণীহি নঃ ॥৯
স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ।
প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্ শ্রিয়ম্ ॥১০

নমন্তি যৎপাদনিকেতমাত্মনঃ
শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ।
কথং স বীরঃ শ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং
যুবৈষতোৎস্রষ্টুমহো সহাসুভিঃ ॥১১
শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
য উত্তমঃশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্ ॥১২

(৯—১২) [অন্বয়] হে সূত ! অভিমন্যুসুতং ভাগবতোত্তমং প্রাহুঃ ; তস্য মহাশ্চর্য্যং জন্ম কর্ম্মাণি চ নঃ গৃণীহি। পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ অধিরাট্শ্রিয়ং অনাদৃত্য গঙ্গায়াং প্রায়োপবিষ্টঃ [বভূব]। শত্রবঃ অপি আত্মনঃ শিবায় হ ধনানি আনীয় যৎ পাদনিকেতং নমন্তি, হে অঙ্গ সঃ বীরঃ যুবা এব অসুভিঃ সহ দুস্ত্যজাং শ্রিয়ং কথং উৎস্রষ্টুং ঐষত। যে জনাঃ উত্তমঃশ্লোকপরায়ণাঃ [তে] লোকস্য শিবায়, ভবায়, ভূতয়ে চ জীবন্তি. ন তু আত্মার্থং ; [অতঃ] অসৌ নির্ব্বিদ্য কুতঃ পরাশ্রয়ং কলেবরং মুমোচ ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভাগবতোত্তমং'–'ভাগবত'—ভক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে 'উত্তম'—অত্যুন্নত। 'প্রাহুঃ'—লোকে বলিত ; অর্থাৎ সেইরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'পাণ্ডূনাং'—পাণ্ডব-বংশের ; 'মানবর্দ্ধনঃ'—

গৌরববৃদ্ধিকারক ; 'অধিরাট্'—আধিক্যেন রাজতে যঃ তস্য 'শ্রিয়ং'—রাজলক্ষ্মীং ; যুধিষ্ঠিরাদি যে সম্রাট্‌গণের রাজশ্রী সাতিশয় শোভমানা ছিলেন, সেই রাজলক্ষ্মীকে ; 'প্রায়ঃ'—অনশনমৃত্যু ('প্র'—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ চিরদিবসের জন্য + ই = গমন করা, মৃত্যু) ; 'শিবায়'- মঙ্গলের জন্য ; 'শত্রবঃ অপি'—এখানে 'অপি' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, প্রজাগণ বশ্যতা স্বীকার ত করিবেই শত্রুগণও বশ্যতা স্বীকার করিত। 'হ'—স্ফুটং (শ্রীধর) স্পষ্ট দেখা যাইত। 'যৎপাদনিকেতং'—'যৎ' = যস্য, যে পরীক্ষিতের পাদের 'নিকেত' নিকটস্থ স্থান (নি + 'কিৎ' = বাস করা) ; 'অসুঃ'—প্রাণ। 'ভবায়'—সমৃদ্ধি, অর্থাৎ প্রজাবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্য ; 'ভূতয়ে'—ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও অপর মঙ্গলসাধনার্থ ; 'নির্ব্বিদ্য'—উপেক্ষা করিয়া (নির্ = নিরস্ত + 'বিদ্'—জানা, অবজ্ঞায় না তাকান, হেয়জ্ঞান করা)। 'পরাশ্রয়ং'—যে কলেবর মঙ্গলসাধক হওয়াতে অপর লোকের আশ্রয় স্বরূপ ছিল, যাহাতে বিপন্ন ব্যক্তিগণ আশ্রয় লইত।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরমভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জন্মের মহাশ্চর্য্য বিবরণ এবং তাঁহার কার্য্যসকল কীর্ত্তন করুন।

পাণ্ডববংশের গৌরববর্দ্ধক সেই সম্রাট্ কি কারণবশতঃ যুধিষ্ঠিরাদি অধিরাড্‌গণের রাজলক্ষ্মীকে অনাদর করিয়া অনশনে দেহত্যাগ করিতে গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন ?

কেহ বা প্রজাগণের অবাধ্যতা অথবা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাদির অশান্তি সহ্য করিতে না পারিয়া রাজশ্রী ত্যাগ করেন ; ঐরূপ কোন অশান্তি মহারাজের ছিল না। কারণ তাঁহার এত প্রতাপ ছিল যে, প্রজাগণ অবাধ্য হওয়া দূরে থাকুক, শত্রুগণও নিজের নিজের মঙ্গলার্থে তাঁহার পাদমূলে উপহার প্রদান করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিত। বার্দ্ধক্যে কেহ বা স্ত্রী-সম্ভোগ বা অপর বিষয়সুখে তৃপ্তি না পাওয়াতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য জাত হয় ; কিন্তু মহারাজ যুবা ছিলেন ; তথাপি কি কারণে তিনি কেবল রাজশ্রী নহে, নিজের দেহকেও ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ?

যাঁহারা পুণ্যশ্লোক ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজের ভোগসুখের জন্য জীবন ধারণ করেন না, সংসারের সুখ-বৃদ্ধি, এবং সমৃদ্ধি ও মঙ্গল-সাধন করিতেই জীবন ধারণ করেন। অতএব তাঁহাদের কলেবর 'পরাশ্রয়' অর্থাৎ অপর লোকের মঙ্গল-সাধক। মহারাজ পরীক্ষিত এই শ্রেণীর রাজা ছিলেন, তিনি বৈরাগ্য-বশতঃ কেন দেহত্যাগ করিলেন ?

তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ ॥১৩

(১৩) [**অন্বয়**] ইহ যৎকিঞ্চন পৃষ্টঃ অসি তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব, ছান্দসাৎ অন্যত্র বাচাং বিষয়ে ত্বাং স্নাতং মন্যে।

শব্দার্থ ও রস-বিবৃতি—'সমাচক্ষ্ব'—'সং' সম্পূর্ণভাবে বলুন ; 'ছান্দসঃ'—বেদ ; সূত বিলোম-জাত হওয়াতে বেদে অধিকারী ছিলেন না ; 'বাচাং বিষয়ে'—বাক্যের গোচরীভূত বস্তুতে অর্থাৎ শাস্ত্রে ; 'স্নাতং'—পারদর্শী, কোন যজ্ঞ সমাপনান্তে স্নান করে, অতএব 'স্নাত' পদে সমাপ্তি বুঝায়।

ব্যাখ্যা—হে সূত আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তৎসমস্ত বিস্তৃতভাবে বলুন, কারণ বেদ ভিন্ন অপর সকল শাস্ত্রই আপনার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত আছে।

সূত উবাচ।

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥১৪

(১৪) [**অন্বয়**] তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে হরেঃ কলয়া পরাশরাৎ বাসব্যাং যোগী [ব্যাসঃ] জাতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পর্য্যয়'—পরিবর্ত্ত (পরি+ই=যাওয়া) 'বাসব্যাং'—বসূর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ; তিনি তখন ধীবর-গৃহে থাকাতে তাঁহার নাম মৎস্যগন্ধা ছিল।

ব্যাখ্যা—যুগপরিবর্ত্তে তৃতীয় যুগ দ্বাপরে শ্রীহরির অংশের অংশ

হইতে পরাশরের ঔরসে এবং তাঁহার পত্নী বাসবীর গর্ভে যোগী ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচি।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥১৫
পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥১৬
ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ ॥১৭
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্ দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥১৮

(১৫—১৮) [**অন্বয়**] কদাচিৎ রবিমণ্ডলে উদিতে [সতি] সরস্বত্যাঃ শুচি জলং উপস্পৃশ্য সঃ পরাবরজ্ঞঃ ঋষিঃ বিবিক্তে একঃ আসীনঃ [সন্] অব্যক্তরংহসা কালেন ভুবি যুগে যুগে ব্যতিকরং প্রাপ্তং যুগধর্ম্মং তৎকৃতং ভৌতিকানাং ভাবানাং শক্তিহ্রাসং চ, [তথা] জনান্ দুর্ভগান্ নিঃসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ দুর্ভগান্ চ, দিব্যেন চক্ষুষা বীক্ষ্য [সঃ] অমোঘদৃক্ মুনিঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমানাং যৎ হিতং [তৎ] দধ্যৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিবিক্তে'—গভীর চিন্তার উপযোগী হওয়ার জন্য 'বি' = বিশেষরূপে + 'বিচ্' = বাছিয়া লওয়া হইয়াছে যে স্থান, তথায়; 'উপস্পৃশ্য'—স্নান আচমনাদি করিয়া; 'পরাবরজ্ঞঃ'—যিনি 'পর' = অতীত + 'অবর' = যাহা অতীত নহে, অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সময়ের অবস্থা জানেন; অতীত ও অনাগতবিৎ (শ্রীধর)। 'অব্যক্তরংহসা কালেন'—অব্যক্ত = অলক্ষিত হইয়াছে 'রংহঃ' = বেগ, প্রভাব যাহার এরূপ "কাল' শক্তি দ্বারা। গুণত্রয় ভগবানের যে শক্তির প্রভাবে কার্য্য করে, তাহাকে 'কাল' বলে, ঐ শক্তি কখন কি ভাবে কার্য্য করিয়া লোকের অবনতি করিতেছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। 'ভুবি'—ভূলোকে; 'যুগে যুগে ব্যতিকরং প্রাপ্তং

'যুগধর্ম্ম'—শ্রীধর বলেন ব্যতিকর পদের অর্থ 'শঙ্করভাব' ; বিশ্বনাথ বলেন 'বিনাশ'। ভাবার্থ এই যে সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই কাল-শক্তি সেই সেই যুগে লোকসাধারণের ধর্ম্মভাবের এবং আচরণের অবনতি করিয়া আসিতেছে।

'তৎকৃতং'—তেন কালেন কৃতং ; 'ভৌতিকানাং ভাবানাং—'ভৌতিক'—'ভূত' = পঞ্চমহাভূত হইতে জাত + 'ভাব' = সৃষ্ট-বস্তু, তাহাদিগের ; ভূ ধাতুর অর্থ সৃষ্টি হওয়া। স্থূল শরীর এবং মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মশক্তি ও অপর যে সকল বস্তু পঞ্চমহাভূত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা সকলেই 'ভৌতিক ভাব'। ঐ সকলের শক্তিহ্রাস হওয়াতে লোকের শারীরিক এবং মানসিক অবনতি এবং পৃথিবীর উর্ব্বরতা ও জলবায়ুর স্বাস্থ্যকারিতার অবনতি হয়।

'দুর্ভগ'—'ভগ' জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য, তাহা দুঃ = দূষিত হইয়াছে ; অর্থাৎ জনগণ ঐশ্বর্য্যহীন ও সম্পদ্‌হীন হইয়াছে ; অতএব তাহাদিগের না আছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে ভাত-কাপড়। 'নিঃসত্ত্বান্'—সত্ত্বগুণশূন্য ; 'দুর্মেধান্'—মেধা = বুদ্ধি, তাহাও দূষিত হইয়াছে ; অতএব মানবগণ গভীর চিন্তায় অক্ষম। 'হ্রসিতায়ুষঃ'—লোকের আয়ুও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ; 'দিব্যেন চক্ষুষা'—দেবগণের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টির দ্বারা ; 'বীক্ষ্য'—'বি'—সুস্পষ্টভাবে 'ঈক্ষা' অনুভব করিয়া ; 'অমোঘদৃক্'—যাঁহার 'দৃক্' = দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু, 'অমোঘ'—অবিদ্যার মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না ; অতএব যিনি অভ্রান্ত। সুতরাং লোকের কতদূর অবনতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে আরও কত হইবে, ব্যাস তাহা অভ্রান্তভাবে অনুভব করিলেন।

ব্যাখ্যা—ব্যাস একদিন গভীর চিন্তার উপযোগী একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, সরস্বতীর জলে স্নান ও আচমনাদি করার পরে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ঐ স্থানে একাকী উপবিষ্ট হইয়া, চতুর্ব্বর্ণের এবং চতুরাশ্রমের লোকসকলের কি প্রকারে হিতসাধন হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলেন।

অতীতকালে লোকের কিরূপ অবস্থা ছিল, এবং বর্ত্তমানকালে কি পরিবর্ত্তন চলিতেছিল এবং ভবিষ্যতে আরও কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা ব্যাসের বিদিত ছিল। অতএব কালের প্রভাবের অলক্ষ্য গতিতে যুগধর্ম্মের কিরূপ বিকার (পরিবর্ত্তন) হইয়া আসিতেছে, এবং আরও কত বিকার হইবে, তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। কালের প্রভাবে পঞ্চভূতনির্ম্মিত বস্তুসকলের অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম সকল জীবের এবং বস্তুর শক্তিহ্রাস কিরূপ প্রবলবেগে হইতেছিল, ব্যাস তাহাও সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছিলেন; এবং সেই শক্তিহ্রাসবশতঃ লোকের মন কিরূপ শ্রদ্ধাহীন ও সত্ত্বগুণহীন হইয়াছিল, তাহাদিগের মেধা কিরূপ দূষিত হইয়াছিল এবং আয়ু কত অল্প হইয়াছিল, লোকে কত দরিদ্র হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে তাহাদিগের আরও কত অবনতি হইবে, ব্যাস তাহা নিজের দৈবশক্তিপ্রভাবে অভ্রান্তরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব একাকী উপবিষ্ট হইয়া, কিরূপে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের এবং গার্হস্থ্যাদি সকল আশ্রমের লোকের হিতসাধন হইবে তাহা চিন্তা করিলেন।

চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্
ব্যদধাদ্ যজ্ঞসন্ততৈ্য বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্॥১৯

(১৯) [অন্বয়] বৈদিকং চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম প্রজানাং [পক্ষে] শুদ্ধং বীক্ষ্য যজ্ঞসন্ততৈ্য একং বেদং চতুর্ব্বিধং ব্যদধাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'চাতুর্হোত্রং'—হোতা, উদ্গাতা অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা এই চারি প্রকার হোমকারী পুরোহিত আছেন যাহাতে এরূপ 'কর্ম্ম' = যজ্ঞ; 'শুদ্ধং'—চিত্তের শুদ্ধিকর, কারণ তখন শ্রীহরির আরাধনায় নিরত থাকাতে মনের মধ্যে নিষ্কামচিন্তা এবং অহং-কর্ত্তৃভাব প্রবল থাকে না। 'যজ্ঞসন্ততৈ্য—যজ্ঞসকলের বহু-বিস্তারার্থ ('সং' = বহু পরিমাণে + 'তন্' = বিস্তার করা); 'চতুর্ব্বিধং'—চারি 'বিধা' = বিভাগ আছে যাহার, এরূপভাবে 'ব্যদধাৎ—'বি' = স্বতন্ত্র-

ভাবে+'অদধাৎ' = স্থাপন করিলেন ('ধা' = স্থাপন করা) অর্থাৎ এক বেদকে চারি স্বতন্ত্রভাগে বিভাগ করিলেন ; এবং এক এক অংশ এক এক শ্রেণীর লোকের প্রবৃত্তির ও শক্তির অনুযায়ী হইল। যাহারা হীনপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহারা যজু বা অথর্ব্ব বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৈদিক কর্ম্ম করার সময় তাহাদের উপর যে একজন নিয়ন্তা ও কর্ম্মফলদাতা আছেন, এই ধারণাও ঐ দুরাচার লোকদিগের পক্ষে কতক পরিমাণে হিতকর হইবে, এই জন্য ব্যাস তাহাদিগকে বেদের অধীন করিলেন। উচ্চপ্রবৃত্তির লোকগণের মধ্যে কতক সামবেদের এবং কর্ম্মিগণ ঋগ্‌বেদের আশ্রয় লইলেন।

ব্যাখ্যা—বেদবিহিত যজ্ঞসকল—যে সকল যজ্ঞ হোতা, উদ্গাতা অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা এই চারি শ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হয়—অনুষ্ঠান করিলে জীবগণের মঙ্গলসাধন হইবে, ইহা অনুভব করিয়া যজ্ঞসকলের বহুবিস্তারার্থ এক বেদকেই ব্যাস চারি পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত করিলেন।

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥২০

(২০) [অন্বয়] ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বাখ্যাঃ চত্বারঃ বেদাঃ উদ্ধৃতাঃ ; ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমঃ বেদঃ উচ্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—উদ্ধৃতাঃ'—'উৎ' = উঁচু করিয়া+'ধৃতাঃ' ধারণ করিলেন ; অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য পৃথক্ করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ বেদের তুল্য, সেইজন্য ইহাদের নাম পঞ্চম বেদ।

ব্যাখ্যা—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি নাম দিয়া বেদের এক এক অংশকে সমগ্র বেদ হইতে পৃথক্ করিয়া স্থাপন করিলেন ইতিহাস (মহাভারত) ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে।

তত্র ঋগ্‌বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত ॥২১

অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুদারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥২২

২১-২২ [অন্বয়] তত্র পৈলঃ ঋগ্‌বেদধরঃ কবিঃ জৈমিনিঃ সামগঃ উত একঃ বৈশম্পায়নঃ এব যজুষাং নিষ্ণাতঃ দারুণঃ মুনিঃ সুমন্তুঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসাং [নিষ্ণাতঃ] আসীৎ ; মে পিতা রোমহর্ষণঃ ইতিহাসপুরাণানাং [নিষ্ণাতঃ আসীৎ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তত্র'—চারিবেদে ; 'ঋগ্বেদধরঃ' এই পদে 'ধৃ' ধাতুর প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, পৈলনামক মুনির ঋগ্বেদে অসাধারণ অধিকার থাকাতে বোধ হইত যেন তিনি ঐ বেদকে ধারণ করিয়া আছেন ; অর্থাৎ ঋগ্বেদ যেন তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। 'সামগঃ জৈমিনিকবিঃ'—'সামগঃ' পদে 'গম্' ধাতু দ্বারা 'পারং-গতঃ' অর্থাৎ পারদর্শিতা বুঝায় ; এবং 'কবিঃ' পদ দ্বারা জৈমিনির জ্ঞান-মার্গে সাধনা বুঝায়। 'যজুষাং'—যজুর্ব্বেদের বহু অংশ আছে, এইজন্য বহুবচন-প্রয়োগ হইয়াছে। এক জনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও বৈশম্পায়ন সমগ্র যজুর্ব্বেদকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই ভাব প্রকাশার্থ 'এক' পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে অভিচারাদি অনেক ক্রূর কর্ম্ম থাকাতে 'দারুণঃ' (দৃ = বিদারণ করা) পদদ্বারা সুমন্তুমুনির ক্রূরস্বভাব খ্যাপিত হইয়াছে ; 'আঙ্গিরসাং'—জ্ঞানের (অঙ্গ = জ্ঞান ; অন্‌গ্‌ = গমন করা, অনুভব করা)।

ব্যাখ্যা—এই চারি বেদের মধ্যে পৈলনামক মুনির ঋগ্‌বেদে এত অধিকার ছিল, যে বোধ হইত যেন ঐ বেদ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ; এইজন্য তাঁহাকে 'ঋগ্বেদধরঃ' বলিত। জ্ঞানমার্গের সাধনা করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ জৈমিনি সামবেদে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও তাহার বিবিধ অনুষ্ঠানসকল একজনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও বৈশম্পায়নমুনি একাই যজুর্ব্বেদের বিবিধ অংশের পারদর্শী ছিলেন ; এবং ক্রূরপ্রকৃতি সুমন্তুনামক মুনি অথর্ব্ববেদে

ব্যাখ্যা—যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি কেবল তাঁহারাই বেদকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন ; কিন্তু লোকের বুদ্ধি দূষিত হওয়াতে আর তীক্ষ্ণ ছিল না, সেইজন্য তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া ব্যাস এই বেদবিভাগ (এবং পরে উপবিভাগ) দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, যেন তাহারাও বেদের এই অংশ সকল 'ধারণ' (অর্থাৎ আশ্রয় ও অনুভব) করিতে পারে।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥২৫

(২৫) [**অন্বয়**] ত্রয়ী স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ন শ্রুতিগোচরা ; কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং ইহ এবং শ্রেয়ঃ ভবেৎ ইতি মুনিনা কৃপয়া ভারতং আখ্যানং কৃতম্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ত্রয়ী'—বেদ, ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধনের ব্যবস্থা আছে। 'দ্বিজবন্ধূনাং'—হীনশ্রেণীর অর্থাৎ দুষ্কার্য্যরত 'দ্বিজ' = ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের ('বন্ধু'— 'বন্ধ' = বেঁধে রাখা, দুষ্কার্য্যে আবদ্ধ থাকা) ; 'কর্ম্মশ্রেয়সি'—যে কার্য্য মঙ্গলসাধক হইবে তদ্বিষয়ে ; 'মূঢ়'—অজ্ঞ, 'এবং' = এইভাবে, অর্থাৎ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিলে ; 'ইহ'—এই সংসারে ; 'শ্রেয়ঃ ভবেৎ'—মঙ্গল হইবে ; 'ইতি'—ইহা বিবেচনা করিয়া ; 'ভারত-মাখ্যানং'—ভরতবংশীয় রাজগণের চরিত যাহাতে 'আ' অর্থাৎ বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহিভাবে বর্ণিত আছে ('খ্যা' = বর্ণনা করা)। 'কৃপয়া' বাৎসল্যবশতঃ।

ব্যাখ্যা—স্ত্রী, শূদ্র এবং হীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বেদে অধিকারী নহেন ; সুতরাং বেদবিভাগ দ্বারা ইহাঁদের কোন উপকার হইবে না ; শ্রেয়স্কর কর্ম্মে অর্থাৎ যে সকল সৎকার্য্য করিয়া বা সদুপদেশ শ্রবণ দ্বারা মঙ্গলসাধন হয়, সেই সকল বিষয়ে স্ত্রীশূদ্রাদি মানব 'মূঢ়',

অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ভরতবংশীয় রাজগণের কীর্ত্তিকথা বর্ণনা করিলে, লোকে তৎ শ্রবণে আকৃষ্ট হইবে; এবং ঐ বর্ণনার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ দিলে লোকে তাহাও শ্রবণ করিবে, এবং উহা দ্বারা লোকের মঙ্গল হইতে পারে, এইজন্য ব্যাস মহাভারত রচনা করিলেন।

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ।
সর্ব্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥২৬
নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদং প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥২৭

(২৬-২৭) [অন্বয়] হে দ্বিজাঃ সর্ব্বাত্মকেন অপি হৃদা ভূতানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তস্য হৃদয়ং যদা ততঃ ন অতুষ্যৎ [তদা] নাতিপ্রসীদদ্হৃদয়ঃ ধর্ম্মবিৎ [ব্যাসঃ] শুচৌ সরস্বত্যাঃ তটে বিবিক্তস্থঃ [সন্] বিতর্কয়ন্ ইদং প্রোবাচ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সর্ব্বাত্মকেন'—সর্ব্বাত্মনা, স্বার্থে ক (বিশ্বনাথ)। 'ততঃ'—সেই কার্য্য হইতে, অর্থাৎ বেদবিভাগ ও মহাভারত রচনা হইতে; 'ন অতুষ্যৎ'—অলং বুদ্ধিং ন' অগমৎ (শ্রীধর); আমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে করিয়াছি, এই ধারণা হইল না। 'নাতিপ্রসীদদ্হৃদয়ঃ'—ন 'অতি প্রসীদৎ,' হইয়াছে 'হৃদয়' যাঁহার, অর্থাৎ এই সকল কার্য্য করিয়া ব্যাসের চিত্তে সাতিশয় প্রসাদ হওয়ারই কথা, কিন্তু তাহা হইল না। 'বিবিক্তস্থঃ' ১৫ শ্লোকের টীকা দেখ; 'ধর্ম্মবিৎ' - ব্রহ্মজ্ঞ, বেদশাস্ত্রার্থকুশলঃ (শ্রীধর)। 'বিতর্কয়ন্' —নিজের অশান্তির বিবিধ কারণ আলোচনা করিতে করিতে (বি = বিবিধ + 'তর্ক' = আলোচনা করা)।

ব্যাখ্যা—শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! এইরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে এবং 'সদা' অর্থাৎ অবিশ্রান্তভাবে জীবগণের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও যখন ব্যাসের চিত্তে

প্রসাদ (অর্থাৎ 'অলং বুদ্ধি') হইল না, তখন তিনি দুঃখিতচিত্তে শুচি সরস্বতীতীরে চিন্তার উপযোগী একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, তথায় উপবেশন করতঃ নিজ অশান্তির নানা কারণ চিন্তা করিতে করিতে পরবর্ত্তী কথাগুলি বলিলেন।

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্ব্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনম্॥২৮
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥২৯

(২৮-২৯) [**অন্বয়**] ধৃতব্রতেন ময়া ছন্দাংসি গুরবঃ অগ্নয়ঃ মানিতাঃ, নির্ব্ব্যলীকেন [চেতসা] তেষাং অনুশাসনং চ গৃহীতং, ভারতব্যপদেশেন আম্নায়ার্থঃ হি প্রদর্শিতঃ যত্র উত স্ত্রীশূদ্রাদিভিঃ ধর্ম্মাদিঃ দৃশ্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ধৃতব্রতেন'—ধৃত হইয়াছে 'ব্রত' ব্রহ্মচর্য্যাদি নিবৃত্তিমার্গ যাঁহার দ্বারা। 'ছন্দাংসি' - চতুর্ব্বেদ = 'অগ্নয়ঃ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, যাহাতে হোমকার্য্য হয়। 'নির্ব্ব্যলীকেন'—নিষ্কপট-ভাবে। ঐ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানসকল করার সময় যদি শ্রদ্ধা না থাকে বা মতি অপর দিকে থাকে, তাহা হইলে ঐ অনুষ্ঠান অলীক। তাই বলিলেন যে, ব্যাস সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বেদের ও গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 'ভারতব্যপদেশ' —মহাভারত রচনা করার সময় ভরতবংশীয় রাজগণের চরিত বর্ণন কেবল একটি 'ব্যপদেশ' অর্থাৎ 'অছিলা' মাত্র ছিল। মহাভারতে 'আম্নায়ার্থ' অর্থাৎ বেদের সারতত্ত্ব প্রদর্শন করাই ব্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। 'আম্নায়' = বেদ ('আ' + 'ম্না' = অভ্যাস করা, মুনিগণ যে শাস্ত্র অভ্যাস করেন) তাহাতে যে 'অর্থ' = সারতত্ত্ব আছে, ঐ তত্ত্বকে 'প্রদর্শন' —প্রকৃষ্টভাবে, অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক এবং বোধগম্যভাবে প্রকাশ করা। 'উত'—'এমন কি' ; 'ধর্ম্মাদিঃ'—ধর্ম্মের সারতত্ত্ব (অথবা যিনি ধর্ম্মের

'আদি' = মূল কারণ, অর্থাৎ শ্রীহরি, তাঁহার মাধুর্য্যাদি) 'দৃশ্যতে'—অনুভব করিতে পারে। 'মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং সখাপি তে ভারত-মাহ কৃষ্ণঃ। যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ (৩ স্কন্ধঃ ৫ অঃ ১২ শ্লোক)।

অথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তমঃ ॥ ৩০

(৩০) [**অন্বয়**] বত অথাপি মে দৈহ্যঃ আত্মা বিভুঃ অপি আত্মনা অসম্পন্নঃ ইব [তথা] ব্রহ্মবর্চ্চসী অপি অসত্তমঃ ইব আভাতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দৈহ্যঃ'—দেহে স্থিত; 'বিভুঃ' পরিপূর্ণ (শ্রীধর); অর্থাৎ ভগবানের বিভূতিযুক্ত, 'তপঃ' জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ (বিশ্বনাথ)। 'আত্মনা'—নিজস্বরূপেণ, এই পদ 'আভাতি' ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত। এখন আমার আত্মার যে স্বরূপ দেখিতেছি তাহা 'অসম্পন্ন'—দৈবসম্পদ্‌হীন; এবং কেবল অবিদ্যাসৃষ্ট অপ্রসন্নভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহাই দেখিতেছি।

'ব্রহ্মবর্চ্চসী'—বিশ্বনাথ বলেন যে 'ব্রহ্মবর্চ্চস্বী' পদের 'ব'কার লোপ করিয়া এই পদ হইয়াছে, ব্রহ্ম = বেদ + বর্চ্চস্, = তেজ, প্রভা। বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং বৈদিক যজ্ঞাদি করাতে বেদ হইতে লব্ধ জ্ঞানের প্রভাযুক্ত। ব্যাস ভাবিলেন যে ব্রহ্মের 'আনন্দ' স্বরূপের অংশ হওয়াতে তাঁহার আত্মা স্বভাবতঃই 'বিভু' = ভগবানের বিভূতি-যুক্ত, এবং বেদাধ্যয়নাদি করাতে জ্ঞানের প্রভাযুক্ত ছিল; তথাপি কেন এখন তিনি নিজেকে 'অসত্তমঃ' = ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মসংস্রব-হীন বোধ করিতেছেন' (সৎ = ব্রহ্ম)।

ব্যাখ্যা—আমার দেহে 'জীব' নামক যে আত্মা আছেন, তিনি ভগবানের হ্লাদিনীশক্তির অংশ, অতএব তিনি 'বিভু' অর্থাৎ শ্রীহরির পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী যেরূপ বিভূতিময়ী ও পরিপূর্ণা, আমার আত্মাও সেইরূপ 'বিভূতিসম্পন্ন; কিন্তু হায়, এই অপ্রসাদ দ্বারা আচ্ছন্ন

হওয়াতে আমার বোধ হইতেছে,যেন আমার আত্মার ঐ সম্পদ্ নাই। ব্রহ্মের 'আনন্দ', স্বরূপের অংশ হওয়াতে আমার আত্মা স্বভাবতঃ 'বিভু' = বিভূতিযুক্ত ছিল ; এবং আমি বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং বৈদিকক্রিয়া করাতে আমার আত্মাতে স্বাভাবিক বিভূতির সহিত ব্রহ্মতেজ সংযুক্ত ছিল ; কিন্তু এই অপ্রসাদবশতঃ আমি নিজেকে ব্রহ্মতেজোহীন এবং অতি নিকৃষ্ট বোধ করিতেছি।

কিংবা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥৩১

(৩১) [**অন্বয়**] বা [ময়া] ভাগবতা ধর্ম্মাঃ প্রায়েণ ন নিরূপতাঃ কিং ? পরমহংসানাং প্রিয়াঃ তে এব [ধর্ম্মাঃ] হি অচ্যুতপ্রিয়াঃ।

শব্দার্থ ও রসবিস্তৃতি—'বা'—'তবে কি', বিতর্কজ্ঞাপক ; 'ভাগবতা ধর্ম্মাঃ' = ভক্তি লাভের উপায় ; ভগবানের লীলাকীর্ত্তন করিয়া ঐ সকল লীলায় প্রকটিত ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, বাৎসল্য প্রভৃতি দ্বারা লোকের চিত্তকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিলে, ভক্তির সঞ্চার হয়, অতএব এই কীর্ত্তনকার্য্যকে ভক্তিমার্গপ্রদর্শন বলে। বিশ্বনাথ বলেন, 'ভাগবতা ধর্ম্মাঃ পদেন জ্ঞানং ব্যাখ্যাতুং ন শক্যতে কিন্তু ভক্তিরেব'। 'প্রায়েণ'—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রেমের আবেগে লোকের মতি ভগবানে গমন করে, সেই ভাবে (প্র + ই = যাওয়া) ; 'নিরূপিতাঃ'—নির্দ্দিষ্টাঃ, যখন মাধুর্য্যাদি এরূপ চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকটিত হয় যে, লোকের বোধ হয় যেন ভক্তিমার্গ—'রূপ' অর্থাৎ মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ; সেইরূপ বর্ণনাকে 'নিরূপণ' বলে।

'পরমহংস'—যিনি জ্ঞানমার্গের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, অবিদ্যার 'হনন' = নাশ (হন্‌স—'হন্' = নাশ করা) করিয়াছেন তাঁহাদিগকে

'হংস' বলে। 'হংসগণের' মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা পরমহংস। এই পরমহংসগণ চিন্ময় ব্রহ্ম-উপাসক। কিন্তু 'চিৎ' এবং 'আনন্দময়' স্বরূপের অভেদ-সম্বন্ধ থাকাতে পরমহংসগণ ভক্তিমার্গকে সমাদর করেন। বোধ হয় এই জন্যই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে 'পরমহংস পদেন ভক্তাঃ এব উচ্যন্তে ন তু জ্ঞানিনঃ'। চিত্তের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞানমার্গের মধ্যে অভেদসম্বন্ধ দেখা যায়, এবং এই উভয়ের একটিকে অপরটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না—যত গোলমাল ও বাগ্‌বিতণ্ডা তাহার নীচে; অর্থাৎ যখন জ্ঞান বা ভক্তির পূর্ণ স্ফুরণ হয় নাই।

এই জন্যই শ্লোকে বলিলেন যে 'অচ্যুত'—চ্যুতিরহিতাঃ ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ যস্য; অর্থাৎ অবিদ্যা যাঁহার ঐশ্বর্য্যের চ্যুতি = হ্রাস করিতে পারে না; সুতরাং তিনি অবিদ্যার প্রভু, অর্থাৎ 'জ্ঞানময়'; এবং সেই সঙ্গে ঐশ্বর্য্যময়। অতএব 'অচ্যুত' পদ দ্বারা একই আধারে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাব অর্থাৎ 'ভগবান' ও 'ব্রহ্ম' এই যুগলস্বরূপের একত্র সমাবেশ বুঝায়।

এই শ্লোকেই ব্যাসের চিত্তে অপ্রসাদের প্রকৃত কারণ কতকটা স্ফুটিত হইল। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানমার্গে নিবদ্ধ থাকিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভের উপায় নিরূপণ করেন নাই বলিয়াই, তাঁহার চিত্তে অপ্রসাদ হইয়াছে, এই আশঙ্কা জাত হইল। পরে নারদের নিকট হইতে শিক্ষা এবং মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্যাস জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বার যুগপৎ উন্মুক্ত করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ৫ম ও তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের প্রতিপাদন ও আরাধনায় নিরত থাকিয়া, আমি কি ব্রহ্মের সগুণ ও ঐশ্বর্য্যময় সত্তার (যে ঐশ্বর্য্যময় সত্তাকে 'ভগবান্' বলে) প্রতি ভক্তিলাভের উপায় বিশদভাবে প্রকাশ করি নাই? পরমহংসগণ জ্ঞানমার্গে, সাধনায় নিরত থাকিয়াও ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের (অর্থাৎ

ভগবানের) প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন-কার্য্যকে সমাদর করেন, এবং স্বয়ং 'অচ্যুতও' এই ভক্তিমার্গকে পরমহংসগণের ন্যায় সমাদর করেন।

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্॥৩২

(৩২) [**অন্বয়**] আত্মানং এবং খিলং মন্যমানস্য তস্য কৃষ্ণস্য প্রাক্ উদাহৃতং আশ্রমং নারদঃ অভ্যাগাৎ।

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যখন আপনাকে এই ভাবে হেয় বিবেচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বকথিত অর্থাৎ সরস্বতী-নদীর তীরে অবস্থিত আশ্রমে নারদ 'অভ্যাগাৎ'—'অভি' = অভিমুখী-কৃত্য + 'আগাৎ' = আসিয়াছিলেন ; কেবল যে ঘটনাক্রমে নারদ তথায় আসিয়াছিলেন তাহা নহে ; জীবের মঙ্গলসাধনে নিরত এই দেবর্ষি ব্যাসের চিত্ত হইতে বিষাদ দূর করিয়া, তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সেই আশ্রমকে লক্ষ্য করিয়া, তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'খিলং' = ন্যূন, নীচ।

ভগবানের লীলা—এই সময় ব্যাসের নিকট নারদকে প্রেরণ ভগবানেরই মঙ্গলময়ী লীলা। ব্যাসের ন্যায় মনস্বী মহাত্মাকে ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে নারদের ন্যায় ভক্তেরই আবশ্যক।

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্॥৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নারদাগমনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(৩৩) [**অন্বয়**] মুনিঃ সুরপূজিতং তং নারদং আগতং অভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায় বিধিবৎ পূজয়ামাস।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'আগতঃ'—আশ্রমের সন্নিকটে উপস্থিত, সুতরাং আসিয়াছেন বলিলেই হয়। 'সহসা' ও 'প্রত্যুত্থায়'—ব্যাস ব্যস্তভাবে আসন হইতে উঠিয়া, নারদের 'প্রতি' = অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই পদদ্বয় দ্বারা ব্যাসের ঔৎসুক্য এবং নারদের প্রতি শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। 'বিধিবৎ'—যথাবিধি, পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া। বিশ্বনাথ বলেন বিধি = ব্রহ্মা, অর্থাৎ যেন, স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াছেন, সেইভাবে নারদের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া, ব্যাস পূজা করিলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
শ্রীতোষিণী টীকায় চতুর্থ
অধ্যায় সমাপ্ত

ব্যাখ্যা—দেবগণও যাঁহার পূজা করেন সেই নারদ আশ্রম অভিমুখে আসিতেছেন, এবং আশ্রমের এত সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন যে, আশ্রমে আগত বলিলেই হয়, ইহা উপলব্ধি করিয়া, ব্যাস ব্যস্তভাবে আসন হইতে উঠিলেন; এবং নারদের দিকে অগ্রসর হইয়া, পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন!

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতার কারণ; নারদের মুখ হইতে হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য এবং আত্মচরিত বর্ণন

তাৎপর্য্য—নারদ ব্যাসের আশ্রমে আগমনের পরে, শিষ্য যেরূপ শরণাগতভাবে গুরুর সমীপে উপবিষ্ট থাকেন, ব্যাসও সেইভাবে নারদের নিকট বসিয়াছিলেন। তখন নারদ মৃদু-মধুর হাস্য দ্বারা বিষাদক্লিষ্ট ব্যাসকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্যাস! আপনার শরীর সুস্থ আছে ত? মনে বেশ শান্তি-লাভ করিতেছেন ত? আপনি বেদান্তসূত্রে ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং নিজে সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; স্ত্রীশূদ্রাদি যাহাতে 'ধর্ম্মাদিঃ' অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে, এবং চতুর্ব্বর্গে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, সেই জন্য আপনি মহাভারত রচনা করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রে জ্ঞান বা তদনুযায়ী কোন অনুষ্ঠানের অভাব আপনার নাই; তথাপি আপনি কেন নিজেকে 'অকৃতার্থ' বিবেচনা করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন? (১—৪ শ্লোক)

নারদের এই সস্নেহ বাক্যের উত্তরে ব্যাস বলিলেন যে, প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সবই আমি করিয়াছি বটে, কিন্তু 'তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে'। আমি ব্রহ্ম 'জিজ্ঞাসা' করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আপনি 'উপাসনা' (অর্থাৎ শরণাগতভাবে ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ) করিয়াছেন; অতএব ভগবানের শক্তিপ্রভাবে আপনার অবিদিত বা অজ্ঞেয় কিছুই নাই। আমার এই অপ্রসন্নতার কারণ কি বলুন। (৫—৭ শ্লোক)

ব্যাসের চিত্তে অপ্রসন্নতার কারণ—নারদ বলিলেন, হে ব্যাস! আপনি দর্শনাদি যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীহরির লীলাদির বর্ণনা উপলক্ষে, তাঁহার মাধুর্য্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি এত অল্প পরিমাণে বলিয়াছেন যে, তাহা না বলারই তুল্য হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া লোকের মতি শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যে শাস্ত্রে শ্রীহরির জগৎ-পবিত্রকর যশঃ কীর্ত্তিত হয় না, সাধুগণ সেই শাস্ত্রকে কাকতীর্থবৎ অশুচি মনে করেন। বাসু-দেবের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, ভক্তিলাভ করাই পুরুষার্থ-শিরোমণি হইলেও আপনি মহাভারতে চতুর্ব্বর্গ লাভকেই পুরুষার্থ-শিরোমণিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু আপনি বাসুদেবের মহিমা সেরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। এই সকল ত্রুটীই আপনার চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ। ইহা ব্যতীত অপর একটি প্রবল কারণ এই যে, আপনি কাম্যবস্তুলাভের জন্য সকাম যাগযজ্ঞাদিকেও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণে এখন লোককে যদি ঐ সকল সকাম অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে নিষ্কামভাবে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে বলা যায়, মানবগণ সেই নিষেধ গ্রাহ্যই করে না। (৮—১১ ও ১৫ শ্লোক)

ভক্তির অভাবে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অসম্পূর্ণ—ব্যাস এতকাল তপস্যাদি দ্বারা নিবৃত্তি-(অর্থাৎ বৈরাগ্য) মার্গে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাও করিয়াছেন। নারদ তাঁহার নিকট দ্বাদশ শ্লোকের অবতারণা করিয়া দেখাইলেন যে, 'অচ্যুতের' (অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্গুণ, নিরুপাধিক এবং সগুণ ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের) মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি যতক্ষণ ভক্তি না হয়, ততক্ষণ জ্ঞানকাণ্ডের বা নিবৃত্তিমার্গের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মসত্তার উৎকর্ষ এবং মাধুর্য্য যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। অতএব জ্ঞানমার্গে এবং নিবৃত্তি-মার্গে পূর্ণ-সিদ্ধিলাভের জন্যও ভক্তিমার্গের দ্বার উন্মুক্ত করা আবশ্যক। ভগবানের লীলাসকল কীর্ত্তন করিলে

তাঁহার প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদিগের চিত্তে ভক্তি সঞ্জাত হইবে। এইজন্য নারদ ব্যাসকে ঐ লীলাসকল কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন; এবং লীলা-কীর্ত্তনে সামর্থ্য-লাভের জন্য বলিলেন যে, ব্যাস যেন সমাধিস্থ হইয়া ভগবানের শরণাগত হন। এই ভাবাপন্ন হইলে ভগবানের শক্তির প্রভাবে তাঁহার লীলাসকল ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইবে। তখন তিনি সেই লীলাসকলের গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করিবেন; এবং তাঁহার বর্ণনাসামর্থ্যও হইবে। ইহা না করিয়া নিজের শক্তিবলে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলে, মতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। কিরূপে ঐ ভাবে সমাধিস্থ হইয়া ভগবানের শরণাগত হইতে হয়, সে বিষয়েও নারদ ব্যাসকে পরে (৩৭-৩৮ শ্লোকে) দীক্ষিত করিলেন। (১২—১৪ শ্লোক)

ভক্তিমার্গে সাধনার শ্রেয়স্করতা—সত্য বটে যে, নিবৃত্তিমার্গে সাধনা দ্বারা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সাধক নির্ব্বিকল্প সুখের স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ লোকে দেহাদির ভোগসুখেই সতত রত; অতএব তাহারা নিবৃত্তিমার্গের সাধনা অবলম্বন করিতে অক্ষম। ঐ সকল লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ভোগসুখ ছাড়িয়া ভক্তিমার্গে সাধনার পথ অবলম্বন করিতে পারে না। অতএব তাহাদের জন্য এমন একটি সাধানার উপায় ব্যবস্থা করা আবশ্যক,যে উপায়টি সাধকের চিত্তের উপর অলক্ষ্যভাবে স্বয়ং ভগবানের শক্তি বিস্তার করিয়া, সেই অলক্ষ্যশক্তির প্রভাবে বিষয়াসক্ত লোকের মতিকে ভোগসুখ হইতে বিরত করিবে এবং তাহাদের মনে ভক্তির (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রেমের) সঞ্চার করিবে। শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তনই সেই উপায়।

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের শ্রেয়স্করতা—শ্রীহরির লীলাসকল কীর্ত্তন করিলে, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে লোকে শ্রীহরির মাধুর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ভগবানের

অলক্ষ্যশক্তির প্রভাবে তাঁহাদিগের মনে বিষয়ভোগলালসার উপশম হইয়া, ক্রমশঃ ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়; এবং অবশেষে তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। তখন তাঁহারা যে সুখ লাভ করেন, সে সুখ ভোগলোকের কোন স্থানেই পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে সাধনা করিতে করিতে সাধকের পদস্খলন হইলেও তাঁহার আর এই যাতনাময় ভোগলোকে দীর্ঘকাল অবস্থান করা আবশ্যক হয় না। কারণ শ্রীহরির মাধুর্য্যের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়া, তাঁহাকে আবার ভক্তিমার্গে সাধনায় প্রবৃত্ত করে, এবং অবশেষে তাঁহার মোক্ষলাভ হয়। অতএব সার কথা এই যে, ভক্তি-মার্গে সাধনার ফল কখনও বিনষ্ট হয় না। তপস্যা,বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে প্রকৃষ্ট সিদ্ধি লব্ধ হয়, সেই সিদ্ধি কেবল শ্রীহরির 'গুণানুবর্ণন' করিলেই পাওয়া যায়। অতএব শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন এবং উহা শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ সাধনমার্গের যাহা প্রকৃষ্ট সিদ্ধি তাহা লব্ধ হয়। স্বয়ং ভগবানের শক্তি সাধককে সাহায্য করিয়া, ঐ ফল প্রদান করেন (১৬—২২ শ্লোক)

নারদের আত্মজীবনে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপকারিতার পরিচয়—শ্রবণ এবং কীর্ত্তন দ্বারা যে কত উপকার হয়, তাহা ব্যাসকে জানাইবার জন্য নারদ আত্মচরিত বর্ণন করিলেন। নারদ পূর্ব্বে এক দাসীর গর্ভে নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা কোন এক বেদবাদী ব্রাহ্মণের গৃহে পরিচারিকা ছিলেন। নারদের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন কতকগুলি যোগী সেই গ্রামে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার জন্য আগমন করেন, এবং নারদ তাঁহা-দিগের সেবায় নিযুক্ত হন। যোগিগণ হৃদয়গ্রাহিভাবে হরিগুণগান করিবার সময় নারদের মনে সেই গান শুনিতে ইচ্ছার উদয় হইয়া-ছিল; কিন্তু তখন তাঁহার এই ধারণা হইল যে, নিজের দেহ অশুচি আছে, অতএব যোগিগণের প্রসাদসেবা দ্বারা দেহ ও মন পবিত্র করা আবশ্যক। তখন তিনি যোগিগণের অনুমতি লইয়া, একবার-

মাত্র তাঁহাদিগের ভোজনপাত্রে সংলগ্ন উচ্ছিষ্টকণা সেবন করিলেন।

প্রসাদ সেবা করার পরে, 'আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে' এই ধারণা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, নারদ যোগিগণের হরিগুণগান শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা শ্রবণ করিতে করিতে (ক) তাঁহার মনে 'শ্রদ্ধা' এবং 'কথারুচি' সঞ্জাত হওয়ায় কৃষ্ণকথাসকল এত ভাল লাগিত যে, তাঁহার বোধ হইত, যেন কৃষ্ণকথা তাঁহার মনকে হরণ করিয়া লইয়াছে। (খ) কথারুচি যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনিও কীর্ত্তনের প্রতি পদ আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন। (গ) ক্রমশঃ এই 'কথারুচি' বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় নারদের মনে স্বয়ং শ্রীহরির প্রতি 'রতির' উদয় হইল। (ঘ) শ্রীহরির গুণগান শ্রবণ করিতে করিতে সেই রতিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 'অস্খলিতা রতিতে' পরিণত হইল। (ঙ) সেই সঙ্গে জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া, নারদ আত্মস্বরূপ এবং মায়ার স্বরূপ ও মায়া-মুগ্ধ জীবের স্বরূপও অনুভব করিলেন। (চ) ভগবানের উপর রতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ভোগাসক্তির উপশম হইয়া, বৈরাগ্যও সঞ্জাত হইল। [(২৫—২৮) শ্লোকের টীকার মধ্যে নারদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সমালোচনা-প্রবন্ধ দেখ]। (২৩-২৮ শ্লোক)।

নারদ-চরিত্রের সারতত্ত্ব—অতএব শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা আধ্যাত্মিকমার্গে উন্নতি-লাভে কত সাহায্য হয়, নারদের আত্ম-জীবনই তাহার প্রমাণ। শ্রীভগবানের শক্তিই যে তখন অলক্ষ্য-ভাবে এই উপকার সাধন করেন, তাহা নারদের আত্মজীবন হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। এই পঞ্চমবর্ষীয় বালকের বিদ্যা ছিল না, যোগাদিলব্ধ শক্তিও ছিল না, তথাপি তিনি যে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতেই ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ভগবানের অলক্ষ্যশক্তিরই কার্য্য।

গুহ্যতম জ্ঞান—কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে নারদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে দেখিয়া, যে মন্ত্রসাধনা দ্বারা 'গুহ্যতম' জ্ঞান লাভ করা যায়, ঋষিগণ সেই মন্ত্রে নারদকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নারদও ব্যাসকে ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। (২৯ শ্লোকের টীকায় এই 'গুহ্যতম জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা আলোচিত হইয়াছে)। এই জ্ঞান লাভ করিলে জীবের চিত্তে জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয় বস্তু একই বস্তুতে পরিণত হয়। তখন ভগবান্ যেরূপ চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ, জীবও সেইরূপ হন; এবং যে প্রেমের বন্ধনে জীব অভেদভাবে ভগবানের সহিত আবদ্ধ আছেন, সেই প্রেম যে কি বস্তু, জীব তাহাও অনুভব করেন। এই গুহ্যতমজ্ঞান লাভ করিলে মায়ার স্বরূপ অনুভব করিয়া, সাধক ব্রহ্মপদ লাভ করেন। (২৯—৩১ শ্লোক)

ত্রিতাপের নাশ ; 'কর্ম্ম অর্পণ'—সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান(যাগ-যজ্ঞাদি) দ্বারা ত্রিতাপের যাতনার নাশ হয় না। 'কর্ম্ম অর্পণ' দ্বারাই যথার্থভাবে ত্রিতাপের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু 'ভগবানের শক্তিই সকল কার্য্য করিতেছেন, আমার এই দেহে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির শক্তি তাঁহারই শক্তি', এই জ্ঞান (অর্থাৎ সজীবভাবে এই ধারণা) না থাকিলে, কর্ম্মকে যথার্থভাবে অর্পণ করা যায় না। ভক্তি ব্যতীত এই জ্ঞান (অর্থাৎ এই সজীব ধারণা) সঞ্জাত হয় না। অতএব ভক্তি এবং জ্ঞান ব্যতীত 'কর্ম্ম অর্পণ' রূপ বৈরাগ্যযোগ লব্ধ হয় না।

সুতরাং ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তি এবং জ্ঞান হয়, বৈরাগ্য ও ত্রিতাপের নিবর্ত্তনও হয়। টীকায় ভক্তিযোগের সহিত বৈরাগ্যযোগের সম্বন্ধবিষয়ক প্রবন্ধ দেখ। (৩২—৩৬ শ্লোক)

ব্যাসকে মন্ত্রদান—উপরি উক্ত উপদেশসকল দ্বারা ব্যাসের চিত্ত যখন গুহ্যতমমন্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত হইল, তখন নারদ নিজে যে গুহ্যতমমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্র ব্যাসকে দান করিলেন। (৩৭—৩৮ শ্লোক)

মন্ত্র-সাধনায় কি লাভ হয়—এই গুহ্যতম মন্ত্রের যথাবিধি

সাধনা করিলে, মানব 'সম্যগ্‌দর্শনঃ' হন। নারদ স্বয়ং এই মন্ত্র সাধনা করিয়া 'কেশবের' নিকট হইতে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ঐ দুই বস্তু লাভেও নারদ পরিতৃপ্ত না হওয়াতে, যে বিশ্বপ্রেম তাঁহার নিজেরই স্বরূপ, কেশব সেই প্রেম নারদকে দান করিলেন। (৩৭-৩৯ শ্লোক)।

উপসংহারে নারদের উপদেশ—অবশেষে নারদ বলিলেন হে ব্যাস! বেদে তোমার অগাধ জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু কেবল ঐ জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। ঐ জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয় না, তোমার নিজের চিত্তের অপ্রসাদই তাহার প্রমাণ। তুমি বিভুর বিবিধ লীলার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া কীর্ত্তন কর। ঐ বর্ণনা পাঠ করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ যাহা জানিতে চান, তাহা জানিতে পারিবেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে; এবং সংসারে পতিত হইয়া, যাঁহারা পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপের যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা মোক্ষলাভ করিবেন এবং চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগের যাতনার নিবৃত্তি হইবে। (৪০ শ্লোক)

সূত উবাচ।

অথ তং সুখমাসীনঃ উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্মযন্নিব ॥১

(১) [**অন্বয়**] অথ বৃহচ্ছ্রবাঃ বীণাপাণিঃ দেবর্ষিঃ সুখং আসীনঃ [সন্] উপাসীনং বিপ্রর্ষিং স্মযন্ ইব প্রাহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্মযন্ ইব'—'ইব'—পদদ্বারা 'স্ময়' অর্থাৎ নারদের অধরে মৃদুহাস্যের রেখামাত্র বুঝায়; এই হাস্যরেখা ব্যাসের প্রতি স্নেহপ্রকাশক; এবং ইহা বিষাদেও আশ্বাস দেয়। শ্রীধর বলেন, 'অহো মহানপি মুহ্যতীতি স্মযমানঃ'। অর্থাৎ ব্যাসের মত জ্ঞানীর চিত্তেও লীলাময় এই বিষাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই লীলারহস্য চিন্তা করিয়া, ব্যাসের মুখে হাস্যের রেখা দেখা গেল।

উপাসীন—উপ = নারদের সমীপে আশ্রিতের ন্যায় উপবিষ্ট, অর্থাৎ শরণাগত। 'বৃহচ্ছ্রবা'—বৃহৎ হইয়াছে 'শ্রব' = যশঃ যাহার।

ব্যাখ্যা—মহাযশা, বীণাপাণি, দেবর্ষি নারদ যখন আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন ব্যাস আশ্রিতের ন্যায় তাঁহার সমীপে বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই নারদের মুখে মধুর হাস্যের রেখা দেখা গেল; তখন তিনি ব্যাসকে পরবর্ত্তী বাক্যসকল বলিতে লাগিলেন।

নারদ উবাচ

পারাশর্য্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনঃ।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা ॥২

(২) [**অন্বয়**] হে মহাভাগ পারাশর্য্য ভবতঃ শারীরঃ [তথা] মানসঃ এব বা আত্মা আত্মনঃ কচ্চিৎ পরিতুষ্যতি?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'শারীর-আত্মা'—শরীরাভিমানী আত্মা; অর্থাৎ আপনার যে স্থূলঅংশকে শরীর বলে; 'মানস-আত্মা' মনোভিমানী আত্মা; 'আত্মনা'—আত্মস্বরূপেণ, শরীর ও মনের স্ব স্ব অবস্থায়; 'পরিতুষ্যতি'—'পরি = সম্যক্ + তুষ্যতি = তৃপ্তি পাইতেছে।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস! আপনি পরাশর হইতে জাত হওয়াতে পৈতৃক-সম্পদ্‌যুক্ত; এবং নিজেও 'মহাভাগ', অর্থাৎ সাধনা দ্বারা তপঃ জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; এখন আপনার শরীর ও মন ভাল আছে ত?

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥৩

(৩) [**অন্বয়**] যঃ ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতং মহদদ্ভুতং ভারতং কৃতবান্ [এবম্বিধেন] তে (= ত্বয়া) [যৎ] জিজ্ঞাসিতং [তৎ] অপি সুসম্পন্নং।

জিজ্ঞাসিতং অধীতং চ, তথাপি অকৃতার্থঃ ইব আত্মানং (ত্বং) শোচসি।

শব্দার্থ ও ব্যুৎপত্তি—'প্রভো'—প্রভুশক্তি, অর্থাৎ তপঃ, যোগ, এবং আত্মসংযমাদিসম্পন্ন। 'যৎ সনাতনং ব্রহ্ম'—যে ব্রহ্ম সর্ব্বকালে ছিলেন, আছেন, এবং থাকিবেন, অর্থাৎ 'অক্ষর' নিরুপাধিক ব্রহ্ম। 'জিজ্ঞাসিত'—বিচারিত। বেদান্তসূত্রে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, আপনি সেই প্রশ্নের বিচার এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন। 'অধীত'—অনুভব-গোচরীকৃত, ('অধি' = অধিকৃত্য + 'ই' = যাওয়া) ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করা। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ব্রহ্ম কি, আত্মস্বরূপ কি, মায়াশক্তি কি, এবং মায়ামুগ্ধ-জীবশক্তিই বা কি, এই সকল বিষয়ের বর্ণনা নির্দ্দোষ এবং অতি বিশদভাবে করিতে পারেন, কিন্তু বর্ণিত-বিষয়ের কোনটিই তাঁহারা অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের 'বাক্‌সম্পদ্‌কে' জ্ঞান বলা যায় না। ঐ বাক্য আবর্জ্জনাতুল্য, যাহাকে ইংরাজীভাষায় 'Learned lumber' (শিক্ষার আবর্জ্জনা) বলে। যখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুকে অনুভব করা যায়, তখনই যথার্থ 'জ্ঞান' হইয়াছে বলে। ঐ অনুভূতি প্রবল হইলে, 'অধীত'-ভাব হয়। অধি উপসর্গ দ্বারা অধিকার করা, অর্থাৎ নিজের আয়ত্তাধীন করা বুঝায়; অতএব 'অধীত'-ভাব হইলে, চিত্ত ব্রহ্ম হইতে স্খলিত হয় না। 'অকৃতার্থঃ ন + 'কৃত' = লব্ধ হইয়াছে 'অর্থ' = পুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবনের কাম্য বস্তু যাঁহার দ্বারা; অর্থাৎ যে বস্তু লাভ করিলে জীবন সফল হয়, তাহা লব্ধ হয় নাই। 'আত্মানং শোচসি'—নিজেকে 'অকৃতার্থ' মনে করিয়া বিষাদযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—আপনি মনীষাপ্রভাবে প্রভুশক্তি লাভ করিয়াছেন; এবং যে নিরুপাধিক-ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য, সেই 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-প্রশ্নের অবতারণা করিয়া, আপনি স্ব-রচিত বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন; অতএব আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নাই; এবং সাধনা

দ্বারা আপনি ব্রহ্মকে 'অধীত' অর্থাৎ অনুভব করিয়াছেন। এই অনুভূতি লাভ করাতে আপনার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে। তথাপি আপনি নিজেকে 'অকৃতার্থ' মনে করিয়া অশান্তিতে আছেন। অর্থাৎ যে কার্য্য করিলে জন্মলাভ সার্থক হয়, সেই কার্য্য আপনি করিতে পারেন নাই, ইহাই মনে করিয়া, আপনি অশান্তি ভোগ করিতেছেন।

ব্যাস উবাচ

অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্॥৫

(৫) [অন্বয়] ত্বয়া উক্তং ইদং সর্ব্বং মে অস্তি এব, তথাপি মে আত্মা ন পরিতুষ্যতে; আত্মভবাত্মভূতং [অতএব] অগাধবোধং বা (=স্বাং) অব্যক্তং তন্মূলং পৃচ্ছামহে।

শব্দার্থ ও বঙ্গবিবৃতি—'ইদং সর্ব্বং অস্তি এব'—'ইদং সর্ব্বং' অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের-জ্ঞান এবং ব্রহ্মদর্শনলাভ প্রভৃতি 'অস্তি এব'=আছে বটে। ব্যাস বলিলেন হে নারদ! আমি ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভ এবং 'ব্রহ্মদর্শন'লাভ করিয়াছি, আপনার এই কথা সত্য বটে, তথাপি 'মে আত্মা ন পরিতুষ্যতে'—তাহা হইলেও আমার 'শারীর এবং মানস আত্মায়' সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না (২ শ্লোকে নারদের প্রশ্ন দেখ)। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া, এবং ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াও আমার মনে প্রসন্নতা নাই। 'তন্মূলং' —যে 'মূল' হইতে বৃক্ষ জাত ও পরিপুষ্ট হয়, ঐ মূলটি দৃষ্টির অগোচর থাকে, সেইরূপ যে মূল-কারণ হইতে আমার মনে এই অসন্তোষ সঞ্জাত হইয়াছে, এবং পুষ্টিলাভ করিতেছে, তাহাও আমার নিকট 'অব্যক্ত'—অস্ফুট রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ

অসন্তোষের কারণ কি তাহা আমি বিদিত নহি। সেই জন্য 'আত্ম-ভবাত্মভূতং'—'আত্মভব'—ব্রহ্মা, তাঁহার 'আত্মনঃ' = সত্তা হইতে 'ভূত' জাত যে আপনি নারদ (নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন), এবং 'অগাধ-বোধং'—অতি নিগূঢ় বিষয়ও অনুভব করিতে সক্ষম, সেই আপনাকে 'পৃচ্ছামহে' = জিজ্ঞাসা করিতেছি। 'বোধ' = অনুভবশক্তি ; 'অগাধ' —অতি গভীর, অর্থাৎ অতি নিগূঢ়বিষয়েও অনুভবক্ষম।

ব্যাখ্যা—ব্যাস কহিলেন, হে নারদ! আপনি ত ৪র্থ শ্লোকে বলিলেন যে, আমি ধর্ম্মের মূল অবগত আছি, এবং ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছি, সে কথা সত্য বটে, কিন্তু এত জ্ঞান থাকিতেও ত আমার চিত্তপ্রসাদ হইতেছে না ; [অর্থাৎ 'চিৎ' = জ্ঞান এবং 'আনন্দের' সম্বন্ধ অভেদ, কিন্তু জ্ঞান থাকিয়াও আমার মনে কেন আনন্দ নাই ?]। কি কারণে আমার মনে এই অপ্রসন্নতা সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ; আপনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, অতএব আপনার ধীশক্তি অতি গভীর, ঐ ধীশক্তিপ্রভাবে আপনি অগাধবোধ, অপরের অলক্ষ্য বিষয়সকলকেও আপনি লক্ষ্য করিতে সমর্থ। সেইজন্য আমার এই অশান্তির কারণ কি, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্য-
মুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং
সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥৬

(৬) [অন্বয়] অসঙ্গঃ [সন্] মনসা এব গুণৈঃ [যঃ] বিশ্বং সৃজতি অবতি অত্তি [সঃ] পরাবরেশঃ পুরাণঃ পুরুষঃ যৎ (=যতঃ) [ভবতা] উপাসিতঃ [অতঃ] সঃ বৈ ভবান্ সমস্তগুহ্যং বেদ।

শব্দার্থ ও রসবিস্মৃতি—'অসঙ্গঃ [সন্]'—অনাসক্তভাবে ;

(সঙ্গ—'সং' = সম্যগ্‌ভাবে + 'গম্' = গমন করা।) কোন বিষয়েই অত্যাসক্ত না হইয়া ; 'মনসা এব'—কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা। 'পরাবরেশ'—'পরঃ' যাহা পূর্ব্বে ছিল, অর্থাৎ কারণ (= প্রকৃতি এবং কালশক্তি) + 'অবরঃ' যাহা পরে হইয়াছে, অর্থাৎ কার্য্য (= সৃষ্ট বস্তু) তাহাদিগের ঈশঃ = নিয়ন্তা, পরিচালক। যাঁহার ঈক্ষার প্রেরণায় (অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র) পরিচালিত হইয়া, 'প্রকৃতি' এবং 'কাল'-শক্তি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। 'পুরাণঃ পুরুষঃ'—'পুরাণঃ' = পুরা ভবঃ ; অর্থাৎ সনাতন-ব্রহ্ম, যিনি পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। 'অবতি' পালন করেন, 'অত্তি'—সংহার করেন।

'যতঃ'—যে হেতু ; হে নারদ ! সেই পুরাণঃ পুরুষঃ = পরমব্রহ্ম আপনার দ্বারা 'উপাসিতঃ'। 'উপাসনা' পদের অর্থ আরাধনা বলিলে, ইহার মাধুর্য্য ও গভীরভাব প্রকাশিত হয় না ; 'উপ' = সমীপে + 'অস্' = থাকা ; শরণাগত-ব্যক্তি যেরূপ শরণ্য-ব্যক্তির পাদমূলে অবস্থান করে, সেইরূপভাবে শরণাগত হইয়া, আরাধনাকেই উপাসনা বলে। নারদ ঐরূপ শরণাগতভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্যাস জ্ঞানমার্গে সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নারদের মত শরণাগত হন নাই। তাই ব্যাস নারদকে বলিতেছেন যে, আপনি 'শ্রীহরির' যে উপাসনা করিয়াছিলেন, উহা বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই উপাসনা ; এবং উহা দ্বারা আপনার চিত্তে ভক্তির সহিত জ্ঞানেরও স্ফুরণ হইয়াছিল। 'বৈ'—প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক অব্যয়। আপনি একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত। 'সমস্তগুহ্যং'—সকল লোকের ও সকল বস্তুর সর্ব্ব রহস্য, (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—যিনি কেবল স্বীয় ইচ্ছায় গুণত্রয় দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকার্য্য করেন, এবং গুণত্রয় দ্বারা কার্য্য করিয়াও নিজে 'অসঙ্গঃ' অর্থাৎ গুণত্রয় দ্বারা অনাকৃষ্ট থাকেন, এরূপ 'পরাবরেশ', কার্য্য ও কারণের (সৃষ্টবস্তুর ও প্রকৃতির = কারণ-শক্তির) নিয়ন্তা যে পরমপুরুষ আছেন, আপনি নিজে শ্রীহরিকে উপাসনা করার সময় বস্তুতঃ সেই পরমপুরুষেরই (অর্থাৎ পরব্রহ্মের)

শরণাগত হইয়া, আরাধনা করিয়াছিলেন। আমার দ্বারা সেই পরমব্রহ্ম 'জিজ্ঞাসিত' (= বিচারিত) হইয়াছেন ; আপনার দ্বারা তিনি 'উপাসিত' (শব্দার্থ দেখ) হইয়াছেন। ভগবান আশ্রিত-বৎসল ; অতএব সকল গূঢ়রহস্যকেই তিনি আপনার নিকট প্রকটিত করিয়াছেন ; এবং আপনার কিছুই অবিদিত নাই ; সুতরাং আমার মনে বিষাদের কারণ আপনি বলিতে পারিবেন।

অহং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী-
মন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ
স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥৭

(৭) [**অন্বয়**] পরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতঃ [স্নাতস্য] অবরে [ব্রহ্মণি] ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে অলং [যৎ] ন্যূনং তৎ, ত্রিলোকীং পর্য্যটন্ অর্কঃ ইব সর্ব্বদর্শী, তথা [অন্তশ্চরঃ] বায়ুঃ ইব আত্মসাক্ষী, ত্বং বিচক্ষ্ব।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্নাতস্য'—নিষ্ক্রান্তস্য, নিশ্চলভাবে অবস্থিত যে আমি, সেই আমার ; পরে ব্রহ্মণি = পরম-ব্রহ্মে ; ধর্ম্মতঃ = যোগ দ্বারা ; 'অবরে ব্রহ্মণি'—বেদে। 'ব্রতৈঃ'—স্বাধ্যায়-নিয়মৈঃ (শ্রীধর)। যত্ন করিয়া সুচারুরূপে বেদাদিপাঠকে স্বাধ্যায়, এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযমকে 'নিয়ম' বলে। 'অলং'—অত্যর্থং, সাতিশয় ; 'ন্যূনং'—ত্রুটী ; 'বিচক্ষ্ব'—বিচার করুন। 'ত্রিলোকী' এবং ত্রিলোক একই কথা, ইহার অর্থ, ভূরাদি তিন ভোগলোক। 'পর্য্যটন্'—'পরি' সর্ব্বত্র অবিঘাত গতিতে + 'অটন্' = ভ্রমণ করিতে করিতে ; 'বায়ুঃ ইব'—প্রাণবায়ুর ন্যায় (শ্রীধর)। 'আত্মসাক্ষী' —আত্মা ইব 'সাক্ষী'—বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞ (শ্রীধর)। আত্মা আমাদের দেহে দ্রষ্টৃরূপে আছেন এবং তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই।

ব্যাখ্যা—আমি যোগ দ্বারা অবিচলিতভাবে পরমব্রহ্মকে

আরাধনা করিয়াছি এবং 'ব্রত' অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা অবিচলিতভাবে 'অবরব্রহ্মের' অর্থাৎ বেদের অনুসরণ করিয়াছি ; তথাপি আমার কি ত্রুটী হওয়াতে চিত্তে এই অপ্রসন্নতা হইয়াছে, তাহা আপনি বিচার করুন। আপনি এই বিষয় বিচার করিতে সমর্থ। কারণ ভূরাদি তিন লোকে সর্ব্বত্র আপনি অবাধগতিতে বিচরণ করেন ; অতএব সূর্য্য যেরূপ সকল বস্তু দেখিতে পান, আপনিও সেইরূপ দেখিতে পান। যোগবলে আপনি সকল জীবের এবং স্থূলসূক্ষ্মাদি সকল বস্তুর মধ্যে বিচরণ করেন। অতএব আত্মা যেরূপ দ্রষ্টৃরূপে বিরাজ করিয়া, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃস্থ সকল বস্তুর অবস্থা অবগত হন, আপনিও সেইরূপ অবগত আছেন। এইজন্য আপনি আমার চিত্তে বিষাদের নিগূঢ় কারণ কি তাহা বলিতে সমর্থ।

নারদ উবাচ

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥৮

(৮) [**অন্বয়**] ভবতা ভগবতঃ অমলং যশঃ অনুদিত-প্রায়ং ; যেন [দর্শনেন] এব অসৌ ন তুষ্যেত তদ্দর্শনং খিলং মন্যে।

শব্দার্থ ও রসবিস্তৃতি—'অমলং যশঃ'—যশের প্রকাশক বিশুদ্ধলীলাদি যাহা হইতে ভগবৎ-স্বরূপের উৎকর্ষ অনুভব করিয়া চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং পাঠকের বা শ্রোতার মনে ভক্তি জাত হয় (বিশ্বনাথ)।

'অনুদিতপ্রায়ং'—অনুক্তপ্রায়ং (শ্রীধর) ; এত অল্পপরিমাণে বলিয়াছেন যে, তাহা না বলারই তুল্য। 'যেন এব [দর্শনেন]'—যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র দ্বারা। ব্যাস যদি বলেন যে, কেন, আমি ত বেদান্তে ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়াছি ; তাই নারদ বলিলেন যে, যে 'দর্শন' = জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র দ্বারা 'অসৌ ন তুষ্যেত'—শ্রীহরির

সন্তোষ হয় না, 'তদ্দর্শনং খিলং মন্যে'—সেই দর্শনশাস্ত্রকে হেয় বিবেচনা করি। 'খিলং' = হেয়; 'মন্যে' বিবেচনা করি; ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরির সন্তোষ হয় (২অঃ ১৩ শ্লোক দেখ); এবং যে 'দর্শন' অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র দ্বারা ভক্তি সঞ্জাত হয় না, সেই শাস্ত্র দ্বারা শ্রীহরিরও সন্তোষ হয় না। অতএব ঐ দর্শনশাস্ত্র 'খিলং' = হেয়। 'যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং'; শ্রীহরির তুষ্টি হইলে কেবল ব্যাস কেন, ব্যাসের রচিত শাস্ত্র দ্বারা সকলেই তুষ্ট হইতেন। তাই বিশ্বনাথ বলেন যে, ব্যাস নিজেই যে শাস্ত্র রচনা করিয়া চিত্তে সন্তোষলাভ করেন নাই, সেই বেদান্ত বা মহাভারত হইতে অপরের চিত্তে কিরূপে সন্তোষের উৎপাদন হইবে।

ব্যাখ্যা—নারদ বলিলেন যে, হে ব্যাস! তুমি ভগবানের অমল যশঃ এত অল্প পরিমাণে কীর্ত্তন করিয়াছ যে, তাহা কীর্ত্তন কর নাই বলিলেই হয়। সত্য বটে, তুমি বেদান্তদর্শন এবং মহাভারত রচনা করিয়াছ, কিন্তু ঐরূপ দর্শনশাস্ত্র দ্বারা পাঠকের মনে ভক্তির সঞ্চার হয় না। অতএব শ্রীহরির তুষ্টিও হয় না, সেইজন্য ঐ শাস্ত্র হেয়। যদি তোমার রচিত দর্শনশাস্ত্র দ্বারা শ্রীহরির তুষ্টি হইত, তাহা হইলে তোমার নিজের চিত্তে এই বিষাদ উৎপন্ন হইত না।

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাশ্চ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥৯

(৯) [অন্বয়] হে মুনিবর্য্য, ধর্ম্মাদয়শ্চ যথা অর্থাঃ ইব অনুবর্ণিতাঃ, বাসুদেবস্য মহিমা তথা ন হি অনুবর্ণিতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ধর্ম্মাদয়ঃ'—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ; 'চ'—এই অক্ষরটি দ্বারা ত্রিবর্গসাধক উপায়সকল উপলক্ষিত হইয়াছে (শ্রীধর)। পদ্মপুরাণাদিতে ভগবানের যশঃ বর্ণিত হইয়াছে বটে, 'কিন্তু ধর্ম্মাদিবৎ প্রাধান্যেন ন হি উক্তঃ'(শ্রীধর)। অর্থঃ = পুরুষার্থঃ। অর্থাৎ এই সকল লাভ করিলেই জীবনধারণ সার্থক হয়,

এই ভাবে তাহা অনুবর্ণিত—পুনঃ পুনঃ বর্ণিত ; অনু পদ পৌনঃপুন্য-প্রকাশক (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—হে মুনিগণের পূজ্য ব্যাস ! ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ, মোক্ষ-সাধক-ভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও উহা লাভ করাই যেন প্রধান পুরুষার্থ, এই কথাই আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ; এবং ঐ সকল লাভের জন্য যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কিন্তু যদিও বাসুদেবের মহিমাই পুরুষার্থ-শিরোমণি, তথাপি আপনি উহাকে ত্রিবর্গের ন্যায় শ্রেষ্ঠভাবে বর্ণনা করেন নাই, কেবল ইহা মোক্ষসাধক এই মাত্রই বলিয়াছেন। অতএব অত্যাদরণীয় বস্তুর প্রতি আদরের অল্পতাহেতু আপনার মনে এই বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে।

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥১০

(১০) [**অন্বয়**] চিত্রপদং যৎ বচঃ কর্হিচিৎ জগৎ পবিত্রং হরেঃ যশঃ ন প্রগৃণীত ; [সাধবঃ] তৎ বায়সং তীর্থং উশন্তি ; যত্র উশিক্ক্ষয়াঃ মানসাঃ হংসাঃ ন নিরমন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'চিত্রপদং'—যাহাতে 'চিত্রাণি' = সুললিত 'পদানি' = বাক্যসকল আছে ; 'কর্হিচিৎ'—কোন সময়ে ; 'জগৎ-পবিত্রং হরেঃ যশঃ'—শ্রীহরির স্বরূপ (বাৎসল্য, মাধুর্য্যাদি গুণ) প্রকাশক যে 'যশঃ' = লীলাকীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতা, বক্তা এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পবিত্র হয় ; 'ন প্রগৃণীত'—'প্র' প্রকর্ষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিয়া যদি কীর্ত্তন করা না হয় ; 'তৎ' = তদ্‌বচঃ, সেই রচনাকে 'বায়সং তীর্থং'—যে স্থান কাকগণের কাছে তীর্থতুল্য, অর্থাৎ 'আঁস্তাকুড়', 'উশন্তি'—বিবেচনা করেন ; (এই ক্রিয়ার কর্ত্তা ['সাধবঃ'])। 'উশিক্ক্ষয়া'—'উশিক্' কমনীয় ব্রহ্ম হইয়াছেন 'ক্ষয়'

বাসস্থান (ক্ষি=বাস করা) যাঁহাদের। 'মানসাঃ হংসাঃ' = মনস্বী পরমহংসগণ আপন আপন চিত্ত নিয়ত ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সত্তায় অবস্থাপিত রাখাতে নিয়ত ব্রহ্মে বাস করেন।

'মানসাঃ'—সত্ত্বপ্রধানে মনসি (= চিদানন্দস্বরূপে) বর্ত্তমানাঃ (শ্রীধর)। 'হংসাঃ'—যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাকে অর্থাৎ দেহাত্ম-ভাবকে হনন (হন্=হনন করা) করিয়াছেন। এই নিরুপাধিক ব্রহ্মোপাসকগণও শ্রীহরির যশে এত আকৃষ্ট হন যে, যে শাস্ত্রে সেই যশের কীর্ত্তন নাই, সে শাস্ত্রকে তাঁহারা কাকতীর্থের ন্যায় অশুচি বোধ করেন, এবং ঐ শাস্ত্র তাঁহাদের প্রীতিকর হয় না।

ব্যাখ্যা—কোন শাস্ত্ররচনায় সুচারু-পদবিন্যাস থাকিলেও যদি তদ্দ্বারা শ্রীহরির জগৎপবিত্রকর লীলাসকলের উৎকর্ষ প্রকৃষ্টভাবে কীর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে সাধুগণ ঐ শাস্ত্রকে কাক-তীর্থের (আঁস্তাকুড়ের) ন্যায় হেয় বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন। অর্থাৎ আঁস্তাকুড়ে কাকগণ একত্র মিলিত হইয়া, যেমন সুখ ভোগ করে, বিষয়ভোগাসক্ত কামিগণও ঐ শাস্ত্র পাঠ করিয়া, সেইরূপ আনন্দ পান।

যাঁহারা জ্ঞানমার্গে সাধনা দ্বারা অবিদ্যা নাশ করিয়াছেন, অতএব যাঁহাদের চিত্ত নিয়ত কমনীয় ব্রহ্মের 'মনসি' অর্থাৎ চিৎ-সত্তায় অবস্থান করে, সেই পরমহংসগণ ঐ শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রীতি-লাভ করেন না। পরমহংসগণ নির্গুণ-ব্রহ্মচিন্তায় নিরত থাকিয়াও শ্রীহরির, অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের মাহাত্ম্য শ্রবণে আনন্দ লাভ করেন; এবং যে শাস্ত্রে সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহাতে প্রীতি-লাভ করেন না। মোট কথা এই যে, 'বাক্‌চাতুর্য্যং খিলং এব' (শ্রীধর)। অতএব হে ব্যাস তোমার রচিত মহাভারতের পদ-লালিত্য এবং বেদান্তের তর্কচাতুর্য্য নিরর্থক।

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥১১

(১১) [**অন্বয়**] 'যস্মিন্ [বাগ্‌বিসর্গে] অবদ্ধবতি অপি প্রতিশ্লোকং অনন্তস্য যশোঙ্কিতানি নামানি [সন্তি] যৎ সাধবঃ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি, তৎ বাগ্‌বিসর্গঃ জনতাঘবিপ্লবঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বাগ্‌বিসর্গঃ'—'বাচঃ' = বাক্যের 'বিসর্গঃ' = প্রয়োগ, অর্থাৎ রচনা ; 'অবদ্ধবতি'—ভাবে সপ্তমী ; 'অবদ্ধ' = ন + বদ্ধ অর্থাৎ বন্ধনশূন্য ; 'অপ (= দোষযুক্ত) শব্দাদিযুক্ত হইলেও (শ্রীধর)। অর্থাৎ শব্দ এবং অলঙ্কার প্রভৃতির দোষযুক্ত, এবং 'বন্ধন' শূন্য হওয়াতে শ্লোকসকল পরস্পরের সহিত অসংলগ্ন [যাহাকে 'খাপছাড়া' (disjointed) বলে] ভাবে রচিত ; যে রচনায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা নাই। কিন্তু ঐ অসম্বদ্ধ রচনায় 'প্রতিশ্লোকং'—(ক্রিয়াবিশেষণ) কেবল এক আধ স্থানে নহে, প্রতিশ্লোকেই শ্রীহরির যশোঙ্কিত নামসকল আছে ; 'যশোঙ্কিতানি নামানি'—যশঃ চিত্রিত হইয়াছে যাহাতে, এইরূপ নামসকল আছে। যে নামসকল পাঠ বা শ্রবণ করিলে, শ্রীহরির মহিমাজ্ঞাপক লীলার চিত্র পাঠকের বা শ্রোতার মনে উদিত হয়,—যথা 'গোবর্দ্ধনধারী' 'বামন' ইত্যাদি নাম।

'জনতাঘবিপ্লব'—'জনতা' = জনসমূহ, 'অঘ' = পাপ, তস্য 'বিপ্লবঃ' = বিপ্লাবয়ন্তি, অর্থাৎ ধৌত করে। প্লাবনের বারি অপ্রতিহতবেগে আসিয়া, গ্রামাদির সকল ময়লা ধৌত করে, এবং লোকালয়কে বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর করে। ঐ যশোঙ্কিত নামসকল শ্রবণের সময় ভগবানের শক্তি প্লাবনের বারির ন্যায় অপ্রতিহতবেগে আসিয়া শ্রোতার মনের সকল ময়লা (কামক্রোধাদি) ধৌত করিয়া, চিত্তকে নির্ম্মল করে।

ব্যাখ্যা—কোন শাস্ত্রে রচনায় শব্দদোষ, অলঙ্কারদোষ অথবা বর্ণনায় অসম্বন্ধভাব থাকিলেও যদি ঐ রচনায় প্রতিশ্লোকে অনন্ত

শ্রীহরির সেই সকল নাম থাকে, যে নাম শ্রবণ বা পাঠ করিলে, চিত্তে শ্রীহরির উৎকর্ষজ্ঞাপক লীলাসকলের মাহাত্ম্য স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে, সাধুগণ ঐ রচনার দোষকে গ্রাহ্য ক'রেন না। অপর লোকে যখন ঐ শাস্ত্র পাঠ করেন, তখন সাধুগণ তাহা শ্রবণ করেন, এবং নিজেরাও কীর্ত্তন করেন, এবং পরস্পর আলোচনা করেন। এইরূপ রচনা দ্বারা জনসমূহের পাপনাশ হয়। অর্থাৎ শ্রীহরির উৎকর্ষখ্যাপনই সার বস্তু। 'কতবার শ্রবণে শুনেছি এ নাম কখনও এমন ক'রেনি রে প্রাণ ; উজ্জ্বল এক নব ভাব উদয় হৃদয়মাঝারে হ'তেছে'।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ১২

(১২) [অন্বয়] নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নিরঞ্জনং অপি [চেৎ] অচ্যুতভাববর্জ্জিতং, তৎ অলং ন শোভতে; শশ্বৎ অভদ্রং কর্ম্ম যৎ অকারণং অপি চ, ঈশ্বরে ন অর্পিতং, [তৎ] কুতঃ পুনঃ [শোভতে]।

অনুবাদ—নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, অবিদ্যার নিবর্ত্তন হইলেও যদি সেই জ্ঞানের সহিত অচ্যুতের প্রতি ভক্তি মিলিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান দ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উৎকর্ষ অনুভব করা যায় না। কর্ম্ম, সাধনকালে এবং ফলকালে স্বভাবতঃই অমঙ্গলকর, সেই কর্ম্মকে যদি 'ঈশ্বরে অর্পণ' না করা যায়, তাহা হইলে কেবল বৈরাগ্যের দ্বারা ব্রহ্মের উৎকর্ষ অনুভব করা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং'—'নিষ্ক্রিয়' অর্থাৎ নিরুপাধিক-ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান। 'নিরঞ্জন'—অবিদ্যানিবর্ত্তক হওয়াতে নিরুপাধিক। অঞ্জন' =কাজল, কাজল চোখে লাগাইবার সময় দৃষ্টিকে

রোধ করে, এবং উহা কৃষ্ণবর্ণ। অবিদ্যাও জ্ঞাননেত্রকে রোধ করিয়া, মোহান্ধকার উৎপাদন করে। অতএব অঞ্জন-পদ দ্বারা অবিদ্যা এবং তৎসৃষ্ট উপাধি বুঝায় (বিশ্বনাথ)।

'অচ্যুতভাববর্জ্জিতং'—'অচ্যুতের'প্রতি 'ভাব' = ভক্তি "তাহা বর্জ্জিত, অর্থাৎ অচ্যুতের প্রতি ভক্তিহীন। ব্রহ্মের চিন্ময়, আনন্দময় ও ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে অচ্যুত বলে। অর্থাৎ যাঁহাতে একাধারে ব্রহ্মের নির্গুণ, নিরুপাধিক, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং ব্রহ্মের সগুণ, ঐশ্বর্য্যময়-স্বরূপের একত্র সমাবেশ আছে, তিনিই 'অচ্যুত'। (৪ অধ্যায় ৩১ শ্লোকের টীকা দেখ)। 'ভাব' = ভক্তি (শ্রীধর) এই পদটির মর্ম্ম অতি মধুর ; ইহা ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সাধকের চিত্ত 'অচ্যুতের' বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যখন তাঁহাতে নিমজ্জিত হয়, তখনই যথার্থ 'ভাব', হইয়াছে বলে (to live, move and have one's being in অচ্যুত)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সাধক নিজের এবং অচ্যুতের মধ্যে কোন ভেদ দেখেন না। যেমন এক ঘটী জল সমুদ্রে ঢালিলে ঐ জল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, 'ভাব' সঞ্জাত হইলে, সাধকও শ্রীহরির দর্শনে আত্মহারা নারদের ন্যায় 'আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে' অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন ভেদমোহ অপগত হইয়া, সাধকের চিত্ত 'আনন্দময়' হয়, কারণ অচ্যুত 'আনন্দৈকরসমূর্ত্তিঃ'। আমাদিগের ভক্তি 'চিৎ' এবং 'আনন্দের' সংমিশ্রণে জন্মায়। অতএব ভক্তি 'অচ্যুতভাবের' অদ্ভুতময় ফলমাত্র। বস্তুতঃ 'অচ্যুতভাব' পদে, ভক্তি এবং জ্ঞানের নিত্যস্বরূপ যুগলরূপ, যেন লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলরূপের ন্যায় বিরাজমান আছেন ; এবং এই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ; ইহা একই বস্তুর দুই মধুর মূর্ত্তি।

'শশ্বৎ'—নিয়ত, অর্থাৎ কর্ম্ম, সাধনকালে 'অহংকর্ত্তা' ভাব এবং ফলকালে আসক্তি উৎপাদন করাতে 'অভদ্রং'—অমঙ্গলকর ; 'অকারণং'—নিষ্কাম। 'ঈশ্বরে ন অর্পিতং'—ভগবানের 'ঈশ্বরত্ব'—নিয়ন্তৃত্ব অনুভব করার পরে আর আমি অমুক কার্য্য করিতেছি, এই ভাব থাকে

না ; তখন আমাদের দেহের কার্য্য ভগবানেরই কার্য্য, এই ভাব জাত হয়। এই ধারণার বলে অহংকর্ত্তৃভাব ত্যাগ করিয়া, নিজদেহের সর্ব্ব কার্য্য ঈশ্বরে আরোপ করাকে 'কর্ম্ম অর্পণ' করা বলে। 'অচ্যুত-ভাব' না হইলে এইরূপে কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারা যায় না ; কারণ জ্ঞান না হইলে, ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অনুভব করা যায় না ; এবং সেই জ্ঞান 'অচ্যুতভাব' হইতেই হয়। সেই জন্যই বলিলেন যে, যদি ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারা না যায় . অর্থাৎ যদি 'অচ্যুতভাব' জাত হইয়া কর্ম্ম-অর্পণ-প্রবৃত্তি স্বতঃই না হয়) তাহা হইলে, কেবল কামনা ছাড়িলেই, অর্থাৎ বৈরাগ্য দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয় না।

'ন শোভতে'—শোভা অর্থাৎ মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইলেও ঐ জ্ঞান পাতলা মেঘের মধ্যে চন্দ্র-দর্শনের তুল্য ; তখন চন্দ্রকে দেখা যায় বটে, কিন্তু চন্দ্রের শোভা বা স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায় না। সাধকের মনে অচ্যুতভাব জাত হওয়ার পরে তিনি মেঘনির্ম্মুক্ত শরদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মের চিৎ-সত্তার প্রভা ও আনন্দময়-সত্তার মাধুর্য্য এবং সগুণ-ব্রহ্মের (অর্থাৎ ভগবানের) ঐশ্বর্য্যাদির উৎকর্ষ এবং মাধুর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হন। যখন এইভাবে 'ব্রহ্মদর্শন' লব্ধ হয়, তখন 'অপরোক্ষ-দর্শন'-লাভ হইয়াছে বলে ; অর্থাৎ কোন বস্তুকে চক্ষে দেখিলে, তৎ-সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট অনুভূতি জাত হয়, ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ সুস্পষ্ট অনুভূতি লব্ধ হইয়াছে বলে। নারদের নিকট দীক্ষিত হওয়ার পরে ব্যাস এইরূপে পূর্ণব্রহ্মের দর্শন-লাভ করিয়াছিলেন (১স্ক ৭অ ৪ শ্লো)

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে দেখাইতেছেন যে, ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞান বা বাসনাত্যাগরূপ বৈরাগ্য দ্বারা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রভা ও মাধুর্য্য যথার্থভাবে অনুভব করা যায় না। ব্যাস নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মসাধনাই করিয়াছিলেন।' এই শ্লোকে দেখাইতেছেন যে 'অচ্যুতের' প্রতি (অর্থাৎ যাঁহাতে একই সময়ে চিন্ময় ও ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মের যুগল-

স্বরূপ বিরাজমান আছেন, তাঁহার প্রতি) যতদিন 'ভাব অর্থাৎ প্রবল ভক্তি (শব্দার্থ দেখ) সঞ্জাত না হয়, ততদিন কেবল জ্ঞান অথবা বৈরাগ্যযোগ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের প্রভা ও মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। ভক্তি ব্যতীত যে ব্রহ্ম-দর্শন হয়, তাহা মেঘের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণচন্দ্রের দর্শনের ন্যায় আনন্দহীন ; ঐ অবস্থায় চন্দ্রকে দেখা যায় বটে, কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্য এবং প্রভার শোভা প্রকৃতরূপে অনুভব করা যায় না।

কর্ম্মসকল নিয়তই অমঙ্গলকর ; অর্থাৎ সাধনকালে 'অহংকর্ত্তৃ'-ভাব এবং ফলকালে আসক্তি উৎপাদন করিয়া, কর্ম্মসকল আমাদিগকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। কেহ যদি কেবলমাত্র নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনি বৈরাগ্য দ্বারা যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের পূর্ণ প্রভা অনুভব করিতে পারেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। অচ্যুতের প্রতি ভক্তি জাত হওয়ার পরে যখন ভক্তি হইতে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন সেই জ্ঞানের প্রভাবে সাধক অনুভব করেন যে, অচ্যুতই 'ঈশ্বর', অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ; এবং তিনিই নিজের ঈক্ষার দ্বারা দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করাইয়া কর্ম্ম করাইতেছেন, দেহও তাঁহার রূপ-ভেদ, বিষয়ও তাঁহার রূপভেদ, এবং সাধক (অর্থাৎ 'জীব') নিজেও অচ্যুতেরই 'পরা' অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির অংশ।

অতএব ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব (= 'ঈশ্বরত্ব') অনুভব করার পরে দেহাত্মভাব হইতে সঞ্জাত 'অহংকর্ত্তৃ-ভাব ত্যাগ করিয়া নিজ দেহের সকল কার্য্যকে যখন নিঃসংশয়ভাবে ঈশ্বরে আরোপ করিতে পারা যায়, তখনই কর্ম্ম অর্পণ করা হইল, বলে। এইভাবে কর্ম্ম অর্পণ করিতে না পারিলে, কেবল বাসনা-ত্যাগ (অর্থাৎ বৈরাগ্য) দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের মাধুর্য্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয় না। যে জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম-অর্পণ-শক্তি হয়, সে জ্ঞান, ভক্তি ব্যতীত জন্মায় না। অতএব ভক্তি না হইলে, কেবল বাসনা-ত্যাগ দ্বারা যথার্থ ব্রহ্মদর্শন

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩

(১৩) [**অন্বয়**] অথ হে মহাভাগ অমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতঃ ধৃতব্রতঃ ভবান্ অখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনা উরুক্রমস্য তৎ বিচেষ্টিতং অনুস্মর।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা—'অথ = এই কারণে' যেহেতু ভক্তি হইতেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের স্ফুরণ হয়, অতএব ভক্তির সঞ্চারের জন্য ; 'মহাভাগ'—আপনার 'ভগ' = যোগৈশ্বর্য্যাদি সম্পদ্ আছে। 'অমোঘদৃক্'—আপনার 'দৃক্' = জ্ঞানচক্ষু মায়ার মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। 'শুচিশ্রবাঃ'—আপনার শ্রব = যশঃ শুচি = পবিত্র, অতএব লোকে আপনার কথায় আস্থাবান্ হইবে। 'সত্যরতঃ'—'সত্য' = ব্রহ্ম, তাঁহাতে রত ; আপনি ব্রহ্মচিন্তায় আনন্দ পান, এবং আপনি 'ধৃতব্রতঃ'—ধৃত হইয়াছে 'ব্রত'=ব্রহ্মচর্য্যাদি নিবৃত্তিমার্গ যাঁহা দ্বারা। এই সকল কারণে আপনি ভগবানের লীলাবর্ণনের জন্য যোগ্য পাত্র ; এবং জনসাধারণ আপনার কথায় আস্থাবান্ হইয়া, আপনার বর্ণনা পাঠ ও শ্রবণ করিবে। তবে বলিতে পারেন যে, এই লীলাসকল আমি কিরূপে জানিব ?

সেইজন্য নারদ ব্যাসকে বলিলেন যে, 'অখিলবন্ধমুক্তয়ে'—অখিলানাং জীবানাং, অখিলস্য বন্ধস্য বা মুক্তয়ে (বিশ্বনাথ)। সকল জীবের সর্ব্ববিধ বন্ধন (অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন) হইতে মুক্তির জন্য, অর্থাৎ অবিদ্যা-নাশের জন্য ; 'উরুক্রমস্য'—যাঁহার 'ক্রম' = গতি, উরু = বিশাল, অর্থাৎ যাঁহার শক্তি সর্ব্বব্যাপী ; সুতরাং তাঁহার শক্তি আপনার চিত্তের উপরেও আছে, অতএব তিনি ইচ্ছামাত্র আপনার চিত্তে তাঁহার লীলাসকলের স্ফুরণ করিতে সমর্থ।

'সমাধিনা'—চিত্তকে সং' = সম্যগ্‌ভাবে ভগবানে স্থাপন করিয়া, নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া। তাঁহার 'বিচেষ্টিতং'—বি = বিবিধ + 'চেষ্টিতং' = কার্য্যসকল (চেষ্ট্ = কার্য্য করা); অর্থাৎ লীলা-সকল 'অনুস্মর'—'অনু' = অনুসৃত্য, অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত হইয়া 'স্মর' = স্মরণ করুন, লীলাসকলের গূঢ়রহস্যকে চিন্তা করুন। বিশ্বনাথ বলেন যে, এই লীলাসকল স্বপ্রকাশ, অনন্ত এবং অতি রহস্যযুক্ত, কেহ নিজ শক্তি দ্বারা ইহা বর্ণন বা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; ভক্তিযুক্তচিত্তে ঐ লীলাসকল আপনিই স্ফুরিত হইবে। [বস্তুতঃ লীলাসকল পরে ব্যাসের চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল। ৭ম অ ৪র্থ শ্লোকে 'পূর্ণপুরুষ' পদের টীকা দেখ]।

ব্যাখ্যা—নারদ ব্যাসকে বলিলেন যে, আপনি মহাভাগ, অমোঘ-দৃক্, শুচিশ্রবা, সত্যরত, ধৃতব্রত। (এই সকল পদের অর্থ শব্দার্থের মধ্যে দেখ)। সুতরাং আপনি শ্রীভগবানের লীলা-বর্ণন-কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। অতএব আপনি সমাধিস্থ হইয়া উরুক্রমের (শব্দার্থ দেখ) লীলাসকল শরণাগতভাবে চিন্তা করুন; তাহা হইলে ভগবানের শক্তি-প্রভাবে লীলাসকল আপনার চিত্তে স্ফুরিত হইবে, এবং বর্ণনা-শক্তিও লাভ করিবেন। ঐ লীলা-বর্ণন পাঠ করিয়া, লোকের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এবং তাহাদিগের মনে ভক্তি সঞ্জাত হইয়া, সকল জীবকে সকল প্রকার অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি দান করিবে।

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥ ১৪

(১৪) [অন্বয়] পৃথগ্‌দৃশঃ অন্যথা যৎ কিঞ্চন বিবক্ষতঃ [পুংসঃ] মতিঃ তৎকৃতরূপনামভিঃ . দুঃস্থিতা [সতী] কর্হিচিৎ কালে ক্বাপিচ স্থানে বাতাহত-নৌঃ ইব আস্পদং ন লভেত।

শব্দার্থ ও অন্বয়বিবৃতি :—'ততঃ পৃথগ্‌দৃশঃ—'ততঃ' = উরুক্রমাৎ পৃথক্ হইয়াছে দৃষ্টি যাঁহার,; ভগবানের নিকট হইতে অনুভব এবং বর্ণনার জন্য শক্তিকামনা না করিয়া, যিনি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেন। সেই ব্যক্তি 'যৎকিঞ্চন'—ছোট বা বড় যে কোন বিষয়, 'বিবক্ষতঃ' বর্ণনা করিতে ইচ্ছুক হন, তখন 'তৎকৃতঃ—'তৎ' = সেই পৃথক্ দৃষ্টি, অর্থাৎ অহংকর্তৃভাব দ্বারা, 'কৃত' = সৃষ্ট হইয়াছে, যে সকল 'রূপনামভিঃ' রূপণীয়ৈঃ অর্থৈঃ তদ্বাচকৈঃ শব্দৈঃ চ, বর্ণনীয় বস্তুর নানা মূর্তি চিত্তে উদিত হয়, এবং বর্ণনার সময় ভ্রমযুক্ত শব্দও বাহির হয়; অবিদ্যাই ঐ সকল মতিভ্রমাদি করে। 'আস্পদং—গন্তব্যস্থান, লক্ষ্য; 'আস্পদং ন লভেত' লক্ষ্যবস্তুকে অনুভব বা লাভ করিতে পারে না।

কেবল বর্ণনায় কেন, অপর অপর কার্য্যেও এই অহংকর্তৃ-ভাব-বশতঃই নানাবিধ বিভ্রাট উপস্থিত হয়। বৈষয়িক কার্য্য করার সময়েও ভগবানের পাদমূলে দৃষ্টি না রাখিয়া, যখন আমরা আত্মশক্তির উপর দৃষ্টি রাখি, তখন অবিদ্যা মতিভ্রম ও স্মৃতিবিভ্রম সৃষ্টি করে; তখন আমরা সোজা রাস্তাকে উল্টা বুঝি, এবং উল্টা রাস্তাকে সোজা বোধ করি। [সাংসারিক কার্য্যেও ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিলে, মতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া কার্য্যহানি হয়]।

ব্যাখ্যা—কোন বিষয় বর্ণনা করিবার সময় চিত্তকে একাগ্র-ভাবে ভগবানে স্থাপিত না করিয়া, যদি কেহ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করেন, তখন তাঁহার চিত্তে নিরূপণীয় বিষয়ের নানা মূর্তি, এবং ঐ মূর্তিবাচক নানা শব্দ জাত হইয়া তাঁহার মতিভ্রম উৎপন্ন করে। এইজন্য তিনি বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না; এবং বর্ণনা করিতেও সমর্থ হন না। বায়ু দ্বারা আহত নৌকা যেরূপ গন্তব্য-স্থানে যাইতে পারে না, অবিদ্যা দ্বারা আহত হইয়া, চিত্তও সেইরূপ লক্ষ্য বস্তুকে প্রাপ্ত হয় না।

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ ১৫

(১৫) [**অন্বয়**] স্বভাবরক্তস্য [জনস্য] ধর্ম্মকৃতে জুগুপ্সিতং অনুশাসতঃ তব মহান্ ব্যতিক্রমঃ [জাতঃ]; যদ্বাক্যতঃ ইতরঃ ধর্ম্ম ইতি স্থিতঃ, জনঃ তস্য নিবারণং ন মন্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্বভাবরক্তস্য'—যাহারা স্বভাবতঃ (Constitutionally) 'রক্ত' = বিষয়াসক্ত। গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট হওয়াতে নরদেহে ভোগ-পিপাসা আছে; এবং সেই সঙ্গে প্রারব্ধ-জনিত সংস্কারের প্রেরণাও আছে; অতএব উৎপত্তি হইতেই জীব বিষয়ভোগসুখে আসক্ত। 'ধর্ম্মকৃতে'—ধর্ম্মার্থং (শ্রীধর)। বিশ্বনাথ বলেন, ভগবৎ-ধর্ম্ম-গ্রহণার্থং; 'জুগুপ্সিতং'—নিন্দনীয় সকাম অনুষ্ঠানসকল। 'অনুশাসতঃ—ব্যবস্থাকারী আপনার; 'ব্যতিক্রম'—অন্যায় (শ্রীধর)। কাম্যবস্তু লাভার্থে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে 'ধর্ম্ম' নামে ব্যবস্থা করাই—আপনার অন্যায় হইয়াছে। 'ইতরঃ' —এই পদটিকে অন্বয়ে বিশেষ্যভাবে লওয়া হইয়াছে, তখন অর্থ হয়, যাহা ধর্ম্ম হইতে 'ইতর' = পৃথক্। এই পদকে বিশেষণভাবে অন্বয় করিলে, 'ইতরঃ জনঃ' = প্রাকৃতঃ জনঃ, অর্থাৎ সাধারণ লোক।

ব্যাখ্যা—মানব স্বভাবতঃই বিষয়াসক্ত, তাহাদের নিকট নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মসকল (অর্থাৎ ত্রিবর্গলাভের জন্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান) আপনি ধর্ম্মার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অনুশাসন দ্বারা আপনার মহান্ অন্যায় হইয়াছে। আপনার যে নির্দ্দেশ দ্বারা 'ইতরঃ' অর্থাৎ যে সকাম অনুষ্ঠানসকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, তাহারাই ধর্ম্মভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নির্দ্দেশকে এখন যদি কেহ নিবারণ করেন, তাহা হইলে লোকে ঐ নিষেধ গ্রাহ্য করে না। [অথবা, 'ইতরঃ জনঃ' অর্থাৎ সাধারণ লোকে গ্রাহ্য করে না]।

বিচক্ষণোঽস্যাহ'তি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ১৬

(১৬) [**অন্বয়**] বিচক্ষণঃ [জনঃ। নিবৃত্তিতঃ অনন্ত-পারস্য বিভোঃ সুখং বেদিতুং অর্হতি [ন পুনঃ অবিচক্ষণঃ]; ততঃ অনাত্মনঃ [অতএব] গুণৈঃ প্রবর্ত্তমানস্য [জনস্য পরমসুখায়] হরেঃ চেষ্টিতং দর্শয়।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি - বিচক্ষণঃ—অতিনিপুণঃ (শ্রীধর); বিবেকী (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ যাঁহাদের আত্ম, অনাত্ম জ্ঞান পূর্ব্বেই হইয়াছে। 'অনন্তপারস্য সুখং'—নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপের অনুভূতি হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা দেশতঃ ও কালতঃ অসীম এবং অনন্ত। 'বেদিতুং অর্হতি'—ঐ সুখ যে কি শ্রেষ্ঠবস্তু, তাহা বিচক্ষণ সাধকগণই কল্পনা করিতে পারেন, এবং সাধনার সময় অনুভবও করিতে সক্ষম হন। কিন্তু যাঁহারা 'অবিচক্ষণঃ' অর্থাৎ নিপুণ নহেন, তাঁহারা কেবল বিষয়ভোগ-সুখকে একমাত্র সুখ বলিয়াই জানেন; এবং উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অপর কোন প্রকার সুখ যে আছে, তাহা কল্পনাই করিতে পারেন না, অনুভব ত দূরের কথা। 'অনাত্মনঃ'=যাহাদের 'আত্ম' 'অনাত্ম'-জ্ঞান নাই, অতএব দেহাদির উপর অহং মম ভাব আছে, এবং ভোগেও আসক্তি আছে। অতএব তাহারা 'গুণৈঃ প্রবর্ত্তমানস্য'—রজঃ ও তমো-গুণ দ্বারা পরিচালিত।

ব্যাখ্যা—কেহ হয়ত বলিবেন যে, নিবৃত্তিমার্গে সাধনা করিয়া, লোকে ত ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবের সুখ লাভ করিতে পারে, তবে আর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন কি? তাই বলিলেন যে, 'নিবৃত্তি-মার্গে সাধনা' ত অনেক লোকই

করিতে পারে না, কারণ সাধারণ লোকে প্রবৃত্তিমার্গেই থাকে, এবং গুণত্রয়সৃষ্ট বাসনাসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা 'অনাত্মা' = আত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য। 'অতএব দেহাদিতে আসক্ত সেই সকল লোককে শ্রীহরির মাধুর্য্য দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ভক্তিমার্গে আনয়ন করার জন্য শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তন করুন।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভুদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১৭

(১৭) [অন্বয়] স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা হরেঃ চরণাম্বুজং ভজন্ অথ যদি অপক্কঃ ততঃ পতেৎ [তদা] যত্র ক্ব বা অমুষ্য কিং অভদ্রং অভূৎ? অভজতাং স্বধর্ম্মতঃ কঃ বা অর্থঃ আপ্তঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অপক্কঃ'—ভক্তির পরিপাক-অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে। কোন ফল পাকিলে, তাহার কষায়রস মধুররসে পরিণত হয়। ভক্তির পরিপাক হইলে, সাধকের চিত্তে কাম-ক্রোধাদি কষায়রসও প্রেম এবং ভক্তিতে পরিণত হয়। 'ততঃ' —সেই 'ভজন' কার্য্য হইতে; 'পতেৎ'—মৃত্যু বা পদস্খলন হয়। 'যত্র ক্ব বা'—যে কোন অবস্থাতেই, অর্থাৎ যতই অধোগতি হউক না কেন। 'অভজতাং'—ভক্তিহীন লোকদিগের; স্বধর্ম্মতঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে; 'অর্থঃ'—পুরুষার্থ।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিতেছেন না, কেবল ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও কেবল শ্রীহরির প্রতি ভক্তি করিতে করিতে পক্কতা লাভের পূর্ব্বে (অর্থাৎ, ভক্তির স্ফুরণ হইয়া, কাম ক্রোধাদি দূর হওয়ার পূর্ব্বে) ভক্তিমার্গ হইতে বিক্ষিপ্ত হন, তখনও তাঁহার স্থায়ী অনিষ্ট হয় না। কারণ সংসারে নানা

যোনিতে ঘুরিতে শ্রীহরির সহিত মিলন সুখের মাধুর্য্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়া, আবার তাঁহাকে উচ্চপদবীতে উন্নীত করে—১৯ শ্লোক। কিন্তু যদি ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানবজীবনের কোন পুরুষার্থই লব্ধ হয় না—যে ধনধান্যাদি লব্ধ হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং প্রকৃত পুরুষার্থ নয়।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ১৮

(১৮) [**অন্বয়**] কোবিদঃ তস্য এব হেতোঃ প্রযতেত যৎ উপরি অধঃ ভ্রমতাম্ ন লভ্যতে অন্যতঃ গভীররংহসা কালেন দুঃখবৎ তৎ সুখং সর্ব্বত্র লভ্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি— প্রযতেত 'প্র' = প্রবলভাবে যত্ন করা উচিত; 'ভ্রমতাং'—ভ্রমদ্ভিঃ; 'অন্যতঃ'—যদি শ্রেষ্ঠ সুখলাভের চেষ্টা না কর; 'গভীররংহসা'—অলক্ষ্য-গতিযুক্ত। কালশক্তি কখন্ কি বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। যে অনন্তসুখ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন, ঐ সুখ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভের সুখ, এবং উহার উপর কালশক্তির প্রভাব নাই। 'ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ'। এই পরমপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে যদি মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই লোকচতুষ্টয়ে ঘুরিতে হয়, তখনও ঐ চারি উচ্চলোকে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা ভোগলোকের সুখ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; এবং ঐ লোকচতুষ্টয়ে কালের প্রভাব না থাকাতে এই সুখ ক্ষয় না হইয়া, ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বিশুদ্ধ হয়। উহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইলে, সাধক এই চারিলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে যান।

ব্যাখ্যা- এই শ্লোকে 'উপরি, ও অধঃ' বাক্যদ্বয় দ্বারা ভোগ-

লোকত্রয় উপলক্ষিত হইয়াছে। এই ভোগলোকের বাহিরে উচ্চ-লোকে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহার উপর কালের প্রভাব নাই। সেই জন্য এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে অনন্তসুখ ভোগলোক-ত্রয়ের উচ্চ বা নিম্নলোকে (স্বঃলোক বা ভূলোকে) কোথাও পাওয়া যায় না, সেই সুখের জন্যই প্রবলভাবে চেষ্টা করা উচিত। যদি ঐ অনন্তসুখের জন্য চেষ্টা না কর, তাহা হইলে কালের অলক্ষ্যশক্তির প্রভাবে সকল যোনিতে (অর্থাৎ শূকরাদি যোনিতেও) এবং সকল যায়গায় অর্থাৎ নরকাদিতেও দুঃখ পাওয়া যায়, সুখও পাওয়া যায়। এমন কি, কোন চেষ্টা না করিয়াও প্রারব্ধবশে ঐরূপ ক্ষণস্থায়ী সুখ বা দুঃখ পাওয়া যায়।

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥ ১৯

(১৯) [অন্বয়] মুকুন্দসেবী জনঃ জাতু কথঞ্চন অন্যবৎ সংসৃতিং ন আব্রজেৎ; রসগ্রহঃ জনঃ মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-উপগূহনং স্মরন্ পুনঃ বিহাতুং ন ইচ্ছেৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মুকুন্দসেবী জনঃ'—যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে 'মুকুন্দ' = মোক্ষদাতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, অর্থাৎ শরণাগত হইয়াছে। 'জাতু'—কখনও 'কথঞ্চন'—কোন অবস্থাতেই। পূর্ব্ব শ্লোকে বলিলেন যে ভক্তির অপক্ব দশায় সাধকের যদি পদস্খলন হইয়া, আবার সংসারে গতি হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতি হয় না। সেই ভাবই এই শ্লোকে বিশদ করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন; তাঁহার যে অবস্থাতেই পদস্খলন হইয়া, পুনরায় সংসারে গতি হউক না কেন, তিনি 'অন্যবৎ সংসৃতিম্ ন আব্রজেৎ'—'অন্যবৎ' = যাহারা মুকুন্দসেবী নয়, তাহারা যেরূপ

'সংস্থতিম্ আব্রজেৎ'—আ = সম্পূর্ণরূপে] অর্থাৎ দীর্ঘকালের জন্য ; সংস্থতিং = ভোগলোকত্রয়ে + 'ব্রজেৎ' = গমন করেন, যাঁহাদিগের নানাবিধ ভোগবাসনা থাকে তাহার ক্ষয়ের জন্য তাঁহারা নানা যোনিতে ভ্রমণ করেন। কিন্তু মুকুন্দসেবী জনগণের ঐরূপ ভ্রমণ করিতে হয় না। তাঁহারা মুকুন্দাঙ্ঘ্রি = মুকুন্দের পাদপদ্মকে 'উপগূহন' = আলিঙ্গন করার সময় যে সুখ হয়, সেই সুখকে 'স্মরন্' = স্মরণ করিয়া ; অর্থাৎ সংসারে পতিত দশায় তাঁহাদের মনে শ্রীহরির সেবা-সুখের স্মৃতি উদিত হওয়াতে 'বিহাতুং ন ইচ্ছেৎ'—মুকুন্দের পদসেবা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ সেই সুখের তুলনায় বিষয়ভোগসুখ হেয় বোধ হয়। অর্থাৎ তাঁহাদের মতি তখন ভোগসুখ ছাড়িয়া মুকুন্দের দিকে যায়, এবং শীঘ্রই সংসার-মুক্তি হয়।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। উপগূহনের সময় ভক্ত শ্রীহরির মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইয়া 'রসগ্রহঃ' হন।

ইদন্তু বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎ-স্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥ ২০

(২০) [অন্বয়] ইদং হি বিশ্বং [তথা] ইতরঃ ইব [প্রতীয়মানঃ জীবঃ অপি] ভগবান্, যতঃ জগৎ-স্থান-নিরোধ-সম্ভবাঃ [ভবন্তি], তৎ হি ভবান্ স্বয়ং বেদ, তথাপি ভবতঃ [পরিতোষার্থং] তে প্রাদেশমাত্রং প্রদর্শিতং।

শব্দার্থ ও অন্বিতি—'প্রাদেশমাত্রং'—দশাঙ্গুলমাত্র, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র অংশ।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে দেখাইতেছেন যে, এতকাল জ্ঞানকাণ্ডে সাধনা করিয়াও ব্যাস ব্রহ্মস্বরূপের অতি অল্প অংশমাত্রই

অনুভব করিয়াছেন ; অতএব এখন লীলাকীর্ত্তন দ্বারা নিজের চিত্তে ভক্তির স্ফুরণ করুন ; সেই সঙ্গে জ্ঞানেরও অধিকতর স্ফুরণ হইবে (১২ শ্লোক দেখ)। শ্লোকের ভাবার্থ এই, হে ব্যাস ! আপনি জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা দ্বারা জানেন যে, দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মময়, এবং যে জীবসত্তাকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই জীবও ভগবানের অংশ। এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আপনি ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মস্বরূপের (যাঁহাকে 'ভগবান' বলে) অতি অল্প অংশই অনুভব করিয়াছেন।

ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় ত-
ন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্। ২১

(২১) [**অন্বয়**] হে অমোঘদৃক্ ত্বং আত্মনা আত্মানং পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাং অবেহি, [তথা] জগতঃ শিবায় প্রজাতং অজং অবেহি, তৎ মহানুভাবাভ্যুদয়ঃ অধিগণ্যতাং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অমোঘদৃক্'—যাঁহার দৃক্ = অনুভব-শক্তি মায়া দ্বারা মুগ্ধ হয় না ; 'পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ—জ্ঞানি-গণ যাঁহাকে পরমপুরুষ অর্থাৎ পরমব্রহ্ম ও যোগিগণ পরমাত্মা বলেন। 'কলা'—অংশের অংশ ; 'প্রজাতং'—প্রকর্ষেণ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যময়-সত্তা প্রকটিত করিয়া জাত। 'মহানুভাব'—মহৎ হইয়াছে 'অনুভাব' অর্থাৎ গূঢ়তত্ত্ব যাঁহার ; যিনি অনন্তশক্তি, কিন্তু যাঁহার গূঢ়তত্ত্ব যোগমায়া-সমাবৃত হওয়াতে লোকে বুঝিতে পারে না। 'অভ্যুদয়' অবতারসকল ; 'অধিগণ্যতাং'—'অধি' = আধিক্যেন, প্রাধান্যেন + 'গণ্যতাং', উৎকর্ষ খ্যাপন করুন।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস আপনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ; অতএব অবিদ্যা আপনার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে না। যিনি পরম-

পুরুষ ও পরমাত্মা তাঁহারই 'কলায়' অর্থাৎ বিভূতিতে আপনার জন্ম, ইহা আপনি জানেন; সুতরাং আপনার নিজের প্রতিভা কত বেশী তাহাও অবগত আছেন; এবং ভগবান্ স্বয়ং জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত হইলেও তিনি জগতের মঙ্গলার্থ নিজের ঐশ্বর্য্যময় সত্তা লইয়া নানা সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন; এখন সেই অনন্ত-শক্তি ভগবানের অবতারসকলের শ্রেষ্ঠতা ও গূঢ়তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ ২২

(২২) [অন্বয়] ইদং যৎ উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবর্ণনং [তৎ] হি পুংসঃ তপসঃ শ্রুতস্য স্বিষ্টস্য সূক্তস্য বুদ্ধিদত্তয়োঃ অবিচ্যুতঃ অর্থঃ, কবিভিঃ নিরূপিতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'শ্রুত' = বেদাধ্যয়ন; 'স্বিষ্ট'—সদাচার; 'সূক্ত'—সদ্বাক্য, 'অবিচ্যুতঃ অর্থঃ'—যে 'অর্থের' = ফলের 'বিচ্যুতি' = স্খলন হয় না; 'উত্তমঃশ্লোক—যাঁহার 'শ্লোক' কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে, তমঃ = মোহান্ধকার-নাশ হয় (উদ্গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ)। 'গুণানুবর্ণন'—শ্রীহরির গুণের অর্থাৎ মাহাত্ম্যের 'অনু' = পুনঃ পুনঃ এবং গভীর সারতত্ত্ব খ্যাপন করিয়া, কীর্ত্তন।

ব্যাখ্যা—লোকে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সদাচার, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, বুদ্ধি এবং দান দ্বারা যে অব্যভিচারী সিদ্ধি লাভ করে, সেই সিদ্ধি কেবল শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন করিলেই লব্ধ হয়। অর্থাৎ তপস্যাদি দ্বারা যদি শ্রীহরির প্রতি ভক্তি জাত হয়, তাহা হইলেই 'অবিচ্যুতঃ অর্থঃ' সিদ্ধি লব্ধ হইল, বলে। ঐ সকল কার্য্য দ্বারা যদি স্বর্গাদি বা বৈষয়িক সিদ্ধি লব্ধ হয়, তাহা অবিচ্যুত অর্থাৎ স্থায়ী নহে; কেবল ভক্তিই

স্থায়ী সিদ্ধি। সেই ভক্তি (ঐ সকল কার্য্য না করিয়াও) কেবল শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন দ্বারা লব্ধ হয়।

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥ ২৩

(২৩) [**অন্বয়**] হে মুনে অহং পুরা অতীতভবে বেদবাদিনাং কস্যাঃ চ দাস্যাঃ অভবম্; বালক এব প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাং যোগিনাং শুশ্রূষণে নিরূপিতঃ [আসম্]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পুরা'—পূর্ব্বকল্পে; 'অতীতভবে'—পূর্ব্বজন্মে; 'নির্বিবিক্ষতাং'—'নি' নিশ্চিন্তভাবে 'বিশ্' = প্রবেশ করা, ইচ্ছার্থে সন্; গৃহে প্রবেশ করিয়া, বাস করিতে ইচ্ছুক ছিলেন যাঁহারা।

ব্যাখ্যা—নারদ আত্মজীবন বর্ণন আরম্ভ করিয়া বলিলেন যে, হে ব্যাস! পূর্ব্বকল্পে আমার নরযোনিতে জন্ম হয়। তখন বেদাধ্যয়ন ও বেদগানে রত কোন ব্রাহ্মণের গৃহে এক দাসীর গর্ভে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে কতকগুলি যোগী বর্ষাকালে অরণ্য ছাড়িয়া, লোকালয়ে নিরাপদে বাস করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। আমি সেই বেদবাদিগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্ত্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি॥ ২৪

(২৪) [**অন্বয়**] যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ [তথাপি] তে

মুনয়ঃ অপেতাখিলচাপলে দান্তে অধৃতক্রীড়নকে অল্পভাষিণি অনুবর্ত্তিনি শুশ্রূষমাণে অর্ভকে [ময়ি] কৃপাং, চক্রুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তুল্যদর্শনাঃ'—কৃপা দ্বিবিধ—গুণময়ী ও নির্গুণা। যাঁহারা লোকের দোষগুণ বিচার করিয়া কৃপা করেন, তাঁহারা তুল্যদর্শনাঃ, অর্থাৎ সমদৃষ্টি নন। যখন ভগবদ্ভক্তি দ্বারা হৃদয় দ্রব হয়, তখন গুণকৃত কঠোরতা নষ্ট হইয়া, নির্গুণা-কৃপাপ্রবৃত্তি জাত হয়। এই প্রবৃত্তি যাঁহার হইয়াছে, তিনি তখন পাষণ্ডকেও কৃপা করেন (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—ঐ মুনিগণ যে, লোকের দোষগুণ বিচার করিয়া কৃপা করিতেন, তাহা নহে। ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবে নির্গুণা কৃপা তাঁহাদিগের মনে জাত হওয়াতে, তাঁহারা সকলকেই কৃপা করিতেন। [কিন্তু যোগ্যতাভেদে কৃপা-প্রকাশের তারতম্য হইত]। আমি বালক হইয়াও একেবারে চপলতাশূন্য ছিলাম; এবং আমার মন, বুদ্ধি ও দেহাদি সংযত ছিল; ক্রীড়াদিতে আমি এত অনাসক্ত ছিলাম যে, ক্রীড়ার পুতুল প্রভৃতি স্পর্শ করিতাম না, বালসুলভ বাচালতা আমার ছিল না, সেইজন্য অল্প কথা কহিতাম, এবং নিয়ত যোগিগণের পিছু পিছু থাকিয়া সেবা করিতাম। এই সকল দেখিয়া ঐ যোগিগণ আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যোগ্যপাত্র বোধে আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। [এই জন্যই উচ্ছিষ্ট-ভোজনে এবং তাঁহাদের নিকটে বসিয়া কৃষ্ণ-কথাশ্রবণে অনুমতি দিয়াছিলেন]।

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫

তত্রাহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ২৬
তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ২৭
ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সঙ্কীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ২৮

(২৫—২৮) [অন্বয়] দ্বিজৈঃ অনুমোদিতঃ [সন্] [অহং] উচ্ছিষ্টলেপান্ সকৃৎ ভুঞ্জে স্ম ; অহং তদপাস্তকিল্বিষঃ [জাতঃ] এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস্ঃ তদ্ধর্ম্মে এব আত্মরুচিঃ প্রজায়তে।

হে অঙ্গ [অহং] তত্র প্রগায়তাং অনুগ্রহেণ অস্বহং মনোহরাঃ কৃষ্ণকথাঃ অশৃণবং ; শ্রদ্ধয়া মে [প্রিয়শ্রবণঃ] তাঃ [কথাঃ] অনুপদং বিশৃণ্বতঃ মম প্রিয়শ্রবসি রতিঃ অভবৎ।

হে মহামতে, তদা তস্মিন্ লব্ধরুচেঃ মম প্রিয়শ্রবসি অস্খলিতা মতিঃ [অভবৎ], যয়া মত্যা অহং এতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পরে ব্রহ্মণি ময়ি কল্পিতং [ইতি] পশ্যে।

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকৌ ঋতূ [ব্যাপ্য] মহাত্মভিঃ মুনিভিঃ সংকীর্ত্ত্যমানঃ হরেঃ অমলং যশঃ অনুসবং বিশৃণ্বতঃ মে আত্মনঃ রজস্তমোপহা ভক্তিঃ প্রবৃত্তা।

নারদের জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর—লীলাকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে কিরূপে নারদের চিত্তে ক্রমশঃ ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্ফুরণ হইল, তাহারই চিত্র এই শ্লোকচারিটিতে অঙ্কন করিয়াছেন। প্রথমে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করিয়া, পরে ব্যাখ্যা এবং রসবিবৃতি করা হইবে।

পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বসূচনা—যোগিগণের আচরণে এবং (সম্ভবতঃ) তাঁহাদের গীতের সুমধুর স্বর দ্বারাও আকৃষ্ট হওয়াতে 'ভজন' গান, শ্রবণের ও বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা নারদের মনে জাত হইল ; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আশঙ্কাও জন্মিল। আমি দাসীর পুত্র, এবং আমার দেহ দোষযুক্ত, অতএব আমি এই পবিত্র গাথা শুনিতে অধিকারী নহি ; এবং শ্রবণের পূর্ব্বে আমার দেহ ও মন বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক ; এই ধারণাও সেই সময়ে নারদের মনে উদয় হইল। এই আশঙ্কার উদয়, এবং সেই সঙ্গে দেহ এবং মনকে বিশুদ্ধ করার প্রবৃত্তির উৎপাদনও শ্রীহরিরই লীলা।

শ্রদ্ধা, আত্মনির্ভর এবং উৎসাহের সঞ্চার—গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার কথার প্রতি বা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা বেশী উপকার হয় না। নিজের অশুচিত্ব অনুভব করার পরে উচ্ছিষ্টভোজন দ্বারা আমার সকল অন্তরায় দূর হইয়াছে, নারদের মনে যখন এই বিশ্বাস জন্মিল, তখন তাঁহার মনে আত্মনির্ভর এবং উৎসাহ সঞ্জাত হওয়াতে এই দুই বস্তুই সাধনমার্গে পরমসহায় হইয়া দাঁড়াইল। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময় তথায় শুকদেবের আগমনের পরে, শুকদেবের পাদোদক স্পর্শ দ্বারা মহারাজের চিত্তেও এইরূপ উৎসাহ এবং আত্মনির্ভর জন্মিয়াছিল। এই ভাবে আদিতে ভিত্তি-স্থাপন হওয়ার পরে নারদের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল।

কথারুচির উদয়—কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে সেই কথার মাধুর্য্য দ্বারা নারদের চিত্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায়

আকৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং নারদ দেখিলেন যে, বিষয়সুখ আর ভাল লাগে না ; এবং কৃষ্ণকথাই তাঁহার 'মনোহরাঃ' হইয়াছে। অর্থাৎ চোর যেমন অলক্ষিতভাবে কোন বস্তু অপহরণ করে, কৃষ্ণকথাও সেইরূপ অলক্ষিতভাবে নারদের মনকে 'হরণ' করিয়া লইয়াছে। কখন এবং কিরূপে কৃষ্ণকথার উপর এই আসক্তি জন্মিল, তাহা নারদ অনুভব করিতে না পারিলেও, আসক্তি সঞ্জাত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন। চিত্তের এই ভাবের নাম 'কথারুচি'।

রুচির সহিত শ্রদ্ধার সঞ্চার—এইরূপে যখন কৃষ্ণকথার প্রতি 'রুচি' সঞ্জাত হইতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নারদের মনের মধ্যে অলক্ষিতভাবে কথার প্রতি শ্রদ্ধার উদয়ও হইতেছিল ; অর্থাৎ কথায় বর্ণিত বিষয়সকল সত্য, এই বিশ্বাসও নারদের মনে জাত হইল। 'শ্রদ্ধা' না থাকিলে, রুচি হইতেই পারে না।

শ্রবণে প্রবল আগ্রহ—কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে নারদের মনে পূর্ব্বকথিত শ্রদ্ধা ও কথারুচি যখন ক্রমশঃ অতিশয় প্রবল হইল, তখন তিনি 'অনুপদ' অর্থাৎ কীর্ত্তনের প্রতিবাক্য আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

রতির সঞ্চার—যে রুচি শ্রীহরির লীলাবর্ণনের বাক্যের উপর ছিল, অবশেষে উহা স্বয়ং শ্রীহরির উপর স্থাপিত হইল। এই ভাবের নামই 'রতি'। এই প্রকার অবস্থায় নারদ এবং ভগবানের মধ্যে 'আত্মীয়ভাব' স্থাপিত হইল।

নৈষ্ঠিকী রতি এবং অস্খলিতা মতি—শ্রীহরির প্রতি রতি জাত হওয়ার পরে, ঐ রতি এতই প্রবল হইয়াছিল যে, নারদের মন শ্রীহরিকে ছাড়িয়া আর অপর কোন বস্তুকেই কামনা করিত না। সাংসারিক কার্য্যের সময়েও তাঁহার মন শ্রীহরিতেই আবদ্ধ থাকিত। এই ভাবের নাম 'অস্খলিতা মতিঃ'

নিশ্চলা মতি—এই ভাব ভক্তিরই রূপভেদমাত্র এবং ইহাই প্রগাঢ় হইয়া, নিশ্চলা ভক্তির রূপ ধারণ করে (২৮ শ্লোক)।

বৈরাগ্য—অস্খলিতা মতি জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ;—নারদের মন প্রথমে যখন শ্রীহরির কথার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তখন হইতেই বৈরাগ্যের সঞ্চার আরম্ভ হয়। কারণ, তখন বিষয়ভোগ অপেক্ষা ঐ কথাসকলই তাঁহার ভাল লাগিত।

রতির সহিত জ্ঞানের স্ফূরণ—'অস্খলিতা মতির' সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রবলভাবে জ্ঞানের স্ফূরণ হওয়াতে, নারদ অনুভব করিলেন যে, তাঁহার আত্মস্বরূপ (অর্থাৎ, 'জীব' সত্তা) দেহ হইতে ভিন্ন, এবং এই 'জীব' ব্রহ্মেরই অংশ ; অতএব এতকাল ভগবানের 'মায়া' দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি স্থূল-দেহকে 'অহং' ভাবিতেন। অর্থাৎ মায়াই এতকাল দেহাত্মভাব উৎপাদন করিয়াছিল। এই প্রকারে অস্খলিতা মতির সঙ্গে জ্ঞানের স্ফূরণ হওয়াতে, ঐ জ্ঞানের প্রভাবে নারদ 'আত্মস্বরূপ' এবং 'মায়ার স্বরূপ' অনুভব করিলেন। কথারুচি এবং রতি সঞ্জাত হওয়ার সময় মনের মধ্যে অলক্ষ্যভাবে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে।

অবিদ্যা-নাশ ও ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পূর্ণ স্ফূরণ—এই অস্খলিতা মতি অধিকতর স্ফুরিত হইয়া, যখন প্রগাঢ় ভক্তির রূপ ধারণ করে, তখন সেই সঙ্গে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উভয়েই বর্দ্ধিত হয় ; এই জ্ঞানই অবিদ্যার রজঃ ও তমোগুণদ্বয়কে দূর করে। কারণ, দেহাত্মভাব অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; এবং এই দেহাত্মভাবই রজঃ এবং তমোগুণদ্বয়ের আধার। অতএব অবিদ্যার অপগমের সঙ্গে সঙ্গে রজঃ ও তমোগুণদ্বয় আপনিই উপশমিত হয়। সেই জন্য জ্ঞানের সঙ্গে নারদের বৈরাগ্যও অধিকতর মাত্রায় স্ফুরিত হইল।

ব্যাখ্যা ও রসবিবৃতির সার অংশ উপরে দেওয়া হইল, অতএব ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত করা হইবে।

শব্দার্থ ও রসবিস্তৃতি—'উচ্ছিষ্টলেপান্'—ভোজনপাত্রে খাদ্যের যে উচ্ছিষ্ট অংশ লাগিয়াছিল, তাহাকে ; **'সকৃৎ'**—একবার-মাত্র ; **'স্ম'**—অতীতকালজ্ঞাপক। 'কিল্বিষ'—কিল্বিষ পদে ভক্তির প্রতিবন্ধক **'অনর্থ'** বুঝায় (বিশ্বনাথ)। আমি পাপী, এই ধারণা এবং চিত্তের চঞ্চলতা ও সন্দেহ প্রভৃতি সবই 'কিল্বিষ' পদের অন্তর্গত। 'এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসঃ'—আমি 'অপাস্তকিল্বিষঃ' হইয়াছি, অর্থাৎ আমার চিত্ত হইতে ভক্তির সকল প্রতিবন্ধকই দূর হইয়াছে, এই ধারণা লাভ করিয়া, কেহ যখন **'প্রবৃত্তঃ'** = আগ্রহের সহিত কৃষ্ণকথাশ্রবণে নিরত হন ; তখন **'তদ্ধর্ম্মে**—তেষাং ধর্ম্মে' অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ; 'আত্মরুচিঃ প্রজায়তে'—শ্রবণকারীর নিজের রুচি **'প্র'** = প্রবলভাবে জাত হয় ; অর্থাৎ কৃষ্ণকথা শুনিতে অতিশয় ভাল লাগে।

'প্রগায়তাং' যাঁহারা প্র = হৃদয়গ্রাহিভাবে গান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের। 'অন্বহং'—দিনের পর দিন, অর্থাৎ প্রতিদিন। 'মনোহরাঃ'—এই পদটি 'কৃষ্ণকথাঃ' পদের বিশেষণ। ইহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বে যে রুচি জাত হইয়াছিল, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া, নারদের মনকে এত মুগ্ধ করিল যে, ঐ কৃষ্ণকথা যেন তাঁহার মনকে 'হরণ' = চুরি করিয়া লইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। 'শ্রদ্ধয়া' —এই পদ প্রকাশ করে যে, সেই সময়ে নারদের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল, অর্থাৎ কৃষ্ণকথা-বর্ণিত বিষয়সকল সত্য, এই বিশ্বাস হইয়াছিল। অনেক লোক আছেন, ভগবানের কথা পাঠ বা শ্রবণ আরম্ভ করার সময় তাঁহাদের মনে বিশেষরূপ 'শ্রদ্ধা' থাকে না ; কিন্তু শুনিতে শুনিতে ঐ সকল কথায় রুচি জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাও জন্মায়। অতএব 'আমার শ্রদ্ধা নাই' আমি ভক্তি-বিশ্বাস-হীন, শুনিয়া কি করিব, ইহা ভাবিয়া শ্রবণে নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। নিতান্ত মন্দভাগ্য না হইলে, শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রদ্ধার সঞ্চার স্বয়ং ভগবানই করেন। তবে শ্রবণ করা

চাই, এবং সেই সময়ে আমার শ্রদ্ধা হউক, এই বাসনাও থাকা চাই।

'প্রিয়শ্রবসি রতিঃ অভবৎ'—আগে যাঁহার 'শ্রব' = যশ-(মাহাত্ম্য) প্রকাশক কথা, আমার প্রিয় ছিল, এখন স্বয়ং তাঁহার প্রতি আমার 'রতি' অর্থাৎ প্রেম হইল; অর্থাৎ যে প্রেম বাক্যের উপর ছিল, তাহা সেই বাক্যের আধারভূত শ্রীকৃষ্ণের উপর স্থাপিত হইয়া ব্যক্তিগত মূর্ত্তিতে স্ফুটিত হইল। তখন ঐ প্রেমে 'শ্রীকৃষ্ণ আমার, এবং আমি শ্রীকৃষ্ণের' এই আত্মীয় ভাব সঞ্জাত হইল। 'লব্ধরুচেঃ মম তস্মিন্ প্রিয়শ্রবসি'—যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মনে প্রেম জাত হইয়াছিল, এবং যাঁহার কীর্ত্তিকথা আমার প্রিয় ছিল, তাঁহার প্রতি আমার 'অস্খলিতা মতি' হইল—অর্থাৎ আমার মন কখনও শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইত না।

'যয়া মত্যা'—যে অস্খলিতা মতির প্রভাবে। অর্থাৎ মতি নিয়ত শ্রীকৃষ্ণে আবদ্ধ থাকায়, তদ্বারা জ্ঞানের স্ফূরণ হওয়াতে; সেই জ্ঞান দ্বারা নারদ অনুভব করিলেন যে, 'স্বমায়য়া'—'স্বস্য' = শ্রীকৃষ্ণের 'মায়য়া' = মায়াশক্তি দ্বারা মুগ্ধ হওয়াতে এতকাল তিনি 'সদসৎ'—'সৎ' = ব্যষ্টিরূপ স্থূলবস্তুকে (নিজ শরীরকে) + 'অসৎ' = সূক্ষ্ম বস্তুসকলকে, অর্থাৎ শরীরের কার্য্যকরী শক্তিসকলকে। 'ময়ি কল্পিতং'—'ময়ি' = আত্মস্বরূপের উপর। অর্থাৎ যে 'জীব' ই আমার (অহং' বা 'ত্বং' পদার্থের) প্রকৃত স্বরূপ সেই 'জীব'-স্বরূপের উপর + কল্পিতং = আরোপিতং। 'এতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পরে ব্রহ্মণি ময়ি কল্পিতং [ইতি] পশ্যে'—শ্রীকৃষ্ণের মায়ার মোহবশতঃ এতকাল আমি দেহকে অহং ভাবিতাম, এবং দেহের কার্য্যকে নিজের কার্য্য ভাবিতাম; (অর্থাৎ 'দেহাত্মবুদ্ধি' এবং 'অহংকর্ত্তা'-ভাব জন্মিয়াছিল) ; [ইতি] পশ্যে—অস্খলিতা মতি দ্বারা জ্ঞান হওয়াতে এই ভ্রম অনুভব করিলাম ; 'পরে ব্রহ্মণি ময়ি' —'পরে' = প্রপঞ্চাতীতে + ব্রহ্মণি = যাহা ব্রহ্মের রূপমাত্র (এই উভয় পদ 'ময়ি' পদের

বিশেষণ)। অর্থাৎ অস্খলিতা মতি দ্বারা আমি অনুভব করিতাম যে, আমার আত্মস্বরূপ মায়াপ্রপঞ্চের অতীত ; (সুতরাং 'অহং' মায়াসৃষ্ট স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্) ; এবং 'ব্রহ্মণি'—উহা ব্রহ্মেরই রূপ (শ্রীধর)। এই আত্মস্বরূপ জ্ঞানকে 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান বলে। 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান এবং মায়া-স্বরূপের জ্ঞান একই সময়ে হয়। মায়ার স্বরূপের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয়।

'অনুসবং'—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই ত্রিকালে। 'প্রবৃত্তা' —'প্র' = প্রবলভাবে + 'বৃৎ' = জাত হইল। 'আত্মরজস্তমোপহা' —'আত্মনঃ' = চিত্তের রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে দূর করিতে সমর্থ হয় যাহা ; এই পদ ভক্তিপদের বিশেষণ। ইহার ভাব এই যে, ভক্তি হইতে জ্ঞানের স্ফূরণ ও তৎসঙ্গে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া চিত্তের রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে দূর করে। অতএব সার কথা এই যে, একই সঙ্গে নারদের মনে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য জাত হইল।

ব্যাখ্যা—সেই মুনিগণের অনুমতি লইয়া, আমি একবারমাত্র তাঁহাদের ভোজনপাত্রে সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট সেবা করিয়াছিলাম। ঐ কার্য্য দ্বারা আমার চিত্ত হইতে ভক্তির প্রতিবন্ধক 'কিল্বিষ' সকল দূর হইয়া যাওয়াতে, এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়াতে, মুনিগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনের প্রতি আমার মনে প্রবল রুচি হইল। অর্থাৎ তাঁহাদের গান শুনিতে এবং নাম কীর্ত্তন করিতে আমার বড় ভাল লাগিত।

হে বৎস ব্যাস! মুনিগণ যখন 'প্রাণ খুলে' কৃষ্ণকথা গান করিতেন, তখন তাঁহাদিগের অনুগ্রহে আমি তাঁহাদিগের নিকট থাকিতে পাইয়া, ঐ কথা শুনিতাম। দিন দিন ঐ কথা শুনিতে শুনিতে আমি ক্রমশঃ উহাতে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বোধ হইত যে ঐ কথা যেন আমার মনকে 'হরণ' করিয়া লইয়াছে,

অর্থাৎ মন আর 'আমার' ছিল না, আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। তখন আমার মনে ঐ কথাসকলের উপর দৃঢ়তর 'শ্রদ্ধা' জাত হইয়াছিল ; অর্থাৎ ঐ সকল বাক্যে বর্ণিত বিষয় সত্য, এই ধারণা প্রবল হইয়াছিল। শ্রবণ করিতে করিতে ঐ কথা আমার নিকট এত মধুর বোধ হইতে লাগিল যে, কীর্ত্তনের প্রতি পদ আমি আগ্রহ করিয়া শুনিতাম। এই প্রকারে শুনিতে শুনিতে আমার চিত্তের আরও একটি নূতন ভাব হইল ;—যে শ্রীহরি এতকাল 'প্রিয়শ্রব' ছিলেন, অর্থাৎ যাঁহার কথা শুনিতে আগে আমার বড় ভাল লাগিত, এখন তিনি স্বয়ং আমার 'প্রিয়' হইলেন। অর্থাৎ যে 'রুচি' এতকাল শ্রীহরির লীলাদির উপর ছিল, সেই রুচি এখন 'রতির' (অর্থাৎ প্রেমের) আকার ধারণ করিয়া স্বয়ং শ্রীহরির উপর স্থাপিত হইল।

শ্রীহরির প্রতি রতি হওয়ার পরে ক্রমশঃ আমার মন তাঁহাতে এত আসক্ত হইয়া পড়িল যে, মন আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন বস্তুর দিকে যাইত না, এবং অপর কার্য্য করার সময়ও আমার মন শ্রীহরিতেই নিবদ্ধ থাকিত। এই অবস্থাকে বলে মতির 'অস্খলিত' ভাব। এই ভাব জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমার চিত্তে জ্ঞানের স্ফূরণ হইল ; ঐ জ্ঞানের প্রভাবে আমি 'আত্মস্বরূপ' অনুভব করিলাম। তখন অনুভব করিলাম যে, 'আমি' অর্থাৎ 'জীব' পরমব্রহ্মের হ্লাদিনীশক্তির অংশ ; সুতরাং ব্রহ্ম (অর্থাৎ বাসুদেব) এবং আমি উভয়েই দেহ হইতে ভিন্ন। মায়ার স্বরূপকেও সেই সময়ে উপলব্ধি করাতে, আমি বুঝিতে পরিলাম যে এতকাল কেবল ভগবানের মায়ার মোহবশতঃ আমি স্থূলদেহকে 'অহং' জ্ঞান করিতাম ; এবং ব্রহ্মের যে শক্তি দেহকে পরিচালিত করে সেই শক্তিকে 'আমার' (স্থূলদেহরূপী 'অহং'এর) শক্তি ভাবিতাম। অর্থাৎ জ্ঞানের স্ফূরণ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতির পরে 'আত্মস্বরূপ', 'মায়ার স্বরূপ' এবং 'মায়ামুগ্ধজীবের 'স্বরূপ' এই

ত্রিবিধ বস্তুর অনুভূতি লব্ধ হইল। [অস্খলিতা মতি যখন হইয়াছিল, তখন স্বতঃই বৈরাগ্যের স্ফূরণ ও হইয়াছিল ; ক্রমশঃ ভক্তি এবং জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়া, 'আত্ম-স্বরূপ' ও 'মায়ার স্বরূপ' এবং 'মায়ামুগ্ধ জীবস্বরূপ' অনুভূত হইল]।

এইরূপে শরৎ ও বর্ষাকালে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় মুনিগণ-কর্ত্তৃক হৃদয়গ্রাহিভাবে কীর্ত্ত্যমান শ্রীহরির যশের (মাহাত্ম্যের) কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে ক্রমশঃ ভক্তি প্রবল হইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানও প্রবল হওয়াতে ঐ জ্ঞান দ্বারাই চিত্ত হইতে অবিদ্যার রজঃ ও তমঃ উপশমিত হইতে লাগিল। ভক্তি এবং জ্ঞানের পরিপাকের জন্য ঋষিগণ নারদকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, এবং নারদ যখন ভগবানের দর্শন-লাভ করেন, তখন ভগবানও তাঁহাকে সাধনা করিতে উপদেশ দেন। কেবল পাঁচ মাসেই নারদের সিদ্ধিলাভ হয় নাই। ঋষিগণের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণে আগ্রহের সঞ্চার হওয়াতে, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে নারদের চিত্তে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার দ্বারা ভাবী সিদ্ধিলাভের পাকা 'গোড়াপত্তন' হইল।

তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ ॥২৯
জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥৩০
যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥৩১

(২৯-৩১) [অন্বয়] দীনবৎসলাঃ (তে ঋষয়ঃ) গমিষ্যন্তঃ তস্য এবং অনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ শ্রদ্দধানস্য দান্তস্য বালস্য চ অনুচরস্য মে [প্রতি], যৎ গুহ্যতমং জ্ঞানং সাক্ষাৎ ভগবতো-

দিতং, তৎ [জ্ঞানং] কৃপয়া অব্রবোচন্ ; যেন এব জ্ঞানেন অহং ভগবতঃ বাসুদেবস্য বেধসঃ মায়ানুভাবং অবিদং, যেন তৎ পদং গচ্ছন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'এবং' = পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে ; 'প্রশ্রিত'—বিনয়ী ; 'হতৈনসঃ'—'হত' নষ্ট হইয়াছে 'এনঃ' পাপ যাহার (এনঃ পদ 'ই' = গমন করা ধাতু হইতে হইয়াছে ; অর্থ, 'পাপ', যাহা দ্বারা অধোগতি হয়)। পাপী ব্যক্তির মতি বহির্ম্মুখী থাকাতে গূঢ়তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, সেইজন্য সাধনার পূর্ব্বে পাপক্ষয় হওয়া আবশ্যক। 'শ্রদ্দধানঃ'—যাঁহার শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস আছে। 'বাল'—বালকের ন্যায় সরলপ্রকৃতি। 'অনুচর'—গুরুর আশ্রিত, ইহাতে আগ্রহ ও গর্ব্বশূন্যতা প্রকাশ করে। 'তস্য মে'—যে আমার মনে শুদ্ধ 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদার্থজ্ঞান অর্থাৎ 'গুহ্য' এবং গুহ্যতর জ্ঞান (২৭ শ্লোক দেখ) ; এবং দৃঢ়া ভক্তি জাত হইয়াছিল, সেই আমার নিকট (শ্রীধর)। 'গুহ্যতম জ্ঞান' লাভে অধিকারী হওয়ার পূর্ব্বে ভক্তি এবং 'গুহ্য' ও 'গুহ্যতর' জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। 'গুহ্যতম জ্ঞানং'—শ্রীধর বলেন, 'সাধনভূত ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞানং গুহ্যং'। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান (= ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞান) জাত হয়, তাহা 'গুহ্য' ; (বিশ্বনাথ বলেন, জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানং, এই জ্ঞানশাস্ত্র ভক্তিমিশ্রিত, কিন্তু জ্ঞানপ্রধান, ইহাকে 'গুহ্য' বলে)। শ্রীধর বলেন যে, 'তৎসাধ্যং বিবিক্তাত্ম-জ্ঞানং গুহ্যতরং, তৎ প্রাপ্য ঈশ্বরজ্ঞানং গুহ্যতমং', অর্থাৎ 'গুহ্য' জ্ঞান দ্বারা যখন সাধক আত্মস্বরূপকে দেহ হইতে 'বিবিক্ত' অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে অনুভব করেন, ঐ অনুভূতিকে 'গুহ্যতর' বলে। [এই গুহ্যতর জ্ঞান দ্বারাই আত্মস্বরূপ অর্থাৎ 'অহং'(= 'জীবঃ') দেহ হইতে ভিন্ন, এই জ্ঞান হয়] এবং 'তৎপ্রাপ্য ঈশ্বরজ্ঞানং গুহ্যতমং' ; গুহ্য ও গুহ্যতর জ্ঞান দ্বারা সাধক যখন ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করিয়া, ঈশ্বরকে লাভ করেন, অর্থাৎ জীবের সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ, তাহা অনুভব

করিয়া, নিজে ঈশ্বর হইতে অভিন্নভাবে থাকেন, তখন ঐ জ্ঞানকে 'গুহ্যতম' জ্ঞান বলে।

'সাক্ষাৎ ভগবতোদিতং'—সাক্ষাৎ ভগবতা দেবকীনন্দনেন উদিতং (বিশ্বনাথ)। এই জ্ঞানের উদয় স্বয়ং শ্রীহরিই করেন, যোগিগণ কেবল এই জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব এবং (৩৭-৩৮ শ্লোকে উক্ত মন্ত্রে) এই জ্ঞানের জন্য সাধনোপায় নারদকে বলিয়াছিলেন। শ্রীধর বলেন 'ভগবতোদিতং' = ভাগবত-শাস্ত্রং। অন্ববোচন্—'অনু' = গূঢ়তত্ত্ব + 'অবোচন্' = বলিয়াছিলেন। 'যেন এব'—যে গুহ্যতম জ্ঞান দ্বারা, অর্থাৎ নিজের সহিত ভগবানের যে অভেদ সম্বন্ধ আছে, তাহার অনুভূতির দ্বারা। 'মায়ানুভাবং'—(ব্যাখ্যা দেখ); 'অনু' = সূক্ষ্ম + 'ভাব' = স্বরূপ (ভূ = হওয়া); মায়ার প্রকৃত স্বরূপ কি, উহা কিরূপ অলক্ষিতভাবে চিত্তের এবং বস্তুসকলের উপর কার্য্য করে, ইত্যাদি বিষয়। 'অবিদং' = অনুভব করিয়াছিলাম।

কাহার মায়া? তাই বলিতেছেন 'ভগবতঃ বাসুদেবস্য বেধসঃ'—'ভগবতঃ' পদ দ্বারা নিরুপাধিক ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ বুঝায়; এবং 'বাসুদেব' পদ দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠাতৃত্ব, এবং 'বেধসঃ' পদ দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব বুঝায়। নারদ তখন অনুভব করিলেন যে, ব্রহ্ম ভগবদ্‌রূপে অনন্ত-ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। ব্রহ্মই বাসুদেবভাবে নারদের নিজের দেহে এবং সর্ব্ববস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন; এবং তিনি 'বেধাঃ' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃভাবে নিজের অচিন্ত্যরূপিণী মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন; ঐ মায়াশক্তির 'অনুভাব'—অর্থাৎ গূঢ় স্বরূপ এবং কার্য্য নারদ উপলব্ধি করিলেন।

'যেন তৎপদং গচ্ছন্তি'—এই সকল বিষয়ে অনুভূতি লাভ করিলে, সাধক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সাধক তখন সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দেখেন; এবং যে প্রেমের বন্ধনে তিনি নিজে ভগবানের সহিত অভেদভাবে আবদ্ধ আছেন, সেই প্রেমের স্বরূপকেও অনুভব করেন।

চিত্ত প্রেম দ্বারা প্লাবিত হইলে, জ্ঞান এবং ভক্তি তখন চিত্তের মধ্যে এমন অভিন্নভাবে সংমিশ্রিত হয় যে, নিখিল বিশ্ব কেবল বিশ্বপ্রেমেরই মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। সাধক তখন 'তৎ' বস্তুকে =ব্রহ্মকে, দেখিতে পান না ; 'ত্বং' বস্তুকেও (= নিজেকেও) দেখিতে পান না, দেখেন কেবল অনন্ত প্রেমপ্রবাহ ; এবং তখন সমগ্র জগৎও হয় সেই অনন্ত প্রমেরই মূর্ত্তি।

ব্রহ্মদর্শনের উচ্চতম স্তর—এই ভাবে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব-লাভ ব্রহ্মদর্শনের উচ্চতম স্তরেই সম্ভব হয়। এই ভাবে নিরুপাধিক ব্রহ্মের দর্শন এবং ঐশ্বর্য্যময় শ্রীহরির দর্শন একই বস্তু। শ্রীহরির মধুর মূর্ত্তি দর্শন করার পরে যখন নারদের চিত্তে জ্ঞান এবং ভক্তির অধিকতর স্ফুরণ হইল, তখন তিনি আর শ্রীহরিকে দেখিতে পাইলেন না, এবং নিজেকেও নয়। তখন নারদ দেখিলেন, কেবল বিশ্বব্যাপী আনন্দপ্রবাহ। নারদ এবং শ্রীহরি উভয়েই সেই আনন্দসংপ্লবে লীন হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। 'আনন্দসংপ্লবে লীনঃ নাপশ্যমুভয়ং মুনে।

ব্যাখ্যা—নারদের মনে ভক্তি এবং তৎসঙ্গে জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেছে দেখিয়া, ঋষিগণ স্থানান্তরে যাওয়ার সময় 'গুহ্যতম জ্ঞান' যে কি বস্তু, তাহা নারদকে বুঝাইয়া দিলেন। স্বয়ং ভগবানই সাধকের চিত্তে এই জ্ঞানের উদয় করেন (বিশ্বনাথ)। এই গুহ্যতম জ্ঞানকে স্বয়ং 'ভাগবত শাস্ত্র' বলে, (শ্রীধর)। অর্থাৎ এই জ্ঞানই প্রেমময় ও জ্ঞানময় ভগবানের মূর্ত্তি-তুল্য। পূর্ব্বে 'গুহ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ এবং 'গুহ্যতর' অর্থাৎ আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ না করিলে 'গুহ্যতম' জ্ঞান-লাভে অধিকারী হওয়া যায় না। এই জ্ঞানলাভ হইলে, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্নভাবে থাকেন। এই উপলক্ষে 'অনুরক্তস্য' প্রভৃতি সাতটি বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, এই অবস্থায় উন্নত হইবার জন্য 'অনুরাগ' অর্থাৎ গুরুভক্তি, 'প্রশ্রয়' = বিনয়, মনের পাপপ্রবৃত্তির উপশম, শ্রদ্ধা, সংযম, বালকের ন্যায় সরলতা, এবং গুরুর আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক। নারদের এই সকল গুণই ছিল ; এবং তিনি 'গুহ্য' এবং

'গুহ্যতর' জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য নারদকে গুহ্যতম জ্ঞানের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেওয়ার সময় ঋষিগণ মন্ত্র দান করিয়া ঐ জ্ঞানলাভের সাধনোপায়ও নারদকে বলিলেন। ৩৭ ও ৩৮ শ্লোক।

ব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে ভগবান্ বলে, তিনিই যে বাসুদেবরূপে সর্ব্ববস্তুতে অবস্থান করিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তৃভাবে আছেন, এবং তাঁহার মায়াশক্তির প্রকৃতস্বরূপ কি, এবং ঐ শক্তি অলক্ষিতভাবে কিরূপ কার্য্য করে, গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে এই সকল বিষয় অনুভব করা যায়, এবং নারদও অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের অনুভূতি লাভ করিলে, সাধক সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দেখেন, এবং তিনি নিজেও যে ভগবানের সহিত অভেদভাবে সম্বদ্ধ, তাহাও অনুভব করেন। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপদলাভ বলে।

'গুহ্যতম জ্ঞান'; স্বামিপাদ এবং বিশ্বনাথের মতের সমন্বয়—(ক) স্বামিপাদ যে 'গুহ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, উহাতে জ্ঞানই প্রধানভাবে থাকে, কিন্তু ভক্তিও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত থাকে; বিশ্বনাথের মতও তাহাই। (খ) 'গুহ্য'-জ্ঞান দ্বারা যখন আত্মস্বরূপের অনুভব হয়, তখন 'গুহ্যতর' জ্ঞানলাভ হইয়াছে বলে। এই জ্ঞানলাভ হইলে, জীব নিজে দেহ হইতে ভিন্ন, ইহাই যে কেবল অনুভব করেন তাহা নহে, জীবের নিজের সহিত ঈশ্বরের কি প্রেমময় সম্বন্ধ আছে, তাহাও অনুভব করেন। যখন এই অনুভূতি সঞ্জাত হয়, তখন সাধকের চিত্তে ভক্তিই প্রবল হয়; কিন্তু ভক্তির সহিত জ্ঞানও মিশ্রিতভাবে থাকে। কারণ, জ্ঞান ব্যতীত আত্মস্বরূপ অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে। এই জ্ঞান কখনও জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা দ্বারা জন্মায়, কখনও বা ভক্তিমার্গে সাধনা করিতে করিতে ঈশ্বরের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা চিত্তে উদিত হয়; বিশ্বনাথ বলেন যে, জ্ঞানমিশ্রং ভক্তিপ্রধানং জ্ঞানং গুহ্যতরং।

(গ) গুহ্য এবং গুহ্যতর জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও আত্ম-স্বরূপজ্ঞান) অতিশয়:প্রবল হওয়ার পরে সাধক যখন নিজের এবং বাসুদেবের মধ্যে কোন ভেদই দেখেন না, তখন 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'-ময় সত্তাদ্বয়ের সম্বন্ধ যেরূপ নিত্য ও অভেদ, সাধকের নিজের সহিত বাসুদেবের :সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্য এবং অভেদভাবে প্রতীয়মান হয়। অতএব এই ভাব লাভ করিলে, জীবের চিত্তে জ্ঞান এবং ভক্তি একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়; এবং ভগবান্ যেরূপ আনন্দৈকরসমূর্ত্তি, জীবও সেইরূপ আনন্দময় হন। এই জন্যই বিশ্বনাথ বলেন যে 'কেবলং ভক্তি-প্রধানং জ্ঞানং গুহ্যতমং'। অতএব শ্রীধর এবং বিশ্বনাথের অর্থ একই দাঁড়াইল।

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥৩২
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥৩৩
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥৩৪
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥৩৫
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥৩৬

(৩২-৩৬) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্ যৎ কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভগবতি ঈশ্বরে ভাবিতং [তদেব] তাপত্রয় চিকিৎসিতং এতৎ সংসূচিতং। হে সুব্রত ভূতানাং চ যঃ আময়ঃ যেন [দ্রব্যেণ] জায়তে তৎ এব হি দ্রব্যং আময়ং ন পুনাতি, চিকিৎসিতং পুনাতি। এবং নৃণাং [যে] সর্ব্বে ক্রিয়াযোগাঃ সংসৃতিহেতবঃ [ভবন্তি] তে এব পরে কল্পিতাঃ [সন্তঃ] আত্মবিনাশায় কল্পন্তে। অত্র যৎ

ভগবৎপরিতোষণং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তদধীনং যৎ জ্ঞানং তৎ ভক্তি-যোগসমন্বিতং ভবতি। যত্র ভগবৎ-শিক্ষয়া অসকৃৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা [ভবন্তি] [তদা] কৃষ্ণস্য গুণনামানি গৃণন্তি অনুস্মরন্তি চ।

বৈরাগ্যযোগের সহিত ভক্তিযোগের সম্বন্ধ—এই শ্লোকপাঁচটিতে দেখাইতেছেন যে, কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ না করিলে, ত্রিতাপের যাতনার নিবৃত্তি হয় না। সকামকর্ম্মে যাতনা পাওয়ার সময় অপর সকামকর্ম্ম (অর্থাৎ, সকাম যাগযজ্ঞাদি) দ্বারা যদি বরলাভ হয়, তাহা হইলে যাতনার সম্যগ্‌ভাবে নাশ হয় না। কিছুদিন পরে আবার নূতন আকারে যাতনা হয়। যাহারা ভাগ্যবান্ তাহাদের মতিকে ভগবন্মুখী করার জন্য ভগবান্ বরদান করেন না, বরঞ্চ যাতনার বৃদ্ধিই করেন। কিন্তু যে কর্ম্ম হইতে আসক্তি জাত হইয়া ত্রিতাপের যাতনা উৎপন্ন হয়, ঐ কর্ম্মকে যদি পরমব্রহ্মে নিবেদন করা যায়, তাহা হইলে আসক্তির ক্ষয় হয়; এবং সেই সঙ্গে ত্রিতাপের যাতনারও নিবৃত্তি হয়। ভগবানের পরিতোষণার্থ কর্ম্ম-নিবেদন করার শক্তি জ্ঞান ব্যতীত হয় না। কারণ লোকে যদি অনুভব করে যে, তাহার সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মের শক্তি দ্বারাই হইতেছে, এবং যে ভোগ্য বস্তু সে কামনা করে, তাহা ব্রহ্মময় এবং তিনিই কর্ম্মফলদাতা, তাহা হইলেই 'কর্ম্ম নিবেদন' (অর্থাৎ কর্ম্ম অর্পণ) করিতে পারে, নতুবা পারে না। এই অনুভূতি জ্ঞানেরই রূপমাত্র, এবং ঐ জ্ঞানের সকল অংশেই ভক্তি মিশ্রিত থাকে। কারণ ভগবানের প্রতি যতক্ষণ ভক্তি না হয়, ততক্ষণ ঐ জ্ঞান কেবল মৌখিক-ব্যাপারের আকারে থাকে; উহা চিত্তের মধ্যে অনুভূতির আকার ধারণ করে না। (১২ শ্লোকের টীকা দেখ)।

অতএব জ্ঞান এবং ভক্তি ভিন্ন কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারা যায় না। এই জ্ঞান ও ভক্তি জাত হওয়ার পরে ভগবানের প্রেরণায় যখন কোন সাধক কর্ম্ম করেন, তখন প্রেমের আবেগে শ্রীকৃষ্ণের গুণ এবং নাম আলাপন ও স্মরণ করেন। অতএব দেখা যায় যে, ভক্তি ব্যতীত

বৈরাগ্যযোগেও উৎকর্ষলাভ হয় না। পূর্ব্বে ১২ শ্লোক এবং অপর অনেক শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানেও উৎকর্ষলাভ হয় না। অতএব দাঁড়াইল এই যে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান কিম্বা বৈরাগ্য-যোগ এই উভয় বস্তুর কোনটিতেই উৎকর্ষলাভ হয় না। এই তিন বস্তু ভিন্ন নয়, ইহারা একই বস্তুর তিন রূপ (Phases); অর্থাৎ চিত্তের ব্রহ্মপদবীতে উন্নীত অবস্থার তিন রূপমাত্র।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ব্রহ্মণি ভগবতি ঈশ্বরে'—যাঁহাকে জ্ঞানকাণ্ডের সাধকগণ 'ব্রহ্ম', ভক্তিমার্গের সাধকগণ 'ভগবান', এবং যোগমার্গের সাধকগণ 'পরমাত্মা' বা ঈশ্বর বলেন। 'ভাবিত'—অর্পিত (ভূ ধাতু=হওয়া, ণিজন্ত)। কর্ম্ম ভগবান করিতেছেন, এই ধারণা যখন হয়, তখনই কর্ম্ম 'ভাবিত' = অর্পিত হইয়াছে বলে। 'চিকিৎসিত' —বিনাশক (কিৎ=কর্ত্তন করা)। 'ক্রিয়াযোগাঃ'—ক্রিয়াতে অর্থাৎ কর্ম্মে 'যোগ' = আবদ্ধভাব, অর্থাৎ কর্ম্মে আসক্তি। 'পরে' —যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর তাঁহাতে ; 'কল্পিতা'—আরোপিতা। 'ভগবৎ-পরিতোষণং'—ভগবানের 'পরি' = সর্ব্বতোভাবে। 'তোষণ' = আনন্দ হয় 'যস্মাৎ' = যাহা হইতে ; অর্থাৎ যে কর্ম্ম-অর্পণ দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। এইরূপ কর্ম্ম-অর্পণ কেবল ভক্তির প্রেরণায় করিতে পারা যায় ; সেইজন্য ভক্তি হইতেই ভগবানের সন্তোষ হয়।

'তদধীনং'—সেই কর্ম্মকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে। (অধি=অধিকার করিয়া+ই=থাকে) ; 'যৎ জ্ঞানং' = যে জ্ঞান, ভগবানের পরিতোষণের জন্য কর্ম্ম করিলে, তাহা হইতে যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাহা 'ভক্তিযোগ-সমন্বিতং [ভবতি]'—ঐ জ্ঞানের সহিত সম্যক্ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভক্তি সংমিশ্রিত থাকে। মোট কথা, বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান ও ভক্তি হয়। 'শিক্ষয়া'—প্রেরণা দ্বারা ; 'অসকৃৎ'—একবার নয়, বারম্বার। 'কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা ভবন্তি'—কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। 'নামানি'—যশোঙ্কিত নামসকল, অর্থাৎ যে নামসকল শ্রীকৃষ্ণের মহিমাজ্ঞাপক।

'অনুস্মরন্তি'—অনু = অনুসৃত্য + স্মরন্তি ; অর্থাৎ গুণের ও নামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, শরণাগতভাবে নামের মাহাত্ম্য চিন্তা করেন।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস ! জ্ঞানকাণ্ডের সাধকগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম, ভক্তগণ যাঁহাকে ভগবান্, এবং যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বলেন, তিনিই নিজের শক্তি দ্বারা আমাদের দেহ, মন ও বুদ্ধিকে পরিচালিত করিয়া সর্ব্ব কার্য্য করাইতেছেন ; এই ধারণার বশে যখন কর্ম্ম করা যায়, তখনই কর্ম্ম-অর্পণ করা হইয়াছে বলে ; এবং এই ভাবে কর্ম্ম-অর্পণ করিলে, ত্রিতাপের নাশ হয়, অর্থাৎ সংসার-মুক্তি হয়।

হে সদাচারী ব্যাস ! যখন কোন দ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা লোকের ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তখন পুনরায় সেই দ্রব্য ব্যবহার করিলে ঐ ব্যাধির উপশম হয় না ; অপর দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিলেই উপশম হয়। অতএব সকাম অনুষ্ঠান হইতেই যে ভবব্যাধি (ত্রিতাপের যাতনা এবং সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম) জাত হইয়াছে, তাহার আরোগ্য সকাম যাগযজ্ঞাদি দ্বারা হয় না।

কিন্তু কার্য্য করার সময় লোকের মনে যদি স্থির ধারণা হয় যে, যদিও কার্য্যসকল আমার এই দেহ দ্বারা নিষ্পাদিত হইতেছে, তথাপি আমার কোন শক্তিই নাই, ব্রহ্মের শক্তি এই দেহনামক যন্ত্রকে চালাইতেছে, এই দেহস্থিত মন ও বুদ্ধি ব্রহ্মেরই রূপভেদমাত্র, এবং সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের শক্তি সঙ্কর্ষণরূপী ব্রহ্ম হইতেই আসিতেছে, অতএব আমরা সকামভাবে যে কার্য্যসকল করি, সেই কার্য্য মোটেই আমার নয় ; যখন কর্ম্মকর্ত্তার মনে এই ধারণা হয়, তখন কর্ম্মসকল ব্রহ্মে অর্পিত হইয়াছে বলে ; এবং এই ভাবে কর্ম্ম অর্পণ করিলে, কর্ম্মের বন্ধনশক্তির বিনাশ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম দেহাত্মভাব এবং অহংকর্ত্তৃভাব ও আসক্তি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া, জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, কর্ম্মের সেই বন্ধনশক্তির নাশ হয়। এই বন্ধন-শক্তি যখন দূর হয়, তখন দার্শনিকগণ বলেন 'কর্ম্ম' বিনষ্ট হইয়াছে।

এই অবস্থাপ্রাপ্তিকে কর্ম্মের 'আত্মবিনাশ' অর্থাৎ কর্ম্মের বন্ধন-শক্তিক্ষয় বলে। এইভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান জ্ঞান ব্যতীত হয় না ; এবং সেই জ্ঞান ভক্তি হইতেই জাত হয়। অতএব ফলে দাঁড়াইল এই যে, যদি আমরা বৈরাগ্যযোগেরও সাধনা করিতে যাই, তাহা হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম-অর্পণশক্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ বৈরাগ্য হয় নাই, ইহাই জানিও। ঐ শক্তি যখন হয়, তখন বৈরাগ্যের সহিত ভক্তি এবং জ্ঞান উভয় বস্তুই থাকে।

শাস্ত্রে নিহিত ভগবানের শিক্ষাবশতঃই হউক, বা চিত্তের মধ্যে ভগবানের প্রেরণাবশতঃই হউক, কার্য্য করার সময় চিত্তে কর্ম্মমিশ্র (অর্থাৎ কামনামিশ্র) ভক্তির উদয় হওয়াতে লোকে শ্রীকৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গুণ ও নাম কীর্ত্তণ করে ; এবং ভক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সমস্ত কামনার নাশ করে, এবং কর্ম্মকেও অর্পণ করায়। অতএব শ্রবণ ও কীর্ত্তন যেরূপ জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়, বৈরাগ্যযোগেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সেইরূপ সিদ্ধিই লব্ধ হয়।

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥৩৭
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্ ॥৩৮

(৩৭—৩৮) [অন্বয়] ওঁ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ধীমহি, প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ, ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিং অমূর্ত্তিকং যজ্ঞপুরুষং যঃ যজতে সঃ পুমান্ সম্যগ্‌দর্শনঃ [ভবতি]

ব্যাসের দীক্ষা—ঋষিগণ নারদকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, 'গুহ্যতম জ্ঞান' লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন নারদ ব্যাসকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। আমাদের দেহের স্থূল, সূক্ষ্ম উভয় অংশই ব্রহ্মময়, এবং সৃষ্টির অপর সকল বস্তুও ব্রহ্মময়, এই

অনুভূতি উৎপাদন করিয়া, সাধকের চিত্তকে ব্রহ্মের 'চিৎ' সত্তার (অর্থাৎ জ্ঞানের) প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত এবং 'আনন্দ'ময় সত্তার সুধা দ্বারা প্লাবিত করাই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। যে মহৎ-তত্ত্ব সৃষ্টির আদিতে জাত হয়, ভগবান্ বাসুদেবরূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। এইজন্য মহৎ-তত্ত্বকে 'স্বচ্ছং ভগবতঃপদং' বলে। মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহংকার-তত্ত্ব হয়, এবং স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তুই অহংকারতত্ত্ব হইতে জন্মিয়াছে। সেই অহংকারতত্ত্বই সহস্রশীর্ষ সঙ্কর্ষণনামক ভগবানের রূপভেদ। বাসুদেবই অনিরুদ্ধনামে মনের রূপ, এবং প্রদ্যুম্ননামে বুদ্ধিরূপ ধারণ করিয়া আছেন। অতএব নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মেরই রূপ-ভেদমাত্র, এবং তাঁহারই শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বাসুদেব বিশ্বের জীবন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিন মূর্ত্তি বাসু-দেবের ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। রজঃপ্রধান প্রদ্যুম্ন, সত্ত্বপ্রধান অনিরুদ্ধ, ও তমঃ প্রধান সঙ্কর্ষণ দ্বারা যথাক্রমে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার হইতেছে। এই লীলায় ভগবান্ বাসুদেব দেবতা, এবং তাঁহার সহিত সঙ্কর্ষণাদি তিন রূপ একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহতত্ত্ব সৃষ্ট হইয়াছে (বিশ্বনাথ)। এই মন্ত্রটি ত্রয়স্ত্রিংশৎ (তেত্রিশ) অক্ষরাত্মক। আট হইতে পঁয়ত্রিশ শ্লোকে উক্ত উপদেশ দ্বারা ব্যাসের মন দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়ায়, নারদ ব্যাসকে এই মন্ত্র দান করিলেন।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মন্ত্রমূর্ত্তিং'—যজ্ঞপুরুষং পদের বিশেষণ। কোন বস্তুর মূর্ত্তি দর্শন করিলে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে তাহার স্বরূপের অনুভব হয়, এই মন্ত্র হইতে সেইরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি-লাভ হয়। 'যজ্ঞপুরুষ' অমূর্ত্তিক হইলেও এই মন্ত্রটি জপ করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ এরূপ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে, যেন তাঁহার মূর্ত্তি অর্থাৎ শরীর আবির্ভূত হইয়াছে বোধ হয়; (বিশ্বনাথ)। 'অমূর্ত্তিক'—মন্ত্রোক্তমূর্ত্তি ব্যতিরিক্ত অপর মূর্ত্তিশূন্য, (শ্রীধর); 'যজ্ঞপুরুষং'=যজনীয়ং পুরুষং (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ যে

আপনার মূর্ত্তিসদৃশ হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মূর্ত্তি দর্শন করিলে তাঁহার স্বরূপ যেমন সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, সর্ব্বান্তঃকরণে এই মন্ত্র জপ করিলে, সাধক অতি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে, বাসুদেবরূপে: আপনি বিশ্বের জীবন হইয়া রহিয়াছেন; এবং বাসুদেবরূপে আপনি শরণাগত সাধকের দেহেও অধিষ্ঠিত আছেন; এবং বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম সকল বস্তু (সাধকের দেহও) সঙ্কর্ষণরূপী আপনার মূর্ত্তি; এবং আপনি সাধকের মন এবং বুদ্ধিকে পরিচালিত করিতেছেন। [অপর অর্থ এই,—সাধক অনুভব করেন যে, আপনিই বিশ্বের জীবন, এবং যে রজোগুণপ্রভাবে জীবের সৃষ্টি হইতেছে, উহা প্রদ্যুম্নরূপী আপনারই লীলা; এবং যে সত্ত্বগুণ দ্বারা বিশ্বের পালন ও তমোগুণ দ্বারা সংহার হইতেছে, উহা অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণরূপী আপনারই শক্তি]। মোট কথা এই যে, সর্ব্বান্তঃকরণে এবং শরণাগত-ভাবে (১ম অ ১ম শ্লোকে 'নমো ধীমহি' পদের অর্থ দেখ) এই শ্লোকোক্ত মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়; তখন অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মময় হয়। তখন সাধকের নিজের বলিতে আর কিছুই থাকে না। কারণ যে চিৎ ও আনন্দ ভগবানের স্বরূপ, সাধক সেই প্রার্থিত বস্তুদ্বয় লাভ করেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য যুগপৎ প্রবল হয়।

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্
অদাস্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ॥৩৯

(৩৯) [**অন্বয়**] হে ব্রহ্মন্। ইমং স্বনিগমং মদনুষ্ঠিতং অবেত্য কেশবঃ মে জ্ঞানং ঐশ্বর্য্যং [তথা] স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ অদাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্বনিগমং'—ব্রহ্মদর্শনের উপায়; "স্বস্মিন্' অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপে 'নি' = নিশ্চিত-ভাবে 'গম্' = গমন করা

যায় যাহা দ্বারা—অর্থাৎ ৩৭ শ্লোকে উক্ত মন্ত্রসাধনা। 'মদনুষ্ঠিতং' —ময়া, আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা 'অবেত্য'—সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া, অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া, ঐ মন্ত্রের সাধনা করিতেছি, ইহা দেখিয়া। 'কেশবঃ—যে ভগবান্ ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি এবং রুদ্ররূপে সংহার করিতেছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা ও রুদ্র যাঁহার রূপভেদমাত্র; (ক + ঈশ + বা ধাতু গমনার্থ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা ও রুদ্রে অধিষ্ঠিত আছেন)। 'জ্ঞানং' = স্বানুভবং; 'ঐশ্বর্য্যং'—নিজের অনিমাদি রূপ (বিশ্বনাথ)। 'স্বস্মিন্ ভাবং'—যে 'ভাব' = প্রেম, 'স্বস্মিন্' তাঁহার নিজের সত্তায় অবস্থান করে; অর্থাৎ যে বিশ্বপ্রেম তাঁহারই স্বরূপ, সেই প্রেম দিলেন।

ব্যাখ্যা—নিশ্চিদ্‌ভাবে ব্রহ্মস্বরূপে উপগত হওয়ার উপায়ী-ভূত ৩৭ শ্লোকে উক্ত মন্ত্র দ্বারা আমি তাঁহার আরাধনা করিতেছি, কেশব ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়া, আমাকে তাঁহার স্বরূপের অনুভূতির জন্য জ্ঞান এবং নিজের অনিমাদি বিভূতি দিলেন; এবং ঐ সকল বস্তুতে আমার আসক্তিশূন্যতা দেখিয়া, যে বিশ্বপ্রেম তাঁহারই স্বরূপ, সেই প্রেমও দিলেন।

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-নারদ-সংবাদে পঞ্চমোঽধ্যায় ॥ ৫ ॥

(৪০) [**অন্বয়**] হে অদভ্রশ্রুত ত্বং অপি বিভোঃ বিশ্রুতং

প্রখ্যাহি, যেন বিদাং বুভুৎসিতং সমাপ্যতে ; [বিবেকিনঃ] অন্যথা মুহুঃ দুঃখৈঃ মুহুঃ অর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণং ন উশন্তি।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
অন্বয়ে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অদভ্রশ্রুত'—'অদভ্র' = অল্প হইয়াছে 'শ্রুত' বেদজ্ঞান যাঁহার। 'ত্বং অপি'—আপনিও, 'অপি' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ করে যে, যদিও আপনার প্রভূত বেদজ্ঞান আছে, তাহা হইলেও কেবল জ্ঞান দ্বারাই আপনার মনের অপ্রসন্নতার নিরোধ হয় নাই, অপর লোকের মনেও হইবে না। অতএব আপনার এবং লোকসাধারণের চিত্তপ্রসাদের জন্য অপর কার্য্য করা আবশ্যক। সেই অপর কার্য্য কি ? তাই বলিলেন যে 'বিভোঃ বিশ্রুতং প্রখ্যাহি' ; 'বিভোঃ'—'বি' বিবিধভাবে + ভূ (=হওয়া) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যে শ্রীহরি, তাঁহার ; 'বিশ্রুতং'—বিবিধ যশঃ, অর্থাৎ লীলাদি ; 'প্রখ্যাহি'—প্র = প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, কীর্ত্তন করুন। 'বিদ্বাং'—বিদুষাং. যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ; 'বুভুৎসিতং'—বোদ্ধুং ইচ্ছা, জ্ঞানপিপাসা. 'সমাপ্যতে' —'সম্' সর্ব্বতোভাবে 'বুভুৎসিত' বস্তুকে 'আপ্যতে' = লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহারা যে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপকে জানিতে চান, তাহা 'সং' = সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিবেন। অতএব শ্রীহরির লীলাসকল শ্রবণ করিলে ঐ সকল জ্ঞানমার্গের সাধকগণের কোন বুভুৎসাই অতৃপ্ত থাকিবে না। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? ঐ লীলাসকল শুনিয়া ভগবানের মাধুর্য্য দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও স্ফুরণ হইয়া, বুভুৎসার নিবৃত্তি হইবে। 'অন্যথা'—লীলাকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তির উৎপাদন ব্যতীত অপর কোন উপায় দ্বারা ; 'সংক্লেশনির্ব্বাণং'—'সং' = সম্পূর্ণরূপে এবং চিরদিনের জন্য 'ক্লেশনির্ব্বাণং' ত্রিতাপের যাতনার সম্পূর্ণ নাশ। অর্থাৎ ইহলোকে জীবন্মুক্ত হওয়াতে ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার, এবং দেহ

জীবের মুক্তি-লাভ। 'উশন্তি'—মন্যন্তে, এই ক্রিয়ার কর্ত্তা '[বিবেকিনঃ] বিবেকিগণ বলেন যে, ভক্তি ভিন্ন অপর কোনউপায় দ্বারা ভোগলোকে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপের যাতনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। সেই ভক্তি উৎপাদনের জন্য শ্রীহরির লীলা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করাই বিশিষ্ট উপায়।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
শ্রী-তোষিণী টীকায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—নারদ বলিলেন, হে ব্যাস! যদিও বেদে আপনার বিশিষ্ট জ্ঞান আছে, তথাপি আপনার চিত্তের অপ্রসন্নতা হইতে দেখা যায় যে, কেবল জ্ঞান দ্বারা লোকের বিবিধ যাতনার কারণ নিবৃত্ত হয় না। অতএব আপনার নিজের চিত্তপ্রসাদের জন্য এবং এই ভোগলোকে থাকিয়া যাঁহারা পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ যাতনা সম্পূর্ণরূপে এব চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ করার জন্য (অর্থাৎ এই ত্রিতাপপূ সংসার হইতে মোক্ষলাভের উপায় প্রদর্শন করার জন্য আমি আপনাকে পরামর্শ দিতেছি যে, আপনি বিভুর লীলাসকলে উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, কীর্ত্তন করুন। সেই লীলাকীর্ত্তন পাঠ শ্রবণ করিলে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানেরও স্ফুরণ হওয়াতে জ্ঞানমার্গে সাধকগণ নিরুপাধিক ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে চাহেন, তা সমস্তই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদের জ্ঞানপিপাস নিবৃত্তি হইবে।

ভক্তি এবং জ্ঞান প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে বৈরাগ জাত হইবে, সুতরাং ভোগস্পৃহা কিছুমাত্র থাকিবে না। ভোগাস বশতঃই লোকে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপের যাতনা পায়; কিন্তু য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য দ্বারা ঐ আসক্তির নিবৃত্তি হইবে, তখন সংস থাকার সময়েও তাঁহারা জীবন্মুক্তভাবে থাকিবেন; তখন ত্রি যাতনা দেওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের নিকটেও আসিবে না।

দেহান্তে তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। মোট কথা, ত্রিতাপের যাতনা-নিবারণের জন্য শ্রীহরির কথাসকল শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করার ন্যায় সুন্দর উপায় আর কিছুই নাই। অতএব আপনি ঐ কথাসকলের উৎকর্ষ পরিস্ফুটিত করিয়া, কীর্ত্তন করুন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
ব্যাখ্যায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদের গৃহত্যাগএবং শ্রীহরির দর্শনলাভ এবং তাঁহার উপদেশশ্রবণ ও দেহান্তে চিন্ময় তনুলাভ

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশ শুনিয়া, ব্যাস নারদকে তাঁহার আত্মচরিতের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে—(ক) ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মদর্শন-লাভের জন্য সাধনমন্ত্র দান করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরে নারদ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? (খ) আয়ুঃ পূর্ণ হইলে কিরূপেই বা তিনি সেই নরদেহ ত্যাগ করিলেন ? (গ) তাঁহার পূর্ব্ব জন্মসম্বন্ধীয়া স্মৃতিই বা কিরূপে কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয় নাই ? (১-৪ শ্লোক)

নারদের গৃহত্যাগ—নারদ বলিলেন যে, ঋষিগণ চলিয়া যাওয়ার পরে তিনি মাতার সমীপেই রহিলেন। কারণ তখন তাঁহার বয়স পাঁচবৎসরমাত্র ছিল; এবং কোন্ সময়, কোন্ পথ দিয়া, কোন্ দেশে গমন করিলে, তিনি শ্রীহরির দর্শন পাইবেন, নারদ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কবে তাঁহার বন্ধনমুক্তি হইবে, সেই প্রতীক্ষায় নারদ মাতার নিকটই রহিলেন। এইরূপে থাকিতে থাকিতে, একদিন রাত্রিতে সর্পাঘাতে নারদের মাতার মৃত্যু হইল। এই ভাবে বন্ধনমুক্তি শ্রীহরিরই অনুগ্রহে হইল, ইহা বিবেচনা করিয়া, নারদ সেই ব্রাহ্মণগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর মুখে গমন করিলেন। তিনি তখন পথ-ঘাট কিছুই চিনিতেন না। কিন্তু অনভিজ্ঞতা তাঁহার চিত্তের মধ্যে হরিপ্রেমের প্রেরণাকে

নিরোধ করিতে পারিল না। কোথায় শ্রীহরি, প্রভো! আমায় দেখা দাও, ইহাই বলিতে লাগিলেন। একমাত্র এই বাসনাকে হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া, সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক দেবগণের বাসস্থান এবং দেবতাত্মা হিমালয়ের দিকে একমনে চলিলেন। (৫-১০ শ্লোক)।

গৃহত্যাগের পরে উত্তর দিকে গতি—গৃহত্যাগের পরে লোকালয়ের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে নানাবিধ সমৃদ্ধিশালী স্থান নারদের চক্ষে পড়িল; কোথাও বা নগরের সমৃদ্ধি, কোথাও বা গ্রামসকলের প্রশান্ত ভাব, কোথাও বা স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতুর খনি-সকলের সম্পদ্, কোথাও বা নানাবিধ উদ্যানের শোভা দেখিলেন। কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে কোন বস্তুই নারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না; কারণ পার্থিব সুখসম্পদের উপর তাঁহার দৃষ্টি কিছুমাত্র ছিল না। ক্রমে তিনি লোকালয় অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। সে স্থানে দেখিলেন যে, স্থানে স্থানে বন্য হস্তিগণ বৃক্ষের শাখাসকল ভগ্ন করিয়াছে। ঐ ভগ্ন শাখাসকল দেখিয়াও বন্যহস্তীর পদদলিত হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কা নারদকে প্রত্যাবৃত্ত করিল না। গমন করিতে করিতে যখন সুরসেবিত পদ্মসরোবরাদিতে তিনি প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলেন, তখন সেই শোভাও নারদকে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে চলিতে চলিতে একদিন নারদ এক ভীষণ অরণ্যের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

অরণ্যটি ভয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ, তথায় দেখিলেন যে, ব্যাঘ্রসকল নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছে, এবং শৃগাল এবং পেচকসকলও রহিয়াছে। অর্থাৎ অরণ্যটি যে হিংস্রজন্তুসমাকুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রহিল না। তথায় নল-বেণু প্রভৃতির সেই সকল স্তম্ভ এবং কুশ ও সরু বাঁশের ঝোপের মধ্যে যে গহ্বর অর্থাৎ খোঁদলসকল দেখিলেন,

মধ্য হইতে যে কোন সময়ে হিংস্রজন্তু বাহির হইয়া

পথিকের প্রণবধ করিতে পারিত। এই ভীষণ অরণ্য দেখিয়াও নারদের চিত্ত বিচলিত হইল না।

নারদ প্রথমে ভোগ-সম্পদের প্রতি ঔদাসীন্যবশতঃ নানা স্থান একাকীই অতিক্রম করিয়া, অগ্রসর হইয়াছিলেন; এই অরণ্যে প্রবেশের সময় নারদ নিজের দেহ এবং জীবনের প্রতিও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেন। (১১-১৪ শ্লোক)

শ্রীহরির দর্শনলাভ—এই অরণ্যের মধ্যে চলিতে চলিতে নারদ একদিন পথশ্রমে এমন কাতর হইলেন যে, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হইল, এবং মনও অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই ক্লান্তির সহিত ছিল দারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা,—তখন যেন নারদের দেহের প্রতি-রোমকূপ জলের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরে নারদ একটি নদী দেখিলেন; তথায় স্নান ও পানার্থ জল পাইলেন বটে, কিন্তু তখন ক্ষুধা নিবারণের জন্য আহার্য্য কোন বস্তুই পাইলেন না। নদীতে স্নানের পরে আচমন করিয়া জলপান দ্বারা নারদ তৃষ্ণানিবারণ করিলেন, কিন্তু আহারের অভাবে তাঁহার দেহ তখন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোন অবলম্বন আশ্রয়করা ব্যতীত সোজা হইয়া উপবেশনের সামর্থ্য ছিল না। নারদ তখন একটি অশ্বত্থবৃক্ষের মূল আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং ঋষিগণের উপদিষ্ট মন্ত্র অনুসারে শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে করিতে নারদ নিজের দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বিস্মৃত হইলেন; অর্থাৎ দেহাদির অবস্থার প্রতি তাঁহার মোটেই লক্ষ্য রহিল না। তাঁহার চিত্তের সকল বৃত্তিই বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণরূপী ব্রহ্মে স্থাপিত হওয়াতে, নারদ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলেন, এবং নারদের চিত্তে ব্রহ্মভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে বহির্মুখী বৃত্তি সকলও 'নির্জ্জিত' হইল। ব্রহ্মভাব প্রবল হওয়ার পরে, কখন আমি শ্রীহরির দর্শন পাইব, এই উৎকণ্ঠার আবেগে নারদের চক্ষুর্দ্বয় হইতে

দরদর-ধারায় অশ্রুকণা নিঃসৃত হইতে লাগিল। নারদের চিত্ত যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখন (অর্থাৎ বহির্মুখ ভাবের সম্পূর্ণ নিরোধ হইয়া, ভক্তি অতিশয় প্রবল হইবার পরে, এই অবস্থান্তরের পূর্ব্বে নয়) শ্রীহরি নিজের মধুর মূর্ত্তিকে ধীরে ধীরে নারদের চিত্তে প্রকটিত করিলেন, এবং ক্রমশঃ সেই অনুভূতি নারদের চিত্তে অধিকতর মাত্রায় স্পষ্ট হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ বলেন যে, নারদের অপর ইন্দ্রিয়সকলও শ্রীহরির মাধুর্য্য আস্বাদ করিল; অর্থাৎ নারদের চক্ষু শ্রীহরির সৌন্দর্য্য, নারদের কর্ণ শ্রীহরির নূপুর-ধ্বনির মাধুর্য্য, এবং নাসিকা শ্রীহরির অঙ্গসৌরভ আস্বাদ করিল।

এইভাবে শ্রীহরির দর্শনলাভের পরে, আনন্দপ্রবাহ, প্লাবনের বারির ন্যায় প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হওয়াতে, নারদের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং প্লাবনের বারি যেমন নদীর উভয় কূলের সকল স্থান আচ্ছন্ন করে, আনন্দও তেমনি নারদের চিত্ত হইতে 'উথলিয়া' নিখিল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিল। তখন নারদ দেখিলেন যে, সেই আনন্দসংপ্লবের মধ্যে তিনি নিজে লীন হইয়াছেন; এবং যে শ্রীহরির দর্শনলাভ করিয়া আনন্দের উদয় হইয়াছিল, তিনিও নিজের সেই 'আনন্দৈকরসঃ' মূর্ত্তির মধ্যে লীন হইয়াছেন। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে, 'তৎ' এবং 'ত্বং' উভয় বস্তুই (অর্থাৎ নারদের আত্মস্বরূপ এবং শ্রীহরির স্বরূপ) তখন তিরোহিত হইল; এবং তখন 'আনন্দময়' শ্রীহরি নিজের আনন্দপ্রবাহ দ্বারা নিখিল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, নারদ কেবল ইহাই দেখিলেন—নারদ নিজেও ছিলেন সেই আনন্দবারিধির জলবিম্বমাত্র; তিনিও আনন্দের বারিধিতে মিশিয়া গেলেন (১৫-১৮ শ্লোক)।

শ্রীহরির অন্তর্দ্ধান, দৈববাণী দ্বারা নারদের প্রতি উপদেশ—নারদ দর্শন করিতে করিতে শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও আর দর্শন না পাওয়াতে নারদ অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন দেখিয়া, গম্ভীর অথচ মধুর দৈববাণী

দ্বারা ভগবান্ নারদকে বলিলেন যে, কেবল নারদের চিত্তে ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি করার জন্যই তিনি একবারমাত্র নিজের মধুর রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাধনা দ্বারা 'পক্কতা' লাভের পরে চিত্তের কাম-ক্রোধাদি প্রেম-ভক্তিতে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত কুযোগিগণ 'অবিপক্ক' অবস্থায় এই রূপের দর্শন পায় না। কুযোগিগণকেও আশ্বস্ত করিয়া ভগবান্ বলিলেন যে, 'মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্'। অর্থাৎ ভগবানকে কিসে পাইব, এইরূপ বাসনা করিলে, ভগবানের শক্তির প্রভাবে লোকে ধীরে ধীরে সাধু হইয়া ভোগবাসনা ত্যাগে সক্ষম হয়। অতএব আমাদের মনে কামক্রোধাদির ক্ষয় হয় নাই, আমরা কিরূপে সাধনা করিব, এই আশঙ্কা কাহারও করা উচিত নয়। স্বয়ং ভগবানের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত উপরোক্ত আশ্বাসবাণী দুর্ব্বল জীবকে উৎসাহিত করুক। এই সময় ভগবান্ নারদকে বলিলেন যে, নরদেহত্যাগের পরে তিনি পার্ষদপদবী লাভ করিবেন। এই দর্শনলাভের স্মৃতি কোন কালেই তাঁহার চিত্ত হইতে অপগত হইবে না (১৯-২৫ শ্লোক)।

নারদের পরবর্ত্তী জীবন—শ্রীহরির দর্শনলাভের পর নিজে দাসীগর্ভসম্ভূত বলিয়া, নারদের মনে আর লজ্জা বা সঙ্কোচভাব রহিল না। তিনি শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়া এবং শ্রীহরির লীলাসকলের গূঢ় রহস্য চিন্তা করিয়া, কবে দেহত্যাগের সময় আসিবে, সেই প্রতীক্ষায় রহিলেন। ভগবানের দর্শন-লাভ করিয়া তাঁহার চিত্তে গর্ব্বাদির আকারে মোহ প্রবল হয় নাই; এবং পার্ষদত্ব লাভে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, 'মৎসর' অর্থাৎ অসহিষ্ণু-ভাবও হয় নাই। (২৬-২৭ শ্লোক)।

নারদের দেহত্যাগ—'কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা'। সময় পূর্ণ হওয়া মাত্র নারদের মৃত্যুকাল অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হইল। মৃত্যুকাল অনেকের নিকটই ভয়ঙ্কর-

ভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু নারদের নিকট মৃত্যুকাল মেঘের কোলে বিদ্যুতের মালার ন্যায় মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি তখন শুদ্ধা ভাগবতী তনু লাভ করিলেন, এবং চিরদিনের জন্য পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। (২৮-২৯ শ্লোক)।

নারদের ব্রত—এই পরম ভক্ত বৈকুণ্ঠে থাকিয়া শ্রীহরির পার্ষদপদবীর সুখভোগ করা অপেক্ষা সর্ব্বলোকে শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করিয়াই অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। সেই জন্য শ্রীহরির কৃপায় সকল লোকে সর্ব্বজীবের অন্তরে এবং বাহিরে ইঁহার গতি অবাধ; এবং শ্রীহরির কৃপার প্রভাবে ভোগ্যবস্তুর মধ্যে বিচরণ করিয়াও ইঁহার ভক্তিনিষ্ঠা অচল থাকে। হরিগুণগানের জন্য শ্রীহরির নিকট হইতে ইনি 'স্বরব্রহ্মবিভূষিতা' একটি বীণা লাভ করিলেন; ঐ বীণায় মূর্চ্ছনা দ্বারা হরিগুণগান করিয়া নারদ সর্ব্ব-লোকে বিচরণ করেন; 'মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানঃ চরাম্যহং'। যখন তিনি হরিগুণগান করেন, তখন শ্রীহরি যেন 'আহূত' হইয়াছেন, এইভাবে তাঁহার চিত্তে দর্শন দেন। বিষয়ভোগ-বাসনা দ্বারা চিত্ত যখন কাতর হয়, তখন শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই লোককে সংসার-মুক্তি প্রদান করে, এবং মুকুন্দের সেবা দ্বারা যত শীঘ্র কামলোভাদির নিবৃত্তি হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা তত শীঘ্র নিবৃত্তি হয় না। ব্যাসকে এই সকল উপদেশ দিয়া তাঁহার চিত্ত-তোষণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, নারদ বীণাধ্বনি করিতে করিতে ব্যাসের আশ্রম ত্যাগ করিলেন। এই দেবর্ষি ধন্য, যিনি ত্রিতাপে তাপিত জগৎকে শ্রীহরির গুণগান দ্বারা মুগ্ধ করিয়া, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব জীবকে আনন্দ প্রদান করেন, 'গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ' (৩০—৩৯ শ্লোক)।

সূত উবাচ

এবং বিশাম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম্ম চ
ব্যাসঃ পপ্রচ্ছ অং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥১

ব্যাস উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্ ॥২
স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং বেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্ ॥৩
প্রাক্কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎ কাল এষ সর্ব্বনিরাকৃতিঃ ॥৪

(১—৪) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্! সত্যবতীসুতঃ ভগবান্ ব্যাসঃ এবং দেবর্ষেঃ জন্ম কর্ম্ম চ নিশম্য ভূয়ঃ তং পপ্রচ্ছ। তব বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ বিপ্রবসিতে [সতি] আদ্যে বয়সি বর্ত্তমানঃ ভবান্ ততঃ কিং অকরোৎ? হে স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা তে পরং বয়ঃ বর্ত্তিতং? কালে প্রাপ্তে কথং বা ইদং কলেবরং উদস্রাক্ষীঃ? হে মুনিসত্তমঃ! সর্ব্বনিরাকৃতিঃ এষঃ কালঃ হি প্রাক্কল্পবিষয়াং এতাং তে স্মৃতিং [কথং] ন ব্যবধাৎ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ'—যে ঋষিগণ নারদকে সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মদর্শন লাভের উপায় বলিয়াছিলেন 'বিপ্রবসিতে'— 'বি' = স্থায়িভাবে + 'প্রবসিতে' = চলিয়া যাওয়ার পরে; 'আদ্যে বয়সি'—শৈশবে; 'স্বায়ম্ভুব'—'স্বয়ম্ভু' = ব্রহ্মা, তাঁহার অপত্য, অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ; 'পরং বয়ঃ' বয়সের পরবর্ত্তী কাল; 'বর্ত্তিতং'—অতিবাহিত; 'উদস্রাক্ষী'—'উৎ' = উর্দ্ধে, দূরে + 'অস্রাক্ষীঃ' = নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন; 'সর্ব্বনিরাকৃতিঃ'—সর্ব্বধ্বংসকারী; 'প্রাক্কল্পবিষয়াং'—প্রাক্কল্প = পূর্ব্বসৃষ্টি + বিষয় = উপলক্ষ্য যাহার, অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টির ঘটনাবলীর; 'মুনিসত্তম'—মুনিশ্রেষ্ঠ; 'এষঃ কালঃ'—এই অর্থাৎ প্রতাপবান,

কাল ; 'ব্যবধাৎ' = খণ্ডিতবান্, স্মৃতির অপলাপ করা (বি + অব + ধা = আচ্ছাদন করা) ।

ব্যাখ্যা—সত্যবতী-তনয় ভগবান্ ব্যাস, নারদের জন্ম ও সাধনার কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নারদ, মুনিগণ আপনাকে সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশ দিয়া চলিয়া যাওয়ার পরে শৈশবাবস্থায় আপনি কি করিলেন [৫—২৩ শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর আছে] ; হে ব্রহ্মার নন্দন, কিরূপ আচরণ করিয়া আপনি পরবর্ত্তী বয়ঃকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং কাল পূর্ণ হইলে কিরূপে নরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ? [এই প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর ২৬ শ্লোকে ও দ্বিতীয়াংশের উত্তর ২৭-২৮ শ্লোকে দিলেন] ; কাল ত সর্ব্ব বস্তু নাশ করে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতিও লোপ করে, কিন্তু আপনার মনে পূর্ব্বকল্পে জন্ম-বিষয়ক স্মৃতির নাশ কেন হয় নাই ? [২৪ শ্লোকের ২য় চরণে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন] ।

শ্রীনারদ উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্মম ।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারয়ম্ ॥৫
একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী ।
ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্ ॥৬
সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্ যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী ।
ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা ॥৭
অহঞ্চ তদ্ ব্রহ্মকুলে ঊষিবাংস্তদপেক্ষয়া ।
দিগ্ দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥৮

(৫—৮) [অন্বয়] ময় বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিঃ ভিক্ষুভিঃ বিপ্রবসিতে [সতি] আদ্যে বয়সি বর্ত্তমানঃ অহং ততঃ এতৎ অকারষং । যোষিৎ মূঢ়া কিঙ্করী চ একাত্মজা মে জননী অনন্যগতৌ

ময়ি স্নেহানুবন্ধনং চক্রে। অস্বতন্ত্রা সা মম যোগক্ষেমং ইচ্ছতী অপি কল্পা ন আসীৎ। যথা দারুময়ী যোষা [তথা] হি লোকঃ ঈশস্য বশে [বর্ত্ততে]; দিগ্-দেশ-কালাব্যুৎপন্নপঞ্চহায়নঃ বালকঃ অহং চ তদপেক্ষয়া তদ্ব্রহ্মকুলে ঊষিবান্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যোষিৎ'—নারী; 'মূঢ়া'—স্নেহের মোহে অচ্ছন্ন; 'অনন্যগতৌ'—মাতা ছাড়া অপর আশ্রয়-হীন; 'স্নেহানুবন্ধনং'—স্নেহ দ্বারা নিজের সহিত 'অনু' = অতি ঘনিষ্টভাবে বন্ধন; 'যোগক্ষেমং'—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপনকে যোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণকে ক্ষেম বলে, অর্থাৎ বিত্তাদির লাভ ও রক্ষা। 'কল্পা'—সমর্থা; 'দারুময়ী যোষা'—কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রীড়ার পুতুল। 'ঈশ'—নিয়ন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, যিনি সর্ব্ব বস্তুর পরিচালক; 'দিগ্-দেশ-কালাব্যুৎপন্নঃ'—কোন 'দিক্' = পথ দিয়া গমন করিয়া কোন 'দেশে' গমন করিলে ও কোন 'কালে' = সময়ে বাহির হইলে শ্রীহরির দর্শনলাভ হইবে সে বিষয়ে 'অব্যুৎপন্ন' = অনভিজ্ঞ; 'পঞ্চহায়নঃ' = পঞ্চবর্ষবয়স্ক; 'তদপেক্ষয়া'—তস্য = সেই স্নেহানুবন্ধনের + 'অপ' = অপগম কবে হইবে, সেই বিষয়ে + 'ঈক্ষা' = দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ কবে মায়ের এই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হইবে, সেই প্রতীক্ষায় (শ্রীধর)। 'ঊষিবান্'—বাস করিতেছিলাম ('বস্' = বাস করা)।

ব্যাখ্যা—ভিক্ষুগণ আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া প্রবাসে গমন করিলে আমি কি করিয়াছিলাম তাহা বলিতেছি—আমার মাতা ছিলেন নারী সুতরাং দুর্ব্বলা, এবং ব্রাহ্মণগৃহে দাসী, সুতরাং দরিদ্রা ও পরাধীনা; আমি ছিলাম তাঁহার একমাত্র সন্তান এবং তিনি ছাড়া আমার প্রতিপালনের অপর কোন উপায় ছিল না; অতএব তিনি আমাকে স্নেহের পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে আমার বিত্তাদির লাভ ও রক্ষা হয়, তাহা তিনি কামনা করিতেন; কিন্তু নিজে পরের অধীন হওয়াতে আমার উন্নতি-সাধনে

তাঁহার কোন শক্তিই ছিল না; কাষ্ঠপুত্তলিকাকে বাজীকর যেরূপ নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করে, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরও জীবকে (অর্থাৎ আমাকে ও আমার মাতাকে) সেইরূপ পরিচালিত করিতেছিলেন। আমি তখন ছিলাম পঞ্চমবর্ষীয় বালকমাত্র, এবং কোন্ পথ দিয়া কোন্ দেশে গমন করিলে ও কোন্ সময়ে বাহির হইলে শ্রীহরির দর্শনলাভ হইবে তাহা জানিতাম না, এবং কবে এই 'স্নেহানুবন্ধন' হইতে আমি মুক্তিলাভ করিব, তাহারই প্রতীক্ষায় আমি ব্রাহ্মণ-গৃহে বাস করিতেছিলাম।

একদা নির্গতাং গেহাদ্ দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎ পদা স্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥৯
তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥১০

(৯-১০) [**অন্বয়**] একদা নিশি গাং দুহন্তীং গেহাৎ নির্গতাং কৃপণাং [মম মাতরং] কালচোদিতঃ সর্পঃ পথি পদাস্পৃষ্টঃ [সন্] অদশৎ। তদা অহং তৎ [দংশনং] ভক্তানাং শং অভীপ্সতঃ ঈশস্য অনুগ্রহং মন্যমানঃ উত্তরাং দিশং প্রাতিষ্ঠং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'গাং দুহন্তীং'—গাং দোগ্ধুং' (শ্রীধর); 'কৃপণাং'—দীনাং, অর্থাৎ মা—'বেচারীকে'; 'চোদিতঃ' —প্রেরিত (চোদি=প্রেরণ করা); 'পদাস্পৃষ্টঃ'—পাদ দ্বারা 'আ'=জোরে+স্পৃষ্ট=নিষ্পেষিত। নারদের মাতা পথে চলিবার সময় জোরে সর্পকে 'মাড়াইয়াছিলেন', সেইজন্য সর্প ক্রোধে বিষ উদগীরণ করিয়া দংশন করাতে নারদের মাতার অবিলম্বে মৃত্যু হইয়াছিল; শ্রীধর বলেন 'ঈষদাক্রান্তঃ'। 'শং'=মঙ্গলং; 'প্রাতিষ্ঠং'—'প্র'=প্রকৃষ্ট ভাবে+'আতিষ্ঠং'=চিরদিনের জন্য উত্তর দিকে (হিমালয়ের দিকে) প্রস্থান করিলাম।

ব্যাখ্যা—একদিন রাত্রিতে আমার মাতা গোদোহনার্থ যাওয়ার

সময় পথে একটি সর্পকে পদ দ্বারা জোরে 'মাড়াইয়া' ধরিয়াছিলেন ; সেইজন্য সর্প তাঁহাকে দংশন করে'—স্বয়ং কালই যেন তাঁহাকে মুক্ত করিতে ঐ সর্পকে পাঠাইয়াছিলেন।' মাতার মৃত্যুতে নারদ ভাবিলেন যে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্, যিনি নিয়ত ভক্তগণের মঙ্গল কামনা করেন, তিনিই অনুগ্রহ করিয়াছেন ; তৎপরে নারদ গৃহ ত্যাগ করিয়া দেবগণের বাসস্থান হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করিলেন।

স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্ব্বটবাটীংশ্চ বনান্যুপবনানি চ ॥১১
চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্ নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ ॥১২
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ।
নলবেণুশরস্তম্ভ-কুশকীচকগহ্বরম্ ॥১৩
এক এবাতিযাতোঽহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূককশিবাজিরম্ ॥১৪

(১১-১৪) [**অন্বয়**] তত্র একঃ এব স্ফীতান্ পুর-গ্রাম-ব্রজাকরান্ জনপদান্, খেট-খর্ব্বট-বাটীন্ চ, বনানি উপবনানি চ, ইভভগ্নভুজদ্রুমান্, চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীন্, শিবজলান্ জলাশয়ান্, চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈঃ বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ সুরসেবিতাঃ নলিনীঃ, অতি-যাতঃ [সন্], নলবেণূ-শরস্তম্ভ-কুশ-কীচকগহ্বরং ঘোরং প্রতি-ভয়াকারং ব্যালোলূককশিবাজিরং মহৎ বিপিনং অদ্রাক্ষম্।

শব্দার্থ ও রসবিস্মৃতি—এই শ্লোক কয়েকটির প্রধান বাক্য—'একঃ অতিযাতঃ [সন্] বিপিনং অদ্রাক্ষম্' ; অর্থাৎ নারদ একাকী কতকগুলি স্থান অতিক্রম করিয়া এক বিশাল অরণ্য দেখিলেন। কি কি স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে-ছেন ; যথা—(ক) জনপদান্ (খ) খেট-খর্ব্বট বাটীন্ (গ) বনানি, উপবনানি ; (ঘ) অদ্রীন্ (ঙ) জলাশয়ান্ এবং (চ) নলিনীঃ। এই ছয়টি

পদের 'অতিযাতঃ' পদের সহিত যোগ আছে। এই সকল অতিক্রম করিয়া যে 'বিপিনটি' দেখিলেন, সেই বিপিনটি কিরূপ, তাহা নলবেণু ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

'একঃ এব'—একাকীই, অর্থাৎ অপর কেহই নারদের সঙ্গে ছিল না, তথাপিও তাঁহার ভয় হয় নাই। 'স্ফীতান্'=সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং 'পুরঃ'=নগর ও 'গ্রাম'=বিপ্রপল্লী এবং 'ব্রজ'=গোচারণ-স্থান ও 'আকর'=ধাতুসকল যাহা হইতে বাহির হয়, এইরূপ খনিসকল ছিল যাহাতে, এরূপ 'জনপদান্'=লোকালয়সকল; 'খেট'—কৃষকপল্লী; 'খর্ব্বট'—গ্রাম ও নগরের সংমিশ্রণ, যাহা নদী বা গিরির নিকটে থাকে (শ্রীধর) অর্থাৎ 'গঞ্জ' সকল; 'বাটী' ফুলবাগান। 'বন'—যে স্থানে বৃক্ষসমষ্টি আপনি জন্মিয়াছে, 'উপবন'—যেখানে বৃক্ষসকল রোপিত হইয়াছে। প্রথমে পুরগ্রামাদি-যুক্ত সমৃদ্ধিশালী লোকালয়সকল অতিক্রম করিয়া উত্তর মুখে অগ্রসর হইলেন। তাহার পরে অল্প সমৃদ্ধি-বিশিষ্ট কৃষকপল্লী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। 'ইভভগ্ন-ভুজদ্রুমান্—এই পদ 'অদ্রীন্' পদের বিশেষণ; 'ইভ'=হস্তী দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে 'ভুজ'=শাখাসকল যাহাদের এরূপ 'দ্রুম'=বৃক্ষসকল আছে যাহাতে সেইরূপ অদ্রিসকল; 'চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীন্'—চিত্রৈঃ—বহুবিধ এবং বিস্ময়কর স্বর্ণরৌপ্যাদি 'ধাতুভিঃ'—ধাতুসকল দ্বারা 'বিচিত্র'=বিবিধ বর্ণের 'অদ্রি'=পর্ব্বতসকল।

'শিবজলান্'—জলাশয়ান্ পদের বিশেষণ, 'শিব'=হিতকর জল যাহার, এরূপ 'জলাশয়ান্';=জলের 'আশয়'=আধার; অদ্রি-সকলের উপত্যকায় যে জল জমিয়াছিল, তাহাদের কথাই বলিতে-ছেন। এই জলাশয় সকলে পদ্ম ফুটিত না, সেইজন্য 'নলিনীঃ —(২য়ার বহুবচনে) অর্থাৎ পদ্মসরোবরসকলের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিলেন। এই 'নলিনীসকল কিরূপ তাহার বর্ণনায় বলিলেন যে, 'চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈঃ'—'চিত্র'=মধুর এবং বিস্ময়কর 'স্বন'=শব্দ আছে

যাহাদের এরূপ 'পত্ররথৈঃ'—পক্ষিগণ দ্বারা, অর্থাৎ পক্ষিগণের ধ্বনি দ্বারা, 'বিভ্রমৎ'—'বি' = বিবিধ দিকে + 'ভ্রমদ্ভিঃ' + ভ্রমরৈঃ + 'শ্রীঃ' = শোভা হইয়াছিল যাহাদের, এরূপ 'নলিনীঃ' = পদ্ম-সরোবরসকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভ্রমরসকল পদ্মের মধু পান করিতেছিল, কিন্তু পক্ষিগণের নানাবিধ রব শুনিয়া, তাহারা পদ্মফুল পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিকে উড়িতেছিল, এবং গুণ গুণ রব করিতেছিল।

'ঘোর' = দুষ্প্রেক্ষ্য ; 'প্রতিভয়াকারং'—'প্রতি' পদ 'প্রথ্' ধাতু (= বিখ্যাত হওয়া) হইতে হইয়াছে, সুতরাং 'প্রতিভয়' = যাহা ভয় বলিয়া বিখ্যাত, তাহারই ন্যায় 'আকার' = রূপ যাহার এরূপ 'বিপিনং' 'অদ্রাক্ষং' = দেখিলাম। অর্থাৎ যে বিপিন = প্রান্তর দেখিলাম, তাহার মূর্ত্তি এত ভীষণ যে, বোধ হইল যেন স্বয়ং ভয় ঐ অরণ্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। 'কুশকীচকগহ্বরং'—'কুশ' এবং 'কীচক' (= সরু বাঁশ যাহা শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার করে) ঐ সকলের ঝোপ সেই বিপিনে ছিল, এবং সেই ঝোপ-সকলের মধ্যে 'গহ্বর' অর্থাৎ খোলা জায়গা ছিল ; এইরূপ 'বিপিনং' = অরণ্য দেখিলাম। 'ব্যাল' = ব্যাঘ্র, 'উলূক' = পেচক ও 'শিবা' = শৃগাল ছিল যাহাতে এরূপ 'অজির' = প্রশস্ত স্থান আছে যে বিপিনে ('বিপিনং'পদের বিশেষণ)। সেই বিপিনে নলবেণু প্রভৃতির মধ্যে গহ্বর ছিল, (যে গহ্বরে হিংস্র জন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে), এবং সেই বিপিনের খোলা মাঠে ব্যাঘ্র ও শৃগালসকল ঘুরিতেছিল এবং পেচক-সকলও বিকট রব করিতেছিল ; অতএব ঐ বিপিন যেন স্বয়ং ভয়েরই মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছিল।

ব্যাখ্যা—নারদ একাকী যাইতে যাইতে দেখিলেন, প্রথমে সমৃদ্ধিশালী জনপদ, অর্থাৎ লোকালয়সকল যাহাতে নগর, গ্রাম, গোচারণের স্থানএবং স্বর্ণরৌপ্যাদির খনিসকল ছিল। তিনি তাহা অতিক্রম করিলেন। পরে অল্প সমৃদ্ধিযুক্ত জনপদসকল অতিক্রম করার সময়ে কোথাও কেবল কৃষকপল্লী, কোথাও বা নদীতীরে বা গিরির

নিকট 'গঞ্জ' সকল, এবং কোথাও বা ফুলের বাগান অথবা বন ও উপবনসকল দেখিলেন। এইরূপে জনপদসকল অতিক্রম করিয়া, তিনি যখন পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিলেন, তখন নানাবর্ণের পাহাড়-সকল দেখিতে পাইলেন। ঐ সকল পাহাড়ে গাছের শাখাসকল ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে পরিচয় পাইলেন যে, ঐ পাহাড়ে বন্য হস্তীসকল বিচরণ করে।

আরও চলিতে চলিতে পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, কোন কোন স্থানে সুন্দর জলাশয়সকল রহিয়াছে। কোথায়ও বা সেই সকল জলাশয়ে অসংখ্য পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া থাকাতে ভ্রমরসকল পদ্মের উপর বসিয়া তাহার মধু পান করিতেছিল, কিন্তু তখন বহু পক্ষী নানা স্বরে ধ্বনি করাতে তাহারা মধুপান ত্যাগ করিয়া, গুণ গুণ রব করিতে করিতে পদ্মের উপর উড়িতে লাগিল। একেই ত ঐ সকল সরোবরের শোভায় চিত্ত সহজেই মুগ্ধ হয়, তাহার সঙ্গে পক্ষীসকলের ধ্বনি এবং ভ্রমর সকলের গুঞ্জন মিলিত হইয়া, স্থানটিকে আরো মনোহর করিয়াছিল। ঐ পদ্মসরোবরসকল এতই মনোহর হইয়াছিল যে দেবগণও তথায় আসিয়া সেই আনন্দ এবং মাধুর্য্য উপভোগ করিতেন। কিন্তু নারদের চক্ষু শ্রীহরির পাদমূল ছাড়িয়া ঐ প্রাকৃতিকশোভা দ্বারাও আকৃষ্ট হইল না।

লোকালয়ের সমৃদ্ধি অথবা পার্ব্বত্য-প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না; অথবা বন্য হস্তীর দ্বারা উৎপাতের চিহ্ন দেখিয়াও তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল না; —কোথায় শ্রীহরিকে পাইব, এই আকাঙ্ক্ষায় সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন। নারদ ক্রমে এক 'মহৎ বিপিনং', অর্থাৎ বিশাল অরণ্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। উহাতে নল-বেণু এবং শরসকলের ঝোপ ছিল, যাহার মধ্যে হিংস্রজন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারিত; এবং তথায় কুশ ও সরু বাঁশসকলের ঝোপের মধ্যেও হিংস্রজন্তুর আশ্রয়ের জন্য গহ্বরসকল ছিল। ক্রমে নারদ দেখি-

লেন যে, ঐ অরণ্যের স্থানে স্থানে খোলা জায়গায় ব্যাঘ্র ও শৃগাল-সকল নির্ভয়ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেন তাহারা তখন নারদকে জানাইতেছিল যে, তথায় হিংস্রজন্তু আছে, এবং সেই সঙ্গে পেচকসকল যেন নারদের হৃৎকম্প উৎপাদন করিবার জন্যই বিকট রব করিতেছিল। মোট কথা, ঐ অরণ্যের মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হইত যে, কালরূপী ভয়ই যেন স্বয়ং ঐ রূপ ধারণ করিয়া, নারদকে সন্ত্রাসিত করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বের শোভাময় দৃশ্যসকল নারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; এখন এই ভীষণ দৃশ্যও তাঁহার চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারিল না। নারদের চিত্ত পূর্ব্ববৎ শ্রীহরিতেই আবদ্ধ রহিল। কোথায় শ্রীহরি, এই চিন্তা করিতে করিতে নারদ সেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্‌পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ ॥১৫
তস্মিন্ নির্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মস্থমাত্মানং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥১৬

(১৫—১৬) [অন্বয়] পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মা, তৃট্-পরীতঃ বুভুক্ষিতঃ অহং নদ্যাঃ হ্রদে স্নাত্বা উপস্পৃষ্টঃ পীত্বা গতশ্রমঃ [আসম্]। নির্মনুজে তস্মিন্ অরণ্যে পিপ্পলোপস্থে আশ্রিতঃ [সন্] আত্মনা আত্মস্থং আত্মানং যথাশ্রুতং [তথা] অচিন্তয়ম্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মা'—'পরি' = সর্ব্বতোভাবে + 'শ্রান্ত' = শ্রমে কাতর হইয়াছিল 'ইন্দ্রিয়' = দেহ ও 'আত্মা' = মন যাঁহার; 'তৃট্‌পরীতঃ'—'তৃট্' = তৃষ্ণা, তদ্দ্বারা 'পরি' = সর্ব্বত্র + ই = যাওয়া, তৃষ্ণা তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ, যেন নারদের দেহের সকল লোমকূপই শুষ্ক হইয়া, জল-কামনা করিতে;

ছিল। 'বুভুক্ষিতঃ'—তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে নারদ ক্ষুধায়ও কাতর ছিলেন। 'উপস্পৃষ্টঃ'—আচমন করিয়া; এমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময়েও নারদ আচমন করিতে ভুলিলেন না; 'নির্মনুষ্যে'—যেখানে একটিও মানব ছিল না; 'পিপ্পল' = অশ্বত্থগাছ তাহার 'উপস্থ' = শিকড় (অশ্বত্থ গাছের ডাল হইতে যে 'বোয়া' নামে তাহাকেও বোধ হয় উপস্থ বলে); 'আশ্রিতঃ'—পথশ্রম ও ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য দুর্ব্বলতাবশতঃ নারদের সোজা হইয়া বসিবার শক্তি ছিল না; সেইজন্য তিনি একটি শিকড়কে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছিলেন। 'আত্মনা' = বুদ্ধ্যা (শ্রীধর); 'আত্মস্থং' —হৃদিস্থং (শ্রীধর); বিশ্বনাথ বলেন যে নারদের মনে প্রেমের উদয় হওয়াতে ভগবান্ যে, তাঁহার হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছেন, নারদ ঐরূপ শ্রান্ত অবস্থাতেও তাহা অনুভব করিতে-ছিলেন। 'যথাশ্রুতং'—যেরূপ ঋষিগণের নিকট শুনিয়াছিলেন. সেই ভাবে; অর্থাৎ ঋষিগণ দ্বারা উপদিষ্ট 'নমো ভগবতে তুভ্যং' ইত্যাদি মন্ত্র অনুসারে।

ব্যাখ্যা—পথ চলিতে চলিতে নারদ শ্রমে কাতর হইয়াছিলেন; এবং তখন খাদ্য বা পানীয়জল না পাওয়াতে তৃষ্ণা যেন তাঁহার সর্ব্ব শরীরকে অধিকার করিয়াছিল; অর্থাৎ জলপানের ইচ্ছা যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, স্নান দ্বারা সর্ব্বশরীরকে শীতল করার বাসনাও সেইরূপ হইয়াছিল; সেই সঙ্গে প্রবল ক্ষুধাও ছিল। তখন নারদ নদীর গর্ভে নামিয়া স্নানের পর আচমন করিয়া জলপান করিলেন, তাহাতে শ্রান্তি কমিল বটে, কিন্তু আহার্য্য-বস্তু না পাওয়াতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না; এবং নারদের দেহ তখন এত দুর্ব্বল হইয়া-ছিল যে, তাঁহার সোজা হইয়া বসিবার শক্তি ছিল না। নারদ তখন একটি অশ্বত্থ গাছের মূলকে আশ্রয় করিয়া বসিলেন, এবং ঋষিগণ-প্রদত্ত মন্ত্র অনুসারে হৃদিস্থ বাসুদেবকে ধ্যান করিলেন।

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা।
অশ্রুকণ্ঠ্যাতিকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥১৭

প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্ব্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥১৮

(১৭—১৮) [**অন্বয়**] ভাবনির্জ্জিতচেতসা চরণাম্ভোজং হৃদি ধ্যায়তঃ ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য মে হৃদি হরিঃ শনৈঃ আসীৎ। হে মুনে ! [তদা] প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গঃ [অতএব] অতি নির্ব্বৃতঃ অহং আনন্দসংপ্লবে লীনঃ [সন্] উভয়ং ন অপশ্যং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভাবনির্জ্জিতচেতসা'—'ভাব' = ভক্তি, তদ্দ্বারা 'নির্জ্জিত' = সম্পূর্ণ সংযত যে চিত্ত, তদ্দ্বারা। ভাব পদ ভূ ধাতু হইতে হইয়াছে, অতএব নারদের চিত্ত ব্রহ্মে অবস্থান করাতে ভক্তি হইয়াছিল ; এবং ভক্তির প্রভাবে চিত্তও নির্জ্জিত হইয়াছিল ; (৫মঅ, ১২ শ্লোকে 'ভাব' পদের টীকা দেখ)।

'ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য'—'ঔৎকণ্ঠ্য—'উৎকণ্ঠা' = শ্রীহরিকে দর্শনের আগ্রহ, তাহা হইতে জাত + 'অশ্রুকলাঃ' = নেত্রের বারিধারা ছিল + 'অক্ষিতে' যাঁহার, এরূপ যে নারদ, তাঁহার 'হৃদি' = চিত্তে। শনৈঃ = ধীরে ধীরে। নারদের চিত্তকে নিজের মাধুর্য্য আস্বাদের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিয়া, শ্রীহরি দর্শন দিলেন। 'প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন'—প্রেমের 'অতিভর' = আতিশয্য, তদ্দ্বারা + নির্ভিন্ন = সুস্পষ্ট-ভাবে 'ভিন্ন' = ভেদ করিয়া, বাহির হইয়াছে + 'পুলকানি' = রোমাঞ্চসকল ছিল যাহাতে, এইরূপ + 'অঙ্গ' = দেহ আছে যাঁহার। তখন নারদের সকল অঙ্গ প্রেমেরই সদৃশ হইয়াছিল (বিশ্বনাথ)। 'অতিভর'— অতি + ভৃ = পূরণ করা, প্রেম তাঁহার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া-ছিল এবং হৃদয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার স্থান না পাইয়া, যেন তাঁহার চর্ম্ম ভেদ করিয়া 'পুলক' (= রোমাঞ্চ) আকারে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

'অতি নির্ব্বৃতঃ'—'অতি = অতিশয়েন, সম্পূর্ণরূপে 'নির্ব্বৃতি' = সুখের কামনাশূন্যতা ছিল যাঁহার (নির্ = নাই + বৃ = বরণ করা, কামনা করা) ; অর্থাৎ ভগবানের সহিত যে মিলনসুখ অনুভব

করিতেছিলেন, তাহা ছাড়া আর কোন সুখের কামনাই নারদের মনে ছিল না। 'সংপ্লব'—যে প্লাবন-বারি নদীগর্ভকে পূর্ণ করিয়া উভয় পার্শ্বের দেশসকলকে 'সং' = সম্যগ্‌রূপে প্লাবিত করে। অর্থাৎ আনন্দ নারদের চিত্তকে পূর্ণ করিয়া, সর্ব্ব অঙ্গেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ; এবং তাঁহার দেহেও আবদ্ধ না থাকিয়া, সর্ব্বজগৎকেই প্লাবিত করিয়াছিল। 'হরি তোমাতে যখন মজে আমার মন তখনই ভুবন হয় সুধাময়'। 'লীন'—নিমজ্জিত হইয়া অন্তর্হিত। নারদ স্বয়ং যেন ঐ আনন্দের মধ্যে 'তলিয়ে' গিয়াছিলেন ; অর্থাৎ নারদ সম্পূর্ণরূপেই আত্মহারা হইয়াছিলেন ; (ব্যাখ্যায় এই 'লীন'-ভাবের বর্ণনা দেখ)। 'উভয়ং ন অপশ্যং'—নিজেকে এবং শ্রীহরিকে দেখিতে পাইলাম না। নারদ কেবল আনন্দই অনুভব করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তিনি তখন নিজেকেও দেখিলেন আনন্দময়, এবং শ্রীহরিকেও দেখিলেন আনন্দস্বরূপ।

১৭ দশ শ্লোকে 'হৃদি আসীৎ' বাক্যের টীকায় বিশ্বনাথ বলেন যে, শ্রীহরি প্রথমে নারদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি নারদের হৃদয়ের তিনটি বৃত্তিতে আবির্ভূত হইলেন ; অর্থাৎ নিজ অঙ্গসৌরভ দ্বারা নারদের নাসিকার, সুমধুর স্বর দ্বারা শ্রোত্রের, এবং শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য দ্বারা চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিলেন। এই অবস্থা 'চিৎ' এবং 'আনন্দের' সংমিশ্রণ-অবস্থা, এবং ইহা ভক্তির একটি উন্নত স্তর। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে, যে অবস্থায় 'চিৎ' ভাব 'আনন্দ' দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন 'জীব' যে হ্লাদিনী-শক্তির অংশ, কেবল ঐ হ্লাদিনীশক্তিই বিশুদ্ধভাবে থাকে ; অর্থাৎ 'জীব' তখন আনন্দময় হইয়া যান ; এবং ভগবানকে কেবল আনন্দস্বরূপই দেখেন। যে 'চিৎ'-ভাব দ্বারা জীব জগৎকে পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্মময় দেখিতেন, তখন সেই ভাবকেও ব্রহ্মের আনন্দ-প্রবাহ দ্বারা প্লাবিত দেখেন। নারদ এই অবস্থায় উন্নত হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—ঋষিগণের মন্ত্র অনুসরণ করিয়া, ভগবানের পাদপদ্ম

ধ্যান করিতে করিতে ভক্তি প্রবল হইয়া নারদের চিত্তের বৃত্তি-সকলের বহির্ম্মুখ ভাবসকলকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিল, এবং ক্রমশঃ প্রগাঢ় প্রেমের স্ফুরণ হইয়া কখন শ্রীহরির দর্শন পাইব, এই আগ্রহে নারদের চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রু নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই অবস্থা প্রাপ্তির পরে শ্রীহরির মূর্ত্তি ধীরে ধীরে নারদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন।

বিশ্বনাথ বলেন যে, শ্রীহরি প্রথমে নারদের চিত্তে, পরে চিত্তের তিনটি বৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া নাসিকা, শ্রোত্র এবং চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিলেন; এই ভাব ভক্তির একটি উন্নত স্তর। কিন্তু নারদ যখন ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নত স্তরে উঠিলেন, তখন প্রেমের আতিশয্য-বশতঃ তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং তাঁহার চিত্তে অপর কোন সুখকামনাই রহিল না। প্লাবনের বারি বৃদ্ধি পাইয়া যেমন নদীর উভয়কূলকে প্লাবিত করে, নারদের চিত্তেও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত বিশ্বকে আনন্দপ্রবাহ দ্বারা প্লাবিত করিল। এই অবস্থায় উঠিয়া নারদ নিজে ত আত্মহারা হইলেনই, তখন প্রথমে তিনি যে শ্রীহরিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহাও আর দেখিতে পাইলেন না; অর্থাৎ নিজেকেও দেখিলেন আনন্দময়, এবং শ্রীহরি-কেও দেখিলেন আনন্দস্বরূপ; এবং যে জগৎকে পূর্ব্বে ব্রহ্মময় দেখিয়াছিলেন, তাহাকেও তিনি আনন্দ দ্বারা প্লাবিত দেখিলেন। এই ভাব প্রাপ্তিকেই আনন্দে 'লীন' ভাব বলে।

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্ম্মনা ইব ॥১৯
দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি।
বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥২০

(১৮-১৯) [অন্বয়] ভগবতঃ যৎ মনঃকান্তং শুচাপহং রূপং তৎ অপশ্যন্ [সন্] বৈক্লব্যাৎ দুর্ম্মনাঃ ইব সহসা উত্তস্থে;

পুনঃ তৎ [রূপং] দিদৃক্ষুঃ অহং ভূয়ঃ মনঃ হৃদি প্রণিধায় বীক্ষমাণঃ অপি ন অপশ্যম্; [তেন] অবিতৃপ্তঃ [অহং] আতুরঃ ইব [অভবম্]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মনঃকান্তং'—মন যাঁহাকে কামনা করে (কম্=কামনা করা); 'শুচাপহং'—যাহা শোকতাপ দূর করে; 'বৈক্লব্য'—চিত্তের ব্যাকুলতা; 'দুর্ম্মনাঃ'—যাহার মন দুঃখিত, অর্থাৎ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে; সহসা—হঠাৎ, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি, 'আলু থালু' ভাবে; উত্তস্থে—আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম 'দিদৃক্ষুঃ'—দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া; 'ভূয়ঃ'—বারংবার, অর্থাৎ একবারের চেষ্টাতে দেখিতে না পাইয়া, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলাম। 'প্রণিধায়'—প্র=সম্পূর্ণরূপে + নি = নিশ্চিত ভাবে + ধা=স্থাপন করা, অর্থাৎ মনের সকল বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া; 'বীক্ষমাণঃ'—শ্রীহরিকে দর্শন করিতে চেষ্টা কবিয়াও; 'ন অপশ্যম্' —দর্শন পাইলাম না। তখন 'আতুরঃ'—রোগক্লিষ্ট ইব [অভবম] —রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ হয়, সেইরূপ কাতর হইলাম।

ব্যাখ্যা—ভগবানের যে রূপকে দেখিতে মন কামনা করে, এবং যাহার দর্শনে সকল শোকতাপ দূর হয়, সেই রূপকে দেখিতে না পাইয়া, চিত্তের ব্যাকুলতাবশতঃ আমি যেন ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ন্যায় আলু-থালুভাবে আসন ইইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

পুনরায় সেই রূপ দর্শনের বাসনায় আমি চিত্তের সকল বৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়া, অর্থাৎ সম্যক্ একাগ্রভাবে, দর্শন-লাভের চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইলাম না; এবং রোগক্লিষ্ট হইয়া লোকে যেরূপ কাতর হয়, তখন মনের কষ্টে আমিও সেইরূপ কাতর হইলাম।

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরোগিরাম্
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশমনয়ানিব ॥২১॥

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মা দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥২২
সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্
সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥২৪
মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥২৫
এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ-
ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্।
অহঞ্চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ ॥২৬

(২১-২৬) [**অন্বয়**] গিরাম্ অগোচরঃ বিজনে এবং যতস্তং মাং শুচঃ প্রশময়ন্ ইব গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা আহ। হন্ত! অস্মিন্ জন্মনি ভবান্ ইহ মা (=মাং) মা দ্রষ্টুং অর্হতি; অহং অবিপক্ব-কষায়াণং কুযোগিনাং দুর্দ্দর্শঃ। হে অনঘ ময়া যৎ রূপং সকৃৎ দর্শিতং এতৎ তে কামায়; [যতঃ] মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ [সন্] সর্ব্বান্ হৃচ্ছয়ান্ মুঞ্চতি। অদীর্ঘয়া অপি সৎসেবয়া ময়ি [তব] দৃঢ়া মতিঃ জাতা, [অতঃ] ইমং অবদ্যং লোকং হিত্বা মজ্জনতাং গন্তা অসি। ময়ি নিবদ্ধা ইয়ং মতিঃ কর্হিচিৎ ন বিপদ্যেত; [তথা] মদনুগ্রহাৎ স্মৃতিঃ চ প্রজাসর্গনিরোধে অপি ন [ন বিপদ্যেত]। তৎ মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গং অলিঙ্গং ঈশ্বরং এতাবৎ উক্ত্বা উপররাম; [তেন] অনুকম্পিতঃ অহং চ মহতাং মহীয়সে তস্মৈ শীর্ষ্ণা অবনামং বিদধে।

শব্দার্থ ও রস বিবৃতি—গিরাং অগোচরঃ—কেবল বাক্য দ্বারা যে ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা করা যায় না, বা বাক্য দ্বারা যাঁহাকে অনুভূতির বিষয়ীভূত করা যায় না। 'যতন্তং'—দর্শন-

লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম যে আমি, সেই আমাকে 'গম্ভীর-শ্লক্ষ্ণয়া বাচা'—যে বাক্য ঐশীভাবযুক্ত হওয়াতে সম্ভ্রমের যোগ্য, অথচ 'শ্লক্ষ্ণ' = মধুর (শ্লিষ্ = আলিঙ্গন করা ; ঐ বাক্য এত স্নেহপূর্ণ ছিল যে, প্রাণের সঙ্গে গাথিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়)। 'শুচঃ প্রশময়ন্ ইব'—ভগবান্ আমার মনঃপীড়া দূর করিবার জন্য কথাগুলি বলিলেন। প্রেমিকের চিত্তে বিরহযাতনা ত কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, যাহাতে এই অসম্ভবও সম্ভব হয়, সেইরূপ মধুর রস নিজ বাক্যে সন্নিবেশিত করিয়া, ভগবান্ নারদকে কথাগুলি বলিলেন, (বিশ্বনাথ)। 'হন্ত'—হে বৎস্য নারদ ! 'দ্রষ্টুং ন অর্হতি -দর্শনলাভে অধিকারী হয় না।

'অবিপক্ককষায়াণাং'—অপক্ক ফলের কষায়রস থাকে ; কিন্তু ফলটি 'বিপক্ক' 'বি' = সম্পূর্ণ + পক্ক ; স্বাভাবিক ভাবে, অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে নয়, পক্ক হইলে, ঐ কষায়রসই মধুররসে পরিণত হয়। অপক্কযোগী (অর্থাৎ যাঁহাদিগের যোগসিদ্ধি হয় নাই) তাঁহারাই যখন পক্কতা (অর্থাৎ যোগসিদ্ধি) লাভ করেন, তখন তাঁহাদিগের চিত্তের কামক্রোধাদি কষায়রসসকল প্রেম-ভক্তিরূপ মধুর রসে পরিণত হয়। 'কুযোগী' (ব্যাখ্যা দেখ) যোগমার্গের নিকৃষ্ট সাধক—যাহাদের মনে কামক্রোধাদি আছে। প্রেমের প্রভাবেই কামক্রোধাদি দূর হয়; অতএব নারদের মনে বিশুদ্ধ প্রেমের স্ফুরণ করিবার জন্য ভগবান্ কেবল একবারমাত্র নারদকে দর্শনদান করিয়াছিলেন, নারদ 'আবদার' করিয়াছিলেন বলিয়া যে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা নহে ; 'সকৃৎ'—একবারমাত্র ; 'কামায়'—অনুরাগায়, তোমার চিত্তে আমার প্রতি অনুরাগবৃদ্ধির জন্য ; 'মৎকামঃ'—আমাতে অনুরক্ত ; 'শনকৈঃ'—ধীরে ধীরে ; 'সাধুঃ' [সন্]—বিষয়-ভোগবাসনাশূন্য হইয়া ; 'হৃচ্ছয়ান্'—ভোগ-বাসনাসকল ('হৃৎ' = হৃদয়ে + শী = শয়ন করা, যাহা অন্তরে অবস্থান করে, অর্থাৎ ভোগবাসনা) 'অবস্ত' = নিন্দ্য (ন + বদ্ = বলা, লোকে যাহার উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত

হয়)। কারণ এই ভোগলোক স্বভাবতঃই হেয়, এবং দাসীপুত্র হওয়াতে নারদ আরও হেয় অবস্থাতে ছিলেন। 'মজ্জনতা'—আমার পার্ষদত্ব ; 'গন্তা অসি'—গমন করিবে।

'নিবদ্ধা'—'নি' = নিশ্চিত, অর্থাৎ দৃঢ়রূপে 'বদ্ধা' = আবদ্ধা ; যে মতি সুখ বা দুঃখ কোন কারণেই ভগবানকে ছাড়িতে চাহে না। 'ন বিপদ্যেত'—বিনষ্ট হয় না, (বি = বিরুদ্ধ + পদ্ = যাওয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া)। কারণ তোমার এই প্রেম ভগবানের আনন্দময় স্বরূপেরই অংশ, ঐ স্বরূপ যেমন কখনও বিনষ্ট হয় না, আমার প্রতি এই মতি (অর্থাৎ প্রেম) প্রলয়েও বিনষ্ট হইবে না ; ('বি' = বিরুদ্ধভাবে 'পদ্' = যাওয়া) ; 'প্রজাসর্গ'—সৃষ্টি ; 'নিরোধ'—প্রলয়, যখন সকল সৃষ্ট বস্তু ভগবানে লীন হইয়া থাকে।

'মহদ্‌ভূতং'—ভগবানের নাম, ইহা ক্লীবলিঙ্গ (বিশ্বনাথ) ; যিনি 'মহৎ' অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অতএব জন্মরহিত) তিনি 'ভূতং'—সৃষ্টবস্তু ('ভূত' = যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, ভূ = জন্মান) অর্থাৎ বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন ; এবং 'অলিঙ্গং'—অমূর্ত্তিক হইয়াও, 'নভোলিঙ্গং' 'নভসি' = আকাশে, 'লিঙ্গং' = শব্দরূপ মূর্ত্তি আছে যাঁহার, এবং যিনি 'ঈশ্বরং' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ; 'অবনাম'—অব = দীনভাবে + 'নাম' = প্রণাম, অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ (নম্ = প্রণাম করা)।

ব্যাখ্যা—যখন আমি সেই জনহীন অরণ্যে শ্রীহরির দর্শন-লাভের জন্য প্রয়াস করিতেছিলাম, তখন যিনি বাক্যের অগোচর (অর্থাৎ শ্রীহরি), তিনি আমার মনঃপীড়া সম্পূর্ণরূপে উপশমিত করিবার জন্যই যেন পরবর্ত্তী গম্ভীর অথচ মধুর বাক্য বলিলেন।

তিনি বলিলেন—হে বৎস ! তুমি নরজন্মে ইহলোকে আমাকে দর্শন করিবার অধিকারী নও। যাঁহারা আমার সহিত মিলন-লাভের জন্য যোগমার্গে সাধনা করেন, তাঁহাদের মনে যতদিন কষায়রসতুল্য কামক্রোধাদি যোগসিদ্ধি দ্বারা প্রেমভক্তিতে পরিণত না হয়, ততদিন ঐ সাধকগণ আমার দর্শন পায় না। তোমার চিত্ত প্রেমের বৃদ্ধি

হইয়া কামক্রোধাদি দূর করার জন্যই আমি কৃপাবশতঃ একবারমাত্র তোমাকে দর্শন দিয়াছি। যিনি কেবল আমাকেই কামনা করেন; (অর্থাৎ যিনি কেবল আমাতেই অনুরক্ত) তাঁহার চিত্ত হইতে ধীরে ধীরে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়; অবশেষে তিনি সাধু হইয়া সকল বিষয়বাসনা ত্যাগ করেন। তুমি এখন পুনরায় আমার দর্শন লাভ করিলে না বটে, কিন্তু যাহাতে আমার পার্ষদত্ব লাভ করিয়া নিয়ত আমার সহিত মিলনসুখ উপভোগ করিতে পার, সেইজন্য আমি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একবারমাত্র দর্শন দিয়াছি।

হে নারদ! অদীর্ঘকালমাত্র সাধুসেবা (অথবা 'সৎ' যে আমি সেই আমার সেবা) করিয়া তোমার চিত্ত আমার প্রতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছে; এই দৃঢ়তার প্রভাবেই হেয় ভোগলোকত্রয় ত্যাগ করিয়া তুমি আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে। তোমার যে মতি দৃঢ়ভাবে আমাকে ধরিয়া আছে, ঐ মতি ভগবানের আনন্দময় সত্তারই অংশ। স্বয়ং ভগবান্ যেমন কখনও বিনষ্ট হন্ না, তোমার এই প্রেমও প্রলয়ে বিনষ্ট হইবে না; এবং আমি আদেশ দিতেছি যে, অদ্যকার এই দর্শনলাভের মধুময় স্মৃতি কখনও কালের প্রভাবে তোমার চিত্ত হইতে লুপ্ত হইবে না।

যিনি 'অলিঙ্গ' অর্থাৎ অমূর্ত্তিক হইয়াও, 'ভূতং' = বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন; এবং যে 'নভোলিঙ্গের' শব্দরূপ মূর্ত্তি অনন্ত আকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব যদিও তিনি নিয়তই সন্নিহিত আছেন, কিন্তু অলিঙ্গ হওয়াতে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না (শ্রীধর); তথাপি তাঁহার 'ঈশ্বরত্বের' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের চিহ্ন সর্ব্বদা এবং সর্ব্ব বস্তুতে দেখা যায়, এরূপ যে ভগবান্, তিনি এই বাক্য বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। 'অনুগৃহীত ব্যক্তি যেরূপ অনুগ্রহকারীর পদমূলে নিজের মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমিও সেই মহদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে সেই ভাবে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আশ্রয় লইলাম।

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥২৭

(২৭) [অন্বয়] ততঃ অহং হতত্রপঃ [সন্] অনন্তস্য নামানি পঠন্, গুহ্যানি কৃতানি চ স্মরন্ তুষ্টমনাঃ, গতস্পৃহঃ, অমদঃ বিমৎসরঃ [সন্] গাং পর্য্যটন্ কালং প্রতীক্ষন্ [আসম্]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'হতত্রপঃ'—ত্যক্তলজ্জঃ, নিজে দাসীপুত্র ভাবিয়া নারদের মনে আর কোন লজ্জা রহিল না। 'অনন্তস্য নামানি'—এই নামসকল 'অনন্ত' শ্রীহরির অনন্ত 'যশোঙ্কিত', অর্থাৎ অনন্ত মহিমাজ্ঞাপক। 'গুহ্যানি, ভদ্রাণি, কৃতানি'—শ্রীহরির লীলাসকলে যে ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলময় ভাব 'গুহ্য' = প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাহা 'স্মরন্ = চিন্তা করিয়া, অর্থাৎ লীলা-সকলের গূঢ় মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া; 'তুষ্টমনাঃ'—পূর্ব্বে শ্রীহরির অদর্শনে যে বিষাদ হইয়াছিল, তাহা অপগত হইয়া নারদের মনে এখন সন্তোষই ছিল, এই সন্তোষ আনন্দময়েরই সত্তা। 'গতস্পৃহঃ, অমদঃ ও বিমৎসর'—নামকীর্ত্তন ও শ্রীহরির কার্য্যাবলী স্মরণ করাতে নারদের চিত্ত শ্রীহরিতে আবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে জ্ঞানের স্ফুরণ হওয়াতে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়; অতএব নারদ 'অমদঃ' = অবিদ্যার মোহশূন্য হন; এবং চিত্ত আনন্দে পূর্ণ থাকাতে 'গতস্পৃহঃ' = বিষয়-ভোগবাসনাশূন্য হইয়াছিলেন। 'বিমৎসরঃ'—'মৎসর' পদে বিদ্বেষ, বিশেষতঃ পরশ্রীকাতরতা বুঝায়। নারদের মনে কোনরূপ বিদ্বেষভাব ছিল না; সুতরাং দেহত্যাগের দেরী হওয়াতে নারদের মনে কোন প্রকার অসন্তোষ হয় নাই। 'কালং প্রতীক্ষন্'—কখন দেহত্যাগের সময় আসিবে সেই অপেক্ষায়।

ব্যাখ্যা—শ্রীহরির এই বাক্যশ্রবণের পরে, 'নিজে দাসীপুত্র'

ইহা ভাবিয়া আর নারদের মনে লজ্জা রহিল না। তিনি অনন্ত শ্রীহরির মহিমাজ্ঞাপক নামসকল কীর্ত্তন করিয়া এবং শ্রীহরির মনোহর লীলাসকলের গূঢ় রহস্য স্মরণ করিয়া, নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং কখন্ তাঁহার দেহত্যাগের সময় আসিবে, সেই অপেক্ষায় রহিলেন। তখন তাঁহার মনে আনন্দ ছিল, কোন ভোগ্য বস্তুর প্রতিই তাঁহার স্পৃহা ছিল না; এবং দুর্লভদর্শন শ্রীহরির দর্শন লাভ করাতে গর্ব্ব বা অপর কোন আকারে অবিদ্যার মোহও তাঁহার মনে ছিল না; অথবা হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি কিছুই ছিল না।

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা ॥২৮
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥২৯

(২৭-২৮) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্ এবং কৃষ্ণমতেঃ অসক্তস্য অমলাত্মনঃ [মম] যথা সৌদামনী তড়িৎ [তথা] কালে কালঃ প্রদুরভূৎ। তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং [প্রতি ভগবতা] ময়ি প্রযুজ্যমানে [সতি] আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণঃ পাঞ্চভৌতিকঃ তনুঃ ন্যপতৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--'সৌদামনী' + 'দাম' = মালা; সু = সুন্দর; সুন্দর মালার ন্যায় মনোহর + 'তড়িৎ' পদ অতর্কিত-ভাবে মৃত্যুকালের আগমন প্রকাশ করে, অর্থাৎ নারদের কোন ব্যাধি হয় নাই। প্রাদুঃ = প্রকটিত; ভাগবতী—ভগবৎ-পার্ষদরূপা; 'শুদ্ধাং তনুং'—শুদ্ধসত্ত্বময় দেহকে; 'ময়ি প্রযুজ্যমান'—ভগবান্ যখন ঐ শুদ্ধা ভাগবতী তনুকে 'প্র' = প্রকৃষ্টভাবে (অর্থাৎ যেন আমা হইতে শুদ্ধা তনু বিচ্যুত না হয়, এবং আমি ঐ তনুর সকল অধিকার ভোগ করিতে পারি এইরূপ ভাবে) আমার সহিত সংযোগ করিয়া দিলেন।

আমার 'জীব'-সত্তার সহিত শুদ্ধা = শুদ্ধসত্ত্বময়ী, রজঃ বা তমোঃ বর্জ্জিত, 'ভাগবতী তনুকে প্রযুজ্যমান'—যখন যোগ করিতেছিলেন, তখনই পাঞ্চভৌতিক তনুঃ 'ন্যপতৎ'; 'শানচ্' প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ হয় যে, তনুদ্বয়ের যথাক্রমে যোগ ও পতন একই সময়ে হইয়াছিল। 'প্রারব্ধ-কর্ম্মনির্ব্বাণঃ' = প্রারব্ধ-কর্ম্মের নির্ব্বাণ হইয়াছিল যে পাঞ্চভৌতিক তনুতে; 'ন্যপতৎ'—'নি' = নিশ্চিত ভাবে + 'অপতৎ' = বিচ্যুত হইল। স্বামিপাদ বলেন যে, এই শুদ্ধা ভাগবতী তনুতে (অর্থাৎ পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত তনুতে, আরব্ধ কর্ম্ম নাই, উহা শুদ্ধ ও নিত্য। বিশ্বনাথ বলেন যে, জাত হওয়ার সঙ্গেই 'প্রারব্ধ' (অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গদেহ) বিনষ্ট হইতে থাকে। অতএব সাধক-দশাতেই নারদের প্রারব্ধের নাশ হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা—যখন আমি নিজ মতিকে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন করিয়া, বিষয়াসক্তিশূন্য এবং কাম-ক্রোধাদিবর্জ্জিত-চিত্তে দেহত্যাগের সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময়ে, আকাশে যেরূপ অতর্কিতভাবে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, সেইরূপে হঠাৎ একদিন আমার দেহত্যাগের সময় মধুরমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইল। ভগবান্ যখন আমার দেহস্থিত 'জীব'-নামক সত্তাকে শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজপার্ষদরূপা তনুতে সংযুক্ত করিতেছিলেন, সেই সময়েই আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ চিরদিনের জন্য বিচ্যুত হইয়াছিল।

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্ন্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ ॥৩০
সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঞ্চ জজ্ঞিরে ॥৩১

(৩০-৩১) [অন্বয়] কল্পান্তে ইদং আদায় উদন্বতঃ অম্ভসি শয়ানে [সতি] শিশয়িষোঃ বিভোঃ অন্তঃ অহং অনুপ্রাণং বিবিশে। সহস্র যুগপর্য্যন্তে উত্থায় ইদং সিসৃক্ষতঃ [ব্রহ্মণঃ] প্রাণেভ্যঃ মরীচি-মিশ্রাঃ ঋষয়ঃ অহং চ জজ্ঞিরে।

শব্দার্থ ও প্রসঙ্গবিবৃতি—'ইদং'—ভূরাদি তিন লোককে 'আদায়'—প্রত্যাহার করিয়া ; 'উদন্বতঃ'—কারণার্ণবের ; অম্ভসি= সলিলে 'শিশয়িষোঃ'—যোগনিদ্রায় শয়ন (অর্থাৎ শক্তিসকলের উপসংহার করিবার জন্য) করিতে ইচ্ছুক বিভুর, অন্তঃ—অভ্যন্তরে ; 'সহস্রযুগ=সহস্রযুগব্যাপী প্রলয়ের রাত্রির 'পর্য্যন্তে'—পরি=সম্যক্+ 'অন্তে'=অবসানে, 'উত্থায়'—যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া ; 'ইদং সিসৃক্ষতঃ'—এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মের ; 'প্রাণেভ্যঃ' প্রাণনামক ইন্দ্রিয় হইতে, অর্থাৎ ব্রহ্মের শুদ্ধসত্তার সহিত। জজ্ঞিরে—জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা—কল্পের অবসানে শ্রীনারায়ণ ত্রিলোককে নিজদেহের মধ্যে উপসংহার করিয়া, কারণার্ণবে যোগনিদ্রায় শয়ন করিবার সময় আমিও তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সহস্রযুগব্যাপী প্রলয়ের নিশার অবসানে ভগবান্ যখন পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন আমি এবং মরীচিমিশ্র প্রভৃতি ঋষিগন নারায়ণের শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিলাম।

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥৩২
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥৩৩
প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥৩৪

(৩২—৩৪) [**অন্বয়**] মহাবিষ্ণোঃ অনুগ্রহাৎ অস্কন্দিত-ব্রতঃ [সন্] ক্বচিৎ অবিঘাতগতিঃ অহং ত্রীন্ লোকান্ পর্য্যেমি। স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং ইমাং দেবদত্তাং বীণাং মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানঃ অহং চরামি। তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ [ভগবান্] স্ববীর্য্যাণি প্রগায়তঃ মে চেতসি আহূত ইব দর্শনং যাতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মহাবিষ্ণোঃ'—শ্রীহরির; 'অস্কন্দিতঃ' = অস্খলিত (স্কন্দ্ = গমন করা) ; + 'ব্রত' = ভক্তিনিষ্ঠা যাঁহার। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ বৈদিককর্ম্মে আসক্ত। তাঁহারা ব্রত-ভঙ্গভয়ে কর্ম্মত্যাগ করেন না। সনকাদি ঋষিগণ নিবৃত্তিমার্গে (অর্থাৎ যম-নিয়মাদি তপোমার্গে) আছেন ; তাঁহারা 'বহিঃ' অর্থাৎ উচ্চলোক চতুষ্টয়ে গমন করেন বটে, কিন্তু কর্ম্মবন্ধভয়ে জীবের অন্তরে প্রবেশ করিতে অক্ষম। এই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় মার্গা-তীত হইয়াও, কেবল ভক্তির প্রভাবে নারদ জীবের অন্তরে এবং বাহিরে ভ্রমণ করেন। তথাপি তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয় না, কর্ম্মবন্ধও হয় না, ভক্তিনিষ্ঠা অচলই থাকে। 'ক্বচিৎ'—যে কোন স্থানে ; 'অবিঘাতগতিঃ'—অবাধ হইয়াছে গতি যাঁহার। 'পর্য্যেমি'—চারিদিকে বিচরণ করি (পরি + ই = যাওয়া)।

'স্বরব্রহ্ম'—ব্রহ্মাভিব্যঞ্জক সপ্ত স্বর—ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, তাহাদের দ্বারা 'বিভূষিত' = বিশেষরূপে অলঙ্কৃতা। ঐ স্বরসকল আলাপ করিলে, বক্তা এবং শ্রোতার চিত্তে ভক্তি জাত হইয়া, ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়। 'তীর্থপাদঃ'—যাঁহার পাদ তীর্থের ন্যায় সকল স্থানকে পবিত্র করে, অতএব তাঁহার লীলাকীর্ত্তনের সময় তিনি আগমন করিয়া, কীর্ত্তনের স্থানকে পবিত্র করেন ; এবং বক্তা ও শ্রোতার চিত্তে নিজের মাধুর্য্যরস সিঞ্চন করিয়া, চিত্তকেও তীর্থের ন্যায় পবিত্র করেন। 'প্রিয়শ্রবাঃ'—মধুর হইয়াছে + 'শ্রব' = যশঃ যাঁহার ; 'প্রগায়তঃ'—প্র = প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, এবং প্রাণের আবেগের সহিত যখন আমি তাঁহার লীলা গান করি। 'দর্শন'—শ্রীহরি যেন মূর্ত্তিধারণ করিয়া নারদের চিত্তে উদিত হন, এবং সেই জন্য তাঁহার প্রগাঢ় ভাবাবেশ হয়।

ব্যাখ্যা—নারদ বলিলেন, আমি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বলোকে সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করি, এবং সর্ব্বজীবের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ

করি। কিন্তু নানা সুরম্য স্থানের দর্শন এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নানা বস্তুর সংস্পর্শ দ্বারা আমার মন ভোগসুখে আসক্ত হয় না, আমার ভক্তিও অচল ভাবে থাকে। এই অখণ্ডিত ভক্তিনিষ্ঠা শ্রীহরির অনুগ্রহেরই ফল।

শ্রীহরি আমাকে এই যে বীণাটি দিয়াছেন, ইহা 'ব্রহ্মাভিব্যঞ্জক' (=ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশক) সপ্তস্বর দ্বারা বিশেষরূপে ভূষিত; অর্থাৎ এই বীণার একটি অপূর্ব্ব শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে স্বর আলাপের সময় নারদ নিজে এবং শ্রোতৃগণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন। এই বীণায় স্বরের আলাপ করিয়া, এবং সেই সঙ্গে শ্রীহরির লীলাসকল গান করিয়া, আমি ত্রিলোকে বিচরণ করি।

যে স্থানে তাঁহার যশোগান হয়, শ্রীহরি সেইস্থানেই আগমন করিয়া ঐ স্থানকে এবং শ্রোতা ও গায়ককে তীর্থের ন্যায় পবিত্র করেন। আমি যখন 'প্রাণভ'রে' শ্রীহরির শক্তির এবং তাঁহার ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও বাৎসল্যাদি গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি, তখন, আমি যেন তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি, সেইভাবেই শ্রীহরি স্বয়ং আমার চিত্তে উদিত হইয়া, আমাকে দর্শন দেন। [শ্রীহরির যশোগান করা তাঁহাকে আহ্বান করার তুল্য। নারদের এবং যে সকল ভাগ্যবান্ শ্রোতার চিত্তে যখন ভাবাবেশ হয়, ঐ ভাব শ্রীহরির আনন্দময়সত্তামাত্র। উহা শ্রীহরির আগমনেরই লক্ষণ]।

এতধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্॥৩৫
যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মা ন শাম্যতি॥৩৬

(৩৫—৩৬) [**অন্বয়**] মুহুঃ মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া আতুরচিত্তানাং এতৎ হরিচর্য্যানুবর্ণনং হি ভবসিন্ধুপ্লবঃ [ইতি ময়া] দৃষ্টঃ।

কামলোভহতঃ আত্মা মুহুঃ মুকুন্দসেবয়া অধ্বা যদ্বৎ শাম্যতি যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ তথা ন [শাম্যতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া'—'মাত্রা'—বিষয়, তাহাদিগের 'স্পর্শাঃ'—ভোগ, তাহার 'ইচ্ছয়া' (শ্রীধর)। বিষয়-ভোগলালসা দ্বারা যাহাদের চিত্ত 'আতুর'=ব্যাকুল হইয়াছে; তাহাদিগের পক্ষে 'হরিচর্য্যা'=শ্রীহরির লীলাসকলের 'অনুবর্ণন'—'অনু'=পুনঃ পুনঃ, এবং শ্রীহরির 'অনুসরণ' করিয়া, অর্থাৎ শরণাগতভাবে+বর্ণন=কীর্ত্তন করা, 'ভবসিন্ধুপ্লবঃ'=সংসারমুক্তির উপায়। নিজের জীবনে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইহা 'দৃষ্টঃ'—এই কথা কাল্পনিক নয়।

'কাম'—বিষয়ভোগেচ্ছা; 'লোভ'—পরদ্রব্য-গ্রহণে প্রবৃত্তি; তাহাদের দ্বারা চিত্ত যখন 'হতঃ'=মৃত জীবের ন্যায় অসাড় হইয়া পড়ে, তখন মানব কাম এবং লোভের প্রতিরোধ করিতে পারে না। 'মুকুন্দ'=মোক্ষদাতা শ্রীহরি, তাঁহার 'সেবা'=শরণাগত হওয়া; শ্রীহরি ইচ্ছা করিলেই আমাকে কাম ও লোভের প্রভাব হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ কর। এই বিশ্বাস বড়ই দুর্লভ; কেহ কেহ সেবার সময়েও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের সেবা খাঁটি জিনিস নয়। যথার্থভাবে সেবা দ্বারা 'আত্মা'=মন; 'অধ্বা'—সাক্ষাৎ অর্থাৎ অবিলম্বে। 'যথা'—যদ্বৎ, যেরূপে; শাম্যতি=কাম ও লোভ সংযত হয়; 'যোগ'—অষ্টাঙ্গ-যোগ। মোট কথা, মুকুন্দের সেবা দ্বারা যত শীঘ্র কামলোভাদির নিবৃত্তি হয়, অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। অতএব সেবা যোগসাধনা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেয়স্কর।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগ কামনা করেন, ঐ সকল কামনা দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্ত ব্যাকুল হয়; এবং ভোগবাসনা-তৃপ্তির জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ভোগলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শরণাগতভাবে শ্রীহরির লীলাসকল পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে,

করিতে শ্রোতার মন শ্রীহরির মাধুর্য্য ও ভক্তবাৎসল্যাদিগুণে আকৃষ্ট হয়, তখন হইতেই ভোগবাসনার প্রাবল্যও কমিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ বিষয়াসক্তি দূর হয় ; তখন পুনরায় আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাই বলিলেন যে, এই ভাবে শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তনই ভবসিন্ধুপার হইবার জন্য পোতের তুল্য। নারদ বলিলেন যে, তিনি এই কথা কল্পনা হইতে বলিতেছেন না, নিজের জীবনেই ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কারণ ঋষিগণ যখন কৃষ্ণকথা অনুবর্ণন করিতেছিলেন, তখন তাহা শুনিয়াই ক্রমশঃ নারদের মনে ভক্তি, এবং ভক্তি হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছিল।

যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারাও ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে আর শ্রবণকীর্ত্তনাদির প্রয়োজন কি ? সেইজন্য পরের শ্লোকে বলিতেছেন যে, মুকুন্দসেবা দ্বারা যত শীঘ্র কাম, লোভ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়, যমাদির দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। বিষয়ভোগেচ্ছা এবং পরদ্রব্যগ্রহণে অভিলাষ এতই প্রবল যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি দ্বারা মন 'হত' অর্থাৎ মৃতব্যক্তির ন্যায় 'অসাড়' হয় ; এবং দেহ, মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ঐ কামলোভাদির আয়ত্ত হয়। শ্রীহরি 'মুকুন্দ', অর্থাৎ শ্রীহরি আমাকে কাম ও লোভের প্রভাব হইতে মুক্তি দান করিতে সমর্থ, এই বিশ্বাসে তাঁহার 'সেবা' (=আশ্রয়গ্রহণ) করিলে কাম ও লোভ শ্রীহরির শক্তিপ্রভাবে অতি শীঘ্র উপশান্ত হয়।

সর্ব্বং তদিদমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
জন্মকর্ম্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্॥৩৭

(৩৭) [**অন্বয়**] হে অনঘ অহং ত্বয়া যৎ পৃষ্টঃ তৎ মে জন্মকর্ম্মরহস্যং [তথা] ভবতঃ আত্মতোষণং চ ইদং সর্ব্বং আখ্যাতং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কর্ম্ম' = নারদের সাধনা এবং প্রারব্ধ ; 'রহস্য' = সাধনার গূঢ় তত্ত্ব, যদ্দ্বারা নারদের কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া-

ছিল ; 'আত্মতোষণং'—আত্মনঃ = ব্যাসের চিত্তের তুষ্টি যাহা দ্বারা হয় ; অর্থাৎ যে হরিচর্য্যানুবর্ণন দ্বারা নারদের অপ্রসন্নতা দূর হইয়া চিত্তে আনন্দের উদয় হইয়াছিল তাহাও বলিলাম।

ব্যাখ্যা—হে ব্যাস ! আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি নিজের জন্মের বিবরণ ও কিরূপ সাধনা দ্বারা আমার প্রারব্ধকর্ম্ম নষ্ট হইয়াছিল, এবং দেহত্যাগের সময় আমি কিরূপে চিন্ময় তনু লাভ করিছিলাম, এবং কিরূপে চিত্তের আধুনিক অপ্রসন্নতা দূর হইয়া আপনার সন্তোষ হইবে তাহাও বলিলাম।

সূত উবাচ

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্ নারদো বাসবীসুতম্।
আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ।৩৮

(৩৮) [অন্বয়] ভগবান্ যাদৃচ্ছিকঃ মুনিঃ বাসবীসুতং এবং সম্ভাষ্য আমন্ত্র্য চ বীণাং রণয়ন্ যযৌ।

ব্যাখ্যা—দেবর্ষি নারদ (যাঁহার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন স্থানে যাওয়ারই আবশ্যক ছিল না, অথচ নিজের ইচ্ছা অনুসারে যাঁহার সর্ব্বত্র অবাধগতি ছিল) বাসবী-তনয় ব্যাসকে এইরূপে সম্ভাষণ করার পর তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, আনন্দে বীণাধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ তিনি যে সকল স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন, ও বীণাধ্বনি দ্বারা সেই সকল স্থানবাসী লোকদিগকে মুগ্ধ করিতে করিতে গমন করিলেন।

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎ কীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-নারদ-সংবাদো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(৩৯) [**অন্বয়**] অহো অয়ং দেবর্ষিঃ ধন্যঃ যঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ কীর্ত্তিং গায়ন্ তন্ত্র্যা মাদ্যন্ ইদং আতুরং জগৎ রময়তি।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
অন্বয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিস্তৃতি—শার্ঙ্গধন্বনঃ'—শ্রীহরির ; 'শার্ঙ্গ' নামক ধনু আছে যাঁহার ; শ্রীহরির ধনুকে 'সার্ঙ্গ' বলে ; 'তন্ত্র্যা'—বীণা দ্বারা ; অর্থাৎ স্বরব্রহ্মবিভূষিতা বীণা বাদন করিয়া। 'লোকং'—লোকত্রয়ের অধিবাসিগণকে ; 'মাদ্যন্'—মুগ্ধ করিয়া, 'মাতোয়ারা' করিয়া ; 'রময়তি'—আনন্দিত করেন। আতুরং = ত্রিতাপক্লিষ্ট।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—অহো, এই দেবর্ষি ধন্য ! যিনি শ্রীহরির লীলগান করিয়া এবং বীণাধ্বনি দ্বারা লোকত্রয় মুগ্ধ করিয়া, এই ত্রিতাপে তাপিত জগৎকে আনন্দিত করেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত
ব্যাখ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী, এবং শ্রীল বিশ্বনাথ
চক্রবর্ত্তীর টীকার অনুসরণে

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত
শ্রীমদ্ভাগবতম্ এবং তৎসংসৃষ্ট গ্রন্থাবলী

এই সকল গ্রন্থে মূল শ্লোক, অন্বয়, বাঙ্গালা-শব্দার্থ ও রসবিবৃতি এবং শ্লোকের সরল বাঙ্গালা-ব্যাখ্যা এবং প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতি পুস্তকের ভূমিকায় সমগ্র গ্রন্থের মর্ম্মও আলোচিত হইয়াছে। শ্লোকের সংস্কৃত শব্দের অর্থ-বোধ না হইলে, ভাগবতের অমৃত-আস্বাদ-লাভ হয় না। এই জন্য শ্লোকের শব্দগুলির অর্থ বিশদ বাঙ্গলায় বিবৃত হইয়াছে, এবং কঠিন শব্দের ধাতুর অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি বাঙ্গলায় দেওয়া হইয়াছে, এবং পরিশিষ্টে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

[পুস্তকের তালিকা]

শ্রীমদ্ভাগতম্ ১ম স্কন্ধ

(১) **প্রথম খণ্ড** (১-৯ অধ্যায়) প্রায় ৩৬০ পৃষ্ঠা ২৲

(২) **দ্বিতীয় খণ্ড** (১০-১৯ অধ্যায়) এই খণ্ডের পরিশিষ্টে সমগ্র প্রথম স্কন্দের উপর শ্রীধর স্বামীর টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (যন্ত্রস্থ) ২৲

(৩) **নারদ** (৪-৬ অধ্যায়) ৸০
[নারদ কথিত আত্মচরিত ও ভক্তিমাহাত্ম্য]

(৪) **কুন্তীর এবং ভীষ্মের স্তব** (৮-৯ অধ্যায়) ৸০

(৫) **পরীক্ষিৎ** (১৬-১৯ অধ্যায়) [যন্ত্রস্থ] ৸০

(২) বামন ভিক্ষা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। মূল্য ॥০

তর্কভূষণ মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীভগবানের বামনাবতারের যে নিগূঢ় তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা হিন্দুমাত্রেই পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিমত

পৌরাণিক ধর্ম্মময় আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী এই দৃশ্যকাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে 'বামন-ভিক্ষার' গূঢ় রহস্য দার্শনিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে। উচ্চ দার্শনিকতার কর্কশ ভাবের গন্ধমাত্রও ইহাতে পাওয়া যায় না, প্রত্যুত সুকবিজনোচিত নব নবোন্মেষশালিনী কল্পনার লালিত্যে ও সরল পদবিন্যাসে ইহা কঠিন দার্শনিক সিদ্ধান্তকেও কোমল এবং সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই হৃদয়াকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণে এই অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র নাটকের রচয়িত্রী সর্ব্বথা বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাবর্গের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন।

সিদ্ধ ভক্ত সদানন্দ তাঁহার দার্শনিক-ভাব-প্রবণ কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শ্রীবামনদেবের সহিত এই সদানন্দের কথোপকথনটি বড়ই উপভোগ্য ও বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তির পরিণতি-দশায় ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর ব্যবহার যে কিরূপ লোকাতীত মাধুর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা এই কথপোকথন-প্রসঙ্গে এমনি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে।

অপাঠ্য কুপাঠ্য ও দুষ্পাঠ্য রাশি রাশি নাটক নভেলের এই একচ্ছত্র রাজত্বের যুগে এই সরল ও সদাদর্শমণ্ডিত আধ্যাত্মিক নাটক লিখিয়া যিনি সাধারণের মধ্যে সমাজ-হিতকর ধর্ম্মচিন্তার মধুর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, হিন্দু গৃহিণীর আদর্শ সেই শিক্ষিতা বঙ্গকুলললনা আস্তিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে যে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হা তাহা কে না স্বীকার করিবে?

প্রাপ্তিস্থান।

২৪ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী।

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

রামকৃষ্ণ-মিসন ছাত্রনিবাস

৭নং হালদার লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

সেন রায় কোম্পানি।

কর্ণওয়ালিস বিল্‌ডিংস্ (ঠনঠনিয়া) কলিকাতা।

কমলা বুক ডিপো।

১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

মনমোহন লাইব্রেরী।

২০৩।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি,

১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

কাত্যায়নী মেসিন প্রেস—৭৯।১নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।